মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০০৭

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল	১৪২৮ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪১৩ বাং
মার্চ	২০০৭ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে হাদীছঃ**
  - আল্লাহ্র নিকটে কোন গোনাহটি সবচেয়ে বড় ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - সুনান আদ-দারিমীঃ হাদীছের এক অনন্য সংকলন ০৬
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - বিশ্বায়নঃ দুর্বৃত্তায়নের স্বরূপ ১২
    -জামালুদ্দীন বারী
  - ইসলামের কোন বিধান সংস্কারের অবকাশ নেই ১৪
    -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - দো'আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত ১৭
    - আব্দুল ওয়াদূদ
- **মনীষী চরিতঃ** ২১
  - ছফিউর রহমান মুবারকপুরী
    - নূরুল ইসলাম
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২৯
  - মৃত্যুকালীন অছিয়ত
  - কারাকুশের বিচার
- **চিকিৎসা জগতঃ** ৩০
  - দাঁতের পরিচর্যা
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩৩
  - সঠিক উপায়ে পেঁপে চাষ
- **কবিতাঃ** ৩৪
  - আত-তাহরীকের আলো
  - দু'টি কবিতা
  - আহলেহাদীছ যে
  - বখাটে
  - গর্জে ওঠো
  - সত্যের জ্যোতি
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪৩
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- পাঠকের মতামত ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০৭

নয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণমানুষের প্রত্যাশা

এক নাটকীয় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে গত ১২ জানুয়ারী ক্ষমতাসীন হয়েছেন ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের নয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নেন তিনি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দেশব্যাপী অরাজকতা ও ব্যাপক জান-মালের ক্ষতির আশংকায় দেশে জারী করা হয় যরূরী অবস্থা। বাতিল করা হয় ঘোষিত ২২ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন। সাক্ষাৎ সংঘাত থেকে মুক্তি পায় দেশ। ফিরে আসে স্বস্তি। অতঃপর গত ২১ জানুয়ারী জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ জাতিকে আরো আশান্বিত করেছে। সমাজের উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ, উল্লসিত ও অভিভূত হয়েছেন। পাশাপাশি অপরাধীরা হয়েছে চরম উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যে সীমাহীন দুর্নীতি, জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য, ক্ষমতা, চিত্ত ও প্রতিপত্তির জন্য নীতিহীন প্রতিযোগিতা, হীনস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অযাচিত ব্যক্তিবন্দনা এবং মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতির পরিবর্তে কালো টাকা ও পেশী শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারকে দেশের কাংখিত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমাদ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, 'যে দুর্নীতি দেশের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে তার সাথে জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না'।

অতঃপর শুরু হয় দেশব্যাপী যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় সর্বাত্মক জিহাদ। গ্রেফতার করা হয় রাঘব বোয়ালদের। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এবং তার পূর্বের আওয়ামী সরকারের বাঘা বাঘা মন্ত্রী-এমপি, দলীয় ক্যাডার সহ অনেককে গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশন দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। ক্ষমতার মোহে যারা অন্ধ ছিল, যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করত, যাদের কেশাগ্র স্পর্শ করা একসময় অভাবনীয় ছিল, তারাই আজ দুর্নীতির দায়ে ও পাহাড়সম কালো টাকা উপার্জনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কারাজীবন ভোগ করছেন। শুধু তাই নয় যৌথ বাহিনীর অভিযানে আরো বেরিয়ে আসে জনগণের কষ্টার্জিত সম্পদ আত্মসাতের লোমহর্ষক কাহিনী। গরীবের হক ত্রাণসামগ্রী, যাকাতের শাড়ী, লুঙ্গী, কম্বল-চাদর, ত্রাণের ঢেউটিন এমনকি বিস্কুট পর্যন্ত পাওয়া যায় মন্ত্রী-এমপিদের বাড়ীতে, দলীয় অফিসে এবং তাদের নিজস্ব গুদামে। এছাড়া ভূমিখাদক, দখলদার, মজুতদার, চোরাকারবারী ও খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধেও শুরু হয় চূড়ান্ত অভিযান। এক হিসাব অনুযায়ী গত ২৫ বছরে লুণ্ঠিত সরকারী স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লাখ কোটি টাকারও বেশী। অর্থনীতিবিদদের ধারণা মতে বিগত ৩৪ বছরে দেশে ৭০ লাখ কোটি কালো টাকা তৈরী হয়েছে। যৌথবাহিনীর অভিযানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লাখ লাখ মণ নষ্ট, পচা এবং খাবার অযোগ্য খাদ্যশস্য আটক করা হয়েছে। আবিষ্কার করা হচ্ছে একের পর এক মওজুদ কারখানা। জানা গেছে বিগত জোট সরকারের আমলে ক্ষমতার আশ্রয়ে লালিত ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেট হাতিয়ে নিয়েছে ৭৬ হাযার কোটি টাকার অতিরিক্ত মুনাফা। এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে গোটা সমাজ দেহকে অস্থি-মজ্জাসহ কুরে কুরে খাচ্ছে। সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করতে এ সমস্ত নেতাদের হৃদয় সামান্যতম প্রকম্পিত হয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং শাহাদত বরণকারী জনৈক ছাহাবীর থলেতে মাত্র দুই দিরহাম সমমূল্যের ইহুদীদের একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর পাওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করেননি।

এই সরকারের আরেকটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। বিগত সরকারগুলো মোট ২২ বার উচ্চ আদালত থেকে সময় নিয়ে এ বিষয়ে কালক্ষেপণ করেছে এবং বার বার জাতিকে প্রতারিত করেছে। অথচ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জাতির দীর্ঘদিনের চাওয়া বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার সকল প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করেছে। এতদ্ব্যতীত নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন এই সরকারকে আরো প্রশংসিত করেছে। আর এসবই ছিল দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের নিরিখে অপরিহার্য।

আমরা এই সরকারের সকল নিরপেক্ষ, জনকল্যাণকর পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই এবং জনগনের সম্পদ আত্মসাৎকারী দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। পাশাপাশি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির স্বীকার না হন এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যেন সমালোচিত হ'তে না হয়। সেই সাথে ইসলাম বিরোধী কোন আইন যেন প্রণীত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানাই। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মসজিদ ভাঙ্গার খবর জানা গেছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতদ্ব্যতীত শুক্রবার সরকারী ছুটি বাতিল করার প্রক্রিয়া এবং সন্ধ্যা ৭-টার পর দোকান-পাট ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক। যেকোন অজুহাতেই হউক না কেন মুসলমানদের পবিত্র দিবস শুক্রবারে ছুটি বাতিল করে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে মিলিয়ে অন্যকোন দিনে সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করলে তা হবে দেশের ১৪ কোটি মুসলমানের বুকে ছুরিকাঘাত করা এবং চরম বিক্ষোভের কারণ। কাজেই এই সমস্ত নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে না দেয়ার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাব। এই সাথে বিগত সরকারের প্রতিহিংসার স্বীকার নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তি, যারা বিনা বিচারে কারাগারে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন তাদেরকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দানের জোর দাবী জানাচ্ছি। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রবীণ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রতিথযশা একজন শিক্ষাবিদের সাথে বিগত সরকারের এহেন আচরণ শুধু ন্যক্কারজনকই নয় বরং জঘন্যও বটে। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় অবস্থানের পরও বিগত সরকার জাতির সাথে এক ঐতিহাসিক প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে উক্ত মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে ডজন খানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে যারপরনাই হয়রানি করেছে। ইতিমধ্যে দু'দু'টি মূল্যবান বছর তাঁর জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এভাবে তাঁর ইলমী ও দ্বীনি খেদমত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে গোটা জাতিকে। অথচ উক্ত অভিযোগের প্রকৃত অপরাধীরা পরবর্তীতে ধরা পড়েছে এবং তাদের চূড়ান্ত শাস্তিও ঘোষিত হয়েছে। আমরা নিরপেক্ষতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর এই সরকারের নিকটে অনতিবিলম্বে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাই এবং আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের আহ্বান জানাই। আর এটিই হ'তে পারে এই সরকারের নিরপেক্ষতার আরেকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ। যা যুগ যুগ ধরে স্মরণে রাখবে দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ সচেতন দেশবাসী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

আল্লাহর নিকটে কোন গোনাহটি সবচেয়ে বড়

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوا اللهَ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقًا: وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ، الآية.

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকটে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে (অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা)। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া'। রাসূল (ছাঃ)-এর একথারই সত্যায়ন করে আল্লাহ পাক (নেককার লোকদের প্রশংসায়) আয়াত নাযিল করেন, 'যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা নাহকভাবে মানুষ হত্যা করে না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যারা ব্যভিচার করে না'।[১]

হাদীছটি বুখারীতে এসেছে 'তাফসীর' অধ্যায়ে সূরা বাক্বারাহ ও ফুরক্বানের তাফসীরে এবং 'শিষ্টাচার' 'পারস্পরিক লড়াই' ও 'তাওহীদ' অধ্যায়ে। মুসলিমে এসেছে 'ঈমান' অধ্যায়ে, তিরমিযীতে এসেছে সূরা ফুরক্বানের তাফসীরে এবং নাসাঈতে এসেছে 'পারস্পরিক লড়াই' অধ্যায়ে। উল্লেখ্য যে, হিন্দুস্তানে মুদ্রিত অনেক মিশকাত গ্রন্থে অত্র হাদীছের শেষে 'মুত্তাফাক্বুন আলাইহ' কথাটি নেই। এমনকি মিরক্বাতের সাথে মুদ্রিত মিশকাতেও এটি নেই। অথচ 'মিরক্বাতে' আছে। কেননা ছাহেবে মিরক্বাতের নিকটে মূল মিশকাতের শুদ্ধিকৃত, বারবার পঠিত, শ্রুত ও বিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপির একাধিক কপি ছিল। তিনি সেখান থেকেই বিশুদ্ধ করে স্বীয় 'মিরক্বাতে' উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত আবুবকর যুহায়ের শাভেশ স্বীয় 'মুক্বাদ্দামায়' যে পাণ্ডুলিপি কপি সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেও 'মুত্তাফাকুন আলাইহ' শব্দটি বর্ণিত হয়েছে।

রাবীর পরিচয়ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বিন গাফেল বিন হাবীব আল-হুযালী। কুনিয়াতঃ আবু আব্দুর রহমান। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'দারুল আরক্বামে' প্রবেশের পূর্বে এবং ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সামান্য কিছুদিন আগে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বীয় নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জুতা, মিসওয়াক, দোয়াত-কালি ও ওযূর পানি এগিয়ে দিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন বিধায় ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি صاحب النعلين والسواك والسواد والطهور নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূলের চেহারা ও চাল-চলনের সাথে তাঁর অনেক মিল ছিল। তবে তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের, বেঁটে ও দীর্ঘ পদাধিকারী ব্যক্তি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ফক্বীহ ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাবশা ও মদীনা উভয় হিজরতের অধিকারী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কূফার বিচারপতি ও খাজাঞ্চি নিযুক্ত হন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমদিকে তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনায় চলে আসেন ও সেখানে ৩২ হিজরী সনে ষাটোর্ধ্ব বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাকী' গোরস্থানে সমাহিত হন।

তিনি কুরআনের ৭০টি সূরা সরাসরি রাসূল (রাঃ)-এর মুখ থেকে শ্রবণ করেন ও মুখস্থ করেন। তাঁর তেলাওয়াত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুবই পসন্দ করতেন। তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮৪৮টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৬৪টি, স্বতন্ত্রভাবে বুখারী ২১টি এবং মুসলিম ৩৫টি বর্ণনা করেছেন। চার খলীফাসহ বহু ছাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, وهو عندنا أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة. 'তিনি আমাদের নিকটে চার খলীফার পরে সর্বাধিক ফক্বীহ ছাহাবী হিসাবে গণ্য'।[২]

হাদীছের সারমর্মঃ আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা ও অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ।

১. *ফুরক্বান ৬৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯।*

২. *মিরক্বাত ১/১২০ পৃঃ।*

Contents

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছে সবচেয়ে বড় তিনটি কবীরা গোনাহের উল্লেখ রয়েছে। সেকারণ ছাহেবে মাছাবীহ এ হাদীছটিকে অত্র অধ্যায়ে প্রথমে এনেছেন। দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, অত্র হাদীছের সমর্থনে ও সত্যায়নে সরাসরি আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে এ তিনটি গোনাহের ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা আরও বেশী নিশ্চয়তা পেয়েছে। তবে কুরআনে এ তিনটি গোনাহের কথা 'মুত্বলাক্ব' বা শর্তশূন্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীছে مقيد বা শর্তসহ বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা হাদীছে এ তিনটি কাজের নিকৃষ্টতার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে শর্ত মূল কথা নয়। বরং কাজটিই মূল কথা, যা সবচেয়ে বড় গোনাহ ও মহাপাপ।

(أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟) 'কোন পাপ আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বড়'? ইচ্ছাকৃত অপরাধকে الذنب বলা হয়। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ চার ধরনের হয়ে থাকে। ১- এক ধরনের অপরাধ, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। যেমন কুফরী। ২- যা ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা বা সৎকর্ম সমূহের দ্বারা মাফ হয়। যেমন ছগীরা গোনাহ সমূহ। ৩- যা তওবা দ্বারা অথবা তওবা ছাড়াই মাফ হয় আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে। যেমন আল্লাহ্র হক -এর অন্তর্ভুক্ত কবীরা গোনাহ সমূহ। ৪- হককুল ইবাদভুক্ত ঐসব কবীরা গোনাহ, যা বান্দা কর্তৃক ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়। চাই সেটা দুনিয়াতে হৌক মাফ করিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে, মাল ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বা তার পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে। অথবা আখেরাতে হৌক যালেমের নেকী মযলূমকে দেওয়ার মাধ্যমে, মযলূমের পাপসমূহ যালেমের উপর চাপানোর মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে'।

হাদীছে عند الله বা 'আল্লাহ্র নিকটে' শর্ত যোগ করা হয়েছে এ কারণে যে, পাপী তার পাপকে সঠিক মনে করে। সাপেকাটা বা জণ্ডিসের রোগীর জিহ্বায় যেমন তিতা বস্তু মিঠা লাগে, অমনিভাবে পাপে নিমজ্জিত মানুষ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য ভুলে যায়। তাই পাপ-পুণ্যের সঠিক নির্ধারণ কেবল মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকটেই হ'তে পারে। স্বার্থদুষ্ট মানুষ কখনো নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে বড় ও ছোট পাপ নির্ধারণ করতে পারে না। সেকারণেই এখনে عند الله বা 'আল্লাহ্র নিকটে' শর্ত যোগ করা হয়েছে। যদিও সেটা বান্দার স্বার্থেই হয়ে থাকে।

(أَنْ تَدْعُوَ اللهَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) 'তুমি আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। تدعو -এর পরিবর্তে কুরআনে تجعلوا শব্দ এসেছে। যেমন فَلاَتَجْعَلُوْا لِلّهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না' (বাক্বারাহ ২২)। نِدٌّ অর্থ শরীক, সমকক্ষ বা সমতুল্য, বহুবচনে انداد। এখানে আল্লাহ্র সত্তা বা গুণাবলীতে অন্য কিছুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্র বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য وَهُوَخَلَقَكَ 'অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' বাক্য যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দার অনুভূতিতে আঘাত করে তার বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা বান্দা যাদেরকে শরীক করে, তাদের কারুরই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। বান্দা নিজেও সেকথা ভালভাবে জানে। আর এটাই তাওহীদের তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের সবচেয়ে বড় দলীল। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই সৃষ্টিকে বেশী ভালবাসেন এবং সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও বিধান প্রেরণ করেন। যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষমতা নেই। অতএব তাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, শিরক ছোট ও বড় দু'প্রকারের। ছোট শিরক হ'ল 'রিয়া' বা লোক দেখানো ইবাদত করা। আর শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা মতে বড় শিরক হ'ল পাঁচ প্রকার। জ্ঞানগত শিরক, ইবাদতে শিরক, ব্যবহারগত শিরক, অভ্যাসগত শিরক ও ভালোবাসায় শিরক। অত্র হাদীছে উভয় শিরকের কথা বলা হয়েছে।

(أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ) 'তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে'। অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। অথচ সন্তান হ'ল মানুষের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। পিতা-মাতা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়। দুনিয়ার এই সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট কর্ম হত্যার মাধ্যমে নিঃশেষ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে জঘন্যতম পাপ। অথচ দারিদ্র্যের ভয় মূলতঃ কোন ভয়ই নয়। এটা স্রেফ বস্তুবাদী প্রচারণা মাত্র।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিষময় ফল হিসাবে সমাজে গাছতলা ও পাঁচতলার পাহাড় প্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের সংখ্যা বেশী হ'লে তারা পুঁজিপতিদের আতংকের কারণ হবে। সেকারণ তারাই এসব কপট প্রচারণা চালায় তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমের দ্বারা এবং তা বাস্তবায়ন করে তাদের নিয়ন্ত্রিত শাসক কর্তৃপক্ষের

মাধ্যমে। অথচ সন্তান সব সময়ই সম্পদ। তা কখনোই জঞ্জাল নয়। জাহেলী আরবে কোন কোন পিতা এরূপ করত বিধায় এ বিষয়ে কুরআনে (ইসরা ৩১) ও হাদীছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বাক্যে خَشْيَةَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ মাফ'উল লাহু হয়েছে বিধায় 'মানছূব' হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আরবরা তাদের ভূমিষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করত বলে এখানে 'হত্যা' শব্দ আনা হয়েছে। নইলে এখানে মূল বিষয় হ'ল 'দারিদ্র্যভীতি'। উক্ত কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ চাই সেটা গর্ভস্থ সন্তানে রূহ সঞ্চারের আগে হৌক বা পরে হৌক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

(أَنْ تَزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ) **'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে'**। এমনিতে ব্যভিচার মহাপাপ। তারপর তা যদি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে হয়, তবে তা হবে আরও বড় মহাপাপ। কেননা প্রতিবেশী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয় এবং একে অপরের প্রতি আস্থাশীল থাকে। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হওয়া প্রতিবেশীর দাম্পত্য জীবনে আগুন ধরিয়ে দেবার শামিল। অনেক সময় এর ফলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ও সংসার ধ্বংস হয়ে যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, تزني بها برضاها অর্থ تزاني 'মহিলার সন্তুষ্টিতে তার সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে'। কেননা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে সহজে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। সেকারণ ইসলামী পর্দা সর্বাবস্থায় ফরয এবং নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে তা কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য।

(فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقًا) 'উক্ত বিষয়ের সত্যায়ণে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন' একথার মধ্যে এবিষয়ে দলীল রয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে সুন্নাহ্র নিশ্চয়তা প্রমাণ ও সত্যায়ণ করা জায়েয। ত্বীবী একথা বলেন। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, এ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত আছে বলে আমার জানা নেই। বায়'আতে রিযওয়ানের পরে এবং হোদায়বিয়া সন্ধির পরে অনুরূপভাবে আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছিল।

অতএব উপরোক্ত তিনটি কবীরা গোনাহ হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং উক্ত গুনাহে প্ররোচিত করে এরূপ পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।
৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

সুনান আদ-দারিমীঃ হাদীছের এক অনন্য সংকলন

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ইমাম আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ) হাদীছ শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ও হাফিয ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের কারণে তাঁকে 'হাফিযুল হাদীছ' ও 'ইমাম ফী ইলমিল হাদীছ' বলে সমকালীন মুহাদ্দিছগণ স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। আজীবন তিনি ইলমে হাদীছের খিদমত করে গেছেন। হাদীছ অভিজ্ঞানে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী মুসলিম জাহানের এক অমূল্য সম্পদ। ইলমে হাদীছে তাঁর অবদানের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি হচ্ছে তাঁর সংকলিত 'সুনান আদ-দারিমী' গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি মুসলিম বিশ্বে অমর হয়ে আছেন। এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে, যা কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে নেই। এ গ্রন্থে জাল-যঈফ হাদীছের সংখ্যা খুব কম, এতে যঈফ ও দুর্বল রাবীর সংখ্যাও নগণ্য। এর অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ হওয়ার কারণে 'সুনান' গ্রন্থের তারতীব অনুযায়ী প্রণীত হ'লেও মুহাদ্দিছগণ একে 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে এ গ্রন্থের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

❁ সুনান আদ-দারিমীর প্রকৃতিঃ

মুহাদ্দিছগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে হাদীছগ্রন্থ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। তার মধ্যে 'সুনান' অন্যতম। মুহাদ্দিছীনে কেরামের পরিভাষায় যে সকল হাদীছ গ্রন্থের অধ্যায় সমূহ ফিক্বহী তারতীব (ধারাবাহিকতা) তথা ঈমান, ত্বাহারাত, ছালাত, যাকাত ইত্যাদি অনুসারে বিন্যস্ত হয় তাকে 'সুনান' বলে।[১] এজাতীয় গ্রন্থকে পূর্বে 'আবওয়াব' (الابواب) বলা হ'ত। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় 'মুছান্নাফ' (مصنف)। তবে 'সুনান' নামেই তা সমধিক পরিচিতি লাভ করে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আমির ইবনু শাবাহীল আশ-শা'বী সর্বপ্রথম এজাতীয় একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানা أبـواب الـشعبى। (আবওয়াবুশ শা'বী) নামে পরিচিত। 'কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্তর্গত আবুদাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) ও ইবনু মাজাহ (রহঃ) প্রণীত গ্রন্থ চতুষ্ঠয়ও সুনান গ্রন্থের মধ্যে গণ্য। এই চারখানা গ্রন্থ 'সুনানু আরবা'আহ' নামে পরিচিত। সুনানু আরবা'আহ ব্যতীত সুনানু বায়হাক্বী, সুনানু দারাকুতনী, সুনানু সাঈদ ইবনে মানছূর এ শ্রেণীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[২]

আলোচ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী ইমাম দারিমী প্রণীত হাদীছ গ্রন্থখানা সুনানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ গ্রন্থখানা ফিক্বহী অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত। যাতে আহকাম (বিধি-বিধান), আখবার (খবর/সংবাদ), ক্বাছাছ (ঘটনাবলী), মাওয়াইয (উপদেশাবলী) ও আদব (শিষ্টাচার) সম্পর্কিত হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুনান আদ-দারিমীর নামকরণঃ

সুনান আদ-দারিমীর নামকরণ নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। যদিও মুহাদ্দিছগণের পরিভাষা অনুযায়ী এই গ্রন্থটি সুনানের অন্তর্ভুক্ত, তবুও কোন কোন মুহাদ্দিছের নিকটে 'মুসনাদ' নামেও এর পরিচিতি আছে।[৩] আল্লামা ইরাকী বলেন,

اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخارى كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة

'ছহীহুল বুখারীকে যেমন মুসনাদ বলা হয়, তেমনি এ গ্রন্থের হাদীছ সমূহ ছহীহ সনদে বর্ণিত হওয়ায় একে 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করা হয়'।[৪] আল্লামা ইবনুছ ছালাহও একে 'মুসনাদ' গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫] তবে আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ূত্বী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এ গ্রন্থের নাম মুসনাদের পরিবর্তে 'সুনান' হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা সুনান হিসাবে

---

* *পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

১. *ড. মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৯৮২ খৃঃ/১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৩৪৮; সাইয়েদ ছিদ্দীক হাসান খান আল-কানুজী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৫খৃঃ/১৪০৫হিঃ), পৃঃ ৬৯; মুহাম্মাদ আবূ যাহু, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৪খৃঃ/১৪০৪হিঃ) পৃঃ ৩৬৬।*

২. *মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী, দারসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, (দেওবন্দঃ আনওয়ার বুক ট্রেডার্স, তা. বি.), পৃঃ ৫১।*

৩. *সুনানুদ দারিমী, তাহকীকঃ ফাওয়ায আহমাদ যামযালী (করাচীঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.), মুকাদ্দামাহ, পৃঃ ৯।*

৪. *জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ), তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশঃ ১৯৮৯খৃঃ/১৩৯৯ হিঃ), পৃঃ ১৭৪।*

৫. *মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম মুদ্রণঃ ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০।*

পরিগণিত হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ এ গ্রন্থে বিদ্যমান। অর্থাৎ এ গ্রন্থটির অধ্যায় সমূহ ফিক্বহ গ্রন্থের অধ্যায়ের ন্যায় সুবিন্যস্ত।[৬]

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ) (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ/১৩৪৮ খৃঃ) ইমাম দারিমী (রহঃ)-কে 'ছাহিবুল মুসনাদ' (মুসনাদ প্রণেতা) বলেছেন এবং তাঁর মুসনাদকে আবদ ইবনু হুমাইদের মুসনাদের সমপর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারীও এই গ্রন্থটিকে 'মুসনাদ' বলেছেন।[৮]

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, أما كتاب السنن المسمى بمسند الدارمى فإنه ليس دون السنن فى المرتبة. 'কিতাবুস সুনান' যেটা 'মুসনাদ আদ-দারিমী' নামে পরিচিত। তারতীব অনুসারে এটা 'সুনান' ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[৯]

ফাওয়ায আহমাদ যামযালী বলেন,

المسند يكون مرتبا على أسماء الصحابة فإطلاق المسند على سنن الدارمى فيه تجوز و الأولى أن يطلق عليه لفظ السنن لأن السنن فى إصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان و الطهارة و الصلاة و الزكاة إلى آخرها.

'মুসনাদ ছাহাবীদের নামানুসারে বিন্যস্ত। এজন্য সুনান আদ-দারিমীর উপরে মুসনাদ প্রয়োগ করা বৈধ হবে। তবে এর উপরে 'সুনান' শব্দই অধিক প্রযোজ্য। কারণ মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় 'সুনান' এমন গ্রন্থ যা ফিক্বহী অধ্যায় তথা ঈমান, ত্বাহারাত, ছালাত, যাকাত প্রভৃতি অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত।[১০]

সুনান আদ-দারিমী যেভাবে আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে ঃ

দামিশকের 'মাকতাবাতুল আসাদ আল-আমিরা' গ্রন্থাগারে 'সুনান আদ-দারিমীর' একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। যেটা দামিশকের 'আল-মাকতাবাতুয যাহিরিয়া' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি হ'তে নকল করা হয়েছিল। তবে এটা কবে নকল করা হয়েছিল এবং কে করেছিল তা জানা যায় না। কারণ এতে প্রতিলিখনের তারিখ ও প্রতিলিপিকারের নাম উল্লেখ ছিল না। তবে মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে এটাকে সংশোধন করা হয়েছিল। আর এর পাদটীকায় কতিপয় ইশতেহার এবং কিছু শ্রুতির বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটা ছিল একটি প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি। এটি কপি করা হয়েছিল হিজরী ৭ম শতকের পূর্বে অথবা ৭ম শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে।[১১]

তৎকালীন নিয়মানুযায়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ শায়েখের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতেন। শিক্ষকগণ কখনো স্বীয় স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীছ শুনাতেন, কখনো লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শিক্ষার্থীদের শুনাতেন। তেমনি শিক্ষার্থীগণ স্বীয় শিক্ষকের নিকট থেকে লব্ধ ও প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপি অন্যকে শুনানোর অনুমতি লাভ করতেন। এই ধারাবাহিকতায় সুনান আদ-দারিমীর উপর অনেক শ্রুতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রুতিগুলির মধ্যে একটি হয়েছিল ৬০৭ হিজরীর ১০ই যুলকা'আদাহ সোমবার। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইয়ুদ্দীন আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল গণী, তাঁর দুই ছেলে ইবরাহীম ও আবদুর রহমান এবং বায়ান ইবনু উছমান ইবনে মুহাম্মাদ আদ্-দিমাশকী। আরেকটি শ্রুতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭১১ হিজরীতে। এতে অনেক আগ্রহী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা স্বীয় শায়েখের নিকটে পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেন। অন্যান্য শ্রুতিগুলি ছিল তারিখবিহীন। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আশ-শরীফ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আলী আল-হুসাইনী, আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ছিদ্দীক প্রমুখ।[১২]

দামিশকের 'আসাদুল আমিরা' গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপির ন্যায় আরেকটি কপি ছিল। ঐ পাণ্ডুলিপির তাহক্বীক্বকারী শায়খ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান খানের তত্ত্বাবধানে এটি হাতে লেখা হয়েছিল। এটি ১২৭৩ হিজরীতে ভারতের কানপুরস্থ 'আল-মাতবাউন নিযামী' প্রেসে মুদ্রিত হয়। এটি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ একটি বড় কপি। আল্লামা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান খানের সহযোগিতায় এটি মুদ্রিত হয়েছিল।[১৩]

এর মুদ্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ। তাঁর ডাকনাম আবদুর রশীদ ইবনু মুহাম্মাদ শাহ আল-কাশ্মীরী। এ মুদ্রিত কপির ভূমিকার শেষে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ শায়খ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান খান এ কপিটি ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ ইসহাক-এর কপি থেকে নকল করেন। এ কপিটিতে শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ আদ-দেহলভী (রহঃ) নযর বুলিয়ে

৬. *তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।*

৭. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, কিতাবু তাযকিরাতিল হুফফায, ২য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭৪ হিঃ), পৃঃ ৫৩৫।*

৮. *আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, আল-মিরকাতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, তা. বি.), পৃঃ ২৫।*

৯. *মুক্বাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১।*

১০. *সুনান আদ-দারিমী, (উর্দূ) ফাওয়ায আহমাদ যামযালী অনূদিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০।*

১১. *ইমাম দারিমী (রহ), সুনান আদ-দারিমী, তাহকীক, ড.মুস্তফা দেব আল-বিগা, ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামাহ (দামিশকঃ দারুল কলাম, ১ম প্রকাশঃ ১৪১২হিঃ/১৯৯১খৃঃ), পৃঃ (ب)।*

১২. *প্রাগুক্ত।*

১৩. *প্রাগুক্ত, (ج-ب)।*

ছিলেন। এতে ছিল অল্প পাদটীকা এবং স্বল্প শুদ্ধি। হিজরী ৭৮৯ সালের শা'বান মাসে এটি অনুলিপিকৃত হয়। এটি নকল করেন আবুল খায়ের ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী সাঈদ আদ-দুওয়ানী (রহঃ)। অতঃপর এ কপিটি অপর পুরাতন দু'টি কপির সাথে তুলনা করা হয়। তন্মধ্যে একটি কপির অনুলিখনের তারিখ ছিল ৮০০ হিজরী। এটি ছিল প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আল-জাযরী কর্তৃক সংশোধিত।[১৪] এভাবে বিভিন্ন সময়ে সমকালীন বিজ্ঞ বিদ্বানমণ্ডলীর সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রিত হয়ে উক্ত গ্রন্থটি আমাদের নিকটে এসে পৌঁছেছে। এ গ্রন্থখানা আমাদের নিকট এসে পৌঁছার ফলে ইসলামের অনেক বিষয় অবগত হওয়া মুসলিম উম্মাহর পক্ষে যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনি তাদের পক্ষে অনেক আমলও হয়েছে সহজসাধ্য।

সুনান আদ-দারিমীর স্থান ঃ

ইমাম দারিমী (রহঃ) হাদীছ সংগ্রহ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করে সনদের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে হাদীছ সমূহ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে অপরাপর সুনান গ্রন্থ সমূহের মাঝে এ গ্রন্থের মর্যাদা সর্বাধিক। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী 'কুতুবুস সিত্তাহ'-এর গ্রন্থ সমূহের মাঝে ইবনু মাজাহ-এর পরিবর্তে সুনান আদ-দারিমীকে অন্তর্ভুক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।[১৫]

অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিছ আদ-দারিমীকে কুতুবুস সিত্তাহ'র ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেছেন। আল্লামা মুগলাত্বাই[১৬] (মৃঃ৭৬২হিঃ) বলেন,

ينبغى أن يكون كتاب الدارمى سادسا للخمسة بدله فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة و الشاذة و إن كانت فيه أحاديث مرسلة و موقوفة فهو مع ذلك أولى من سنن ابن ماجة

'কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্য পাঁচখানা গ্রন্থের সাথে ইবনু মাজাহর পরিবর্তে সুনান আদ-দারিমীকে ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা এতে কিছু মুরসাল ও মাওকূফ হাদীছ আছে, তবুও এটা সুনানু ইবনে মাজাহ থেকে উত্তম।[১৭]

❁ শায়খ আল-আলাই[১৮] (মৃঃ ৭৬১ হিঃ/১৩৫৯ খৃঃ) বলেন,

لو قدم مسند الدارمى بدل ابن ماجة فكان سادسا لكان أولى

'যদি ইবনু মাজাহর পরিবর্তে মুসনাদ আদ-দারিমীকে অগ্রগামী করা হয় এবং সেটা (কুতুবুস সিত্তাহ'র) ষষ্ঠ গ্রন্থ হয় তাহ'লে সেটাই হবে সর্বোত্তম।[১৯]

❁ শায়খ আবদুল হক্ব দেহলভী (রহঃ) বলেন,

قال بعضهم كتاب الدارمى أحرى و أليق بجعله سادسا الكتب لأن رجاله أقل ضعفاء و وجود الأحاديث المنكرة و الشاذة فيه نادر و له أسانيد عالية و ثلاثيا.

'কোন কোন মুহাদ্দিছ দারিমী (রহঃ)-এর গ্রন্থকে কুতুবুস সিত্তাহ'র ষষ্ঠ গ্রন্থ হওয়াটা অধিকতর উপযুক্ত বলেছেন। কেননা এই গ্রন্থে যঈফ রাবী অপ্রতুল এবং মুনকার ও শায হাদীছ দুর্লভ। সর্বোপরি এ গ্রন্থের সনদসমূহ উচ্চস্তরের।[২০]

❁ সুনান আদ-দারিমীকে ইবনু মাজাহ-এর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দানের অন্যতম কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থটি ইবনু মাজাহ অপেক্ষা অধিকতর ছহীহ (বিশুদ্ধ) এবং এর গ্রন্থকার যুগ ও মর্যাদার দিক দিয়ে ইবনু মাজাহর চেয়ে অগ্রগামী। সুনান আদ-দারিমীর সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যাও কম এবং অধিকাংশ সনদই রুবাঈ। এছাড়া রিজাল শাস্ত্রবিদগণের নিকটে এ গ্রন্থের সনদ উচ্চ পর্যায়ের।[২১]

সুনান আদ-দারিমীর হাদীছ সংখ্যা ঃ

শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, সুনান আদ-দারিমীতে ৩৫৫৭টি হাদীছ রয়েছে।[২২] কিন্তু দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যা কর্তৃক প্রকাশিত কপিতে মোট

---

১৪. *প্রাগুক্ত, পৃঃ (চ)।*

১৫. *মুক্বাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১ ও ৭৪; তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।*

১৬. *তাঁর নাম আলাউদ্দীন মুগলাত্বাই ইবনু ক্বালীজ ইবনু আবদুল্লাহ আল-হানাফী আত-তুর্কী আল-মিছরী। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ৭৬২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্রঃ তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪, টীকা নং ১।*

১৭. *ইমাম আস-সাখাভী (৮৩১-৯০২হিঃ), ফাতহুল মুগীছ বিশারহি উলফিয়াতিল হাদীছিল আরাবী, ১ম খণ্ড (দারুল ইমাম আত-তাবারী, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯২খৃঃ/১৪১২হিঃ), পৃঃ ১০২।*

১৮. *তাঁর পূর্ণনাম ছালাহুদ্দীন খলীল ইবনু কায়কালদী আল-আলাই। তিনি একজন বিশিষ্ট ফক্বীহ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ এবং প্রথিতযশা উছূলবিদ ছিলেন। তিনি দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীছ, ফিক্বহ, উছূল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। দ্রঃ মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৮-৮৯।*

১৯. *সুনান আদ-দারিমী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামাহ (বৈরুতঃ দারু এহয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ৫।*

২০. *ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, মিশকাতুল মাছাবীহ, আল-মুক্বাদ্দামাহ লিশ-শায়খ আবদুল হক্ব আদ-দেহলভী (দিল্লী: আছাহহুল মাতাবি, তা. বি.), পৃঃ ৭।*

২১. *সুনান আদ-দারিমী (দারু ইহয়াইস সুন্নাহ নবাবিয়্যাহ কর্তৃক মুদ্রিত), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫।*

২২. *শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, উর্দূ অনুবাদঃ মাওলানা আবদুস সামী' দেওবন্দী, (করাচীঃ এস. এম সাঈদ কোম্পানী, তা. বি.), পৃঃ ১১৮।*

হাদীছ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৩৫০৩টি।[২৩] আবার দামিশকের 'দারুল কলম' কর্তৃক প্রকাশিত সুনান আদ-দারিমীতে ৩৩৭৫টি হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে।[২৪] বিভিন্ন নুসখায় হাদীছ সংখ্যার এই পার্থক্যের প্রধান দু'টি কারণ রয়েছে। যথা-

১. কোন কোন নুসখায় তাকরার (পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত) হাদীছের নম্বর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুনরুল্লিখিত হাদীছসহ মোট হাদীছ সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। যেমন দারিমীতে উল্লিখিত ৫৪টি তাকরার[২৫] হাদীছকে দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ কর্তৃক প্রকাশিত সুনান আদ-দারিমীর ৩৫০৩টি হাদীছের সাথে যোগ করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৫৭টি। এ ক্ষেত্রে শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর বক্তব্য সঠিক প্রমাণিত হয়।

২. দামিশকের 'দারুল কলম' কর্তৃক প্রকাশিত নুসখাতে একই হাদীছের ভিন্ন সূত্র বর্ণনা করে তাতে নম্বর দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ একই হাদীছের ভিন্ন সূত্র যখন বর্ণিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয় হাদীছটিকে গণনায় ধরা হয়নি। ফলে এই নুসখার হাদীছ সংখ্যা হয়েছে ৩৩৭৫।

অতএব বলা যায়, সুনানুদ-দারিমীর মোট হাদীছ সংখ্যা তাকরার ও অন্যান্য সূত্রে উল্লেখিত হাদীছ বাদে ৩৩৭৫টি। তাকরার ব্যতীত বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত হাদীছসহ মোট হাদীছ ৩৫০৩ টি এবং বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত ও তাকরার সহ মোট হাদীছ ৩৫৫৭টি।

উল্লিখিত হাদীছগুলির মধ্যে কুতুবুস সিত্তাহ-এ ৯৬টি, মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৫১২টি, বুখারী ও সুনানু আরবা'আতে যৌথভাবে ১২টি, মুসলিম ও সুনানু আরবা'আতে যৌথভাবে ২৭টি, বুখারীতে এককভাবে ৯৩টি, মুসলিমে ২৬৩টি, সুনানূ আরবা'আতে ৮৭টি, আবূ দাঊদে এককভাবে ৫৭টি, তিরমিযীতে ৬৮টি, নাসাঈতে ২৮টি এবং ইবনু মাজাহতে ৩৫টি হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া আবুদাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযীতে যৌথভাবে ৩৭টি, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ৩০টি, আবুদাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ৪৪টি, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ১৫টি, আবুদাউদ ও তিরমিযীতে যৌথভাবে ৩৫টি, আবুদাউদ ও নাসাঈতে যৌথভাবে ৩১টি, আবুদাউদ ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ২৩টি, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ১৭টি, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ৩০টি এবং নাসাঈ ও ইবনু মাজাহতে যৌথভাবে ১৬টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বাকী ২০০১টি হাদীছ ইমাম দারিমী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যা কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্য কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি।

সুনান আদ-দারিমীর অধ্যায় সংখ্যাঃ

ইমাম দারিমী (রহঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থটিকে ফিক্বহ শাস্ত্রের ক্রমানুসারে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর তিনি এ গ্রন্থকে বিভিন্ন কিতাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক কিতাবকে আবার তিনি কয়েকটি বাব বা অনুচ্ছেদে ভাগ করেন। দু'খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১১টি অধ্যায় ও ৭৪৮টি অনুচ্ছেদ আছে। আর ২য় খণ্ডে ১৩টি অধ্যায় ও ৬৬৪টি অনুচ্ছেদ আছে। দুই খণ্ডে মোট অধ্যায় আছে ২৪টি এবং অনুচ্ছেদ আছে ১৪১২টি।

সুনান আদ-দারিমীর বৈশিষ্ট্য

সুনান আদ-দারিমী কতিপয় অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এসব অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গ্রন্থটি মুহাদ্দিছীনে কেরাম কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হ'লঃ

১. এ গ্রন্থখানার অধ্যায় সমূহ ফিক্বহী গ্রন্থের অধ্যায় অনুসারে সুবিন্যস্ত।[২৬] অর্থাৎ প্রথমে ত্বাহারাত, ছালাত, যাকাত, ছাওম ইত্যাদি অধ্যায় অনুসারে তিনি এ গ্রন্থখানা সাজিয়েছেন।
২. কিতাবের শুরুতেই তিনি একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যাতে ৫৬টি বাব এবং ৬৫৪টি হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। এরূপ ভূমিকা সংযোজন অন্যান্য গ্রন্থে বিরল।
৩. হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছের মধ্যস্থিত জটিল ও কঠিন শব্দগুলি কখনো নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো এর ব্যাখ্যায় ছাহাবী অথবা তাবেঈগণের উক্তি উল্লেখ করেছেন।[২৭]
৪. কখনও কখনও তিনি হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছের মান তথা ছহীহ, হাসান ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে হাদীছের শুদ্ধতার বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।[২৮]
৫. একই হাদীছের একাধিক সনদ থাকলে, তিনি শুধু সনদ উল্লেখ করেছেন এবং মতন উল্লেখ না করে الحديث। بهذا، بنحوه، مثله এইরূপ শব্দ বলে হাদীছ শেষ করেছেন।

---

২৩. *সুনান আদ-দারিমী, ১ম ও ২য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬/১৪১৭)।*

২৪. *সুনান আদ-দারিমী, ১ম ও ২য় খণ্ড (দামিশকঃ দারুল কলাম কর্তৃক মুদ্রিত)।*

২৫. *সুনান আদ-দারিমী, প্রাগুক্ত।*

২৬. *আল্লামা সয়ূতী বলেন, مسنده الدارمى ليس بمسند بل هو مرتب على الابواب দ্রঃ তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।*

২৭. *সুনান আদ-দারিমী, ১ম খণ্ড, (দারুল কলাম ছাপা), পৃঃ ৮ ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪।*

২৮. *প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২।*

৬. সনদের কোথাও কোন অজ্ঞাত রাবী থাকলে ইমাম দারিমী (রহঃ) ঐ রাবীর পরিচয় প্রদান করেছেন।[২৯]

৭. সনদের মধ্যে কোথাও দুর্বোধ্যতা থাকলে তিনি তা দূর করেছেন।[৩০]

৮. একটি হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে সনদের মধ্যস্থিত কোন রাবীর ঐ হাদীছটির অন্য কোন সনদ সূত্র জানা থাকলে তিনি সে সূত্রটিও বর্ণনা করেছেন।[৩১]

৯. বর্ণনাকারীর শুধু কুনিয়াত থাকলে পূর্ণনাম এবং শুধু নাম থাকলে তিনি উপনাম উল্লেখ করেছেন।[৩২]

১০. কখনো তিনি বাবের শিরোনাম উল্লেখ না করে শুধু بَابٌ বলে হাদীছ শুরু করেছেন।[৩৩]

১১. কখনও কখনও হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছটি সম্পর্কে কারো মতামত থাকলে তা উল্লেখ করার পর ইমাম দারিমী (রহঃ) নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৪]

১২. কোথাও তিনি হাদীছ বর্ণনার পর কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে হাদীছ ও আয়াতের হুকুমের সাথে সমন্বয় করে দেখিয়েছেন।[৩৫]

১৩. কোন কোন স্থানে হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছটির উপর যাতে মানুষ সহজে আমল করতে পারে সেজন্য তার মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

১৪. এ গ্রন্থে যঈফ রাবীর সংখ্যা নগণ্য, মুনকার ও শায হাদীছ অপ্রতুল এবং এর সনদ উচ্চ পর্যায়ের।[৩৭]

১৫. এতে অনেক ছুলাছিয়াত[৩৮] হাদীছ আছে। আল্লামা সয়ূতী (রহঃ) বলেন, له مسند كبير ثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخارى 'তাঁর (ইমাম দারেমীর) একটি বৃহৎ মুসনাদ গ্রন্থ আছে। যাতে বুখারীর চেয়ে অনেক বেশী ছুলাছিয়াত হাদীছ রয়েছে'।[৩৯]

সুনান আদ-দারিমী সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমতঃ

মুহাদ্দিছগণ ইমাম আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (রহঃ) সংকলিত সুনান গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এর অনন্য বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে কোন কোন মুহাদ্দিছ একে ছহীহও বলেছেন।

✪ আল্লামা জালালুদ্দীন সয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিঃ) বলেন, و قد سماه بعضهم بالصحيح 'কোন কোন মুহাদ্দিছ একে ছহীহ হিসাবে নামকরণ করেছেন'।[৪০]

✪ তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, و جعل بعضهم كالعلائى و ابن حجر سادسها مسند الدارمى لأنه أكثر صحة منه 'আল্লামা আলাই (মৃঃ ৭৬১ হিঃ/১৩৫৯ খৃঃ) ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২হিঃ)-এর মত কোন কোন মুহাদ্দিছ কুতুবুস সিত্তাহ'র ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে (ইবনু মাজাহর পরিবর্তে) মুসনাদ দারিমীকে গণ্য করেছেন। কেননা এটা ইবনু মাজাহ থেকে অধিক ছহীহ'।[৪১]

✪ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, و السنن المعروفة بالمسند و هو مقدم عند المحققين على سنن ابن ماجة. 'সুনান যেটা মুসনাদ হিসাবে খ্যাত মুহাদ্দিছগণ এ গ্রন্থকে ইবনু মাজাহর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪২]

✪ শায়খ ফাওয়ায আহমাদ যামযালী বলেন, و ليس فيها شئى من الموقوف لأن الموقوف لا يسمى فى اصطلاحهم سنة و يسمى حديث. 'এই (সুনান আদ-দারিমী) গ্রন্থে কোন মাওকূফ হাদীছ নেই। কেননা মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় মাওকূফকে সুন্নাহ বলা হয় না, তাকে হাদীছ বলা হয়।[৪৩]

---

২৯. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৫।*
৩০. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮৩।*
৩১. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫ ও ৯১০।*
৩২. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১০।*
৩৩. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০।*
৩৪. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*
৩৫. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮।*
৩৬. *প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪।*
৩৭. *মিশকাতুল মাছাবীহ, মুক্বাদ্দামাহ লিশ শায়খ আবদুল হক্ব, পৃঃ ৭।*
৩৮. *'ছুলাছিয়াত' (ثلاثيات) এমন হাদীছকে বলা হয়, যার সংকলক ও রাসূল (ছাঃ)-এর মাঝে মাত্র তিনজন রাবীর ব্যবধান থাকে।*
৩৯. *তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩; টীকা নং ২।*
৪০. *ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।*
৪১. *ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১, টীকা নং ২।*
৪২. *মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্বঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় মুদ্রণ: ১৯১৪ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৫।*
৪৩. *সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দামাহ (করাচী মুদ্রণ), পৃঃ ১০।*

সুনান আদ-দারিমীর ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থ ঃ

সুনান আদ-দারিমীর তেমন কোন ভাষ্য গ্রন্থ নেই। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে মুদ্রণের সময় এতে কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে।

১. **আল-মাতবাউন নিযামী, কানপুর, ভারতঃ** এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে হিঃ ১২৯৩ সালে আল্লামা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হাসান খান (রহঃ)-এর সহযোগিতায় এবং আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ ইবনু মুহাম্মাদ শাহ আল-কাশ্মীরী-এর তত্ত্বাবধানে সুনান আদ-দারিমী মুদ্রিত হয়।[৪৪] এই মুদ্রণে সুনান আদ-দারিমীতে কিছু পার্শ্বটীকা প্রথম সংযোজিত হয়। উল্লেখ্য, এই নুসখায় শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী চোখ বুলিয়েছিলেন।[৪৫]

২. **মাতবা'আতুল ই'তিদাল, দামিশকঃ** এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে ১৩৪৯ হিজরীতে শায়খ আহমাদ দাহমান-এর সম্পাদনায় যে নুসখাটি সম্পাদিত হয়, এতে তিনি কিছু পাদটীকা সংযোজন করেছিলেন।[৪৬]

৩. **দারুল কলম, দামিশকঃ** এই প্রকাশনী থেকে ১৪১২ হিঃ মোতাবিক ১৯৯১ সালে দামিশক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশ-শারী'আহ বিভাগের হাদীছ ও উলূমুল হাদীছের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মুস্তফা দিব আল-বিগা-এর সম্পাদনায় সুনান আদ-দারিমী মুদ্রিত হয়। এ নুসখায় তিনি যে পাদটীকা সংযোজন করেন, তাতে হাদীছের কঠিন শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন।[৪৭]

৪. কা**দীমী কুতুব খানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ** এই প্রকাশনী থেকে ফাওয়ায আহমাদ যামযালী ও খালিদুস সাবা' আল-আলামী কর্তৃক সুনান আদ-দারিমীর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর মুহাম্মাদ সাঈদ এণ্ড সন্স, করাচী থেকেও সুনান আদ-দারিমীর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৪৮]

৫. **দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবাননঃ** এই প্রকাশনী থেকে ১৯৯৬ খৃঃ/১৪১৭ হিজরীতে শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আল-খালিদীর সম্পাদনায় সুনান আদ-দারিমী মুদ্রিত হয়। তিনি এতে টীকা সংযোজন করেছেন। টীকায় সুনান আদ-দারিমীর কোন হাদীছ কুতুবুস সিত্তাহ'র কোন কিতাবের কোন অধ্যায় বা অনুচ্ছেদে আছে তা বর্ণনা করেছেন। গবেষকদের জন্য এই ধরনের টীকা সংযোজন অত্যন্ত উপকারী।[৪৯]

৬. **আল-হাল্লুল মুদাল্লিল আলাদ-দারিমীঃ** এটি সুনান আদ-দারিমীর একটি অন্যতম শরাহ গ্রন্থ। এটি মুহাম্মাদ ইবনু নাঈম আতা কর্তৃক প্রণীত। এটি ১৩২২ হিজরী সালে লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[৫০]

৭. **জুযউন ফীহি মুওয়াফিকাতু মুসনাদিদ দারিমী (جزء فيه موافقات مسند الدارمى)ঃ** কায়রো থেকে ১৩৫১ সালে মুদ্রিত।[৫১]

সমাপনীঃ ইমাম দারিমী (রহঃ)-এর সুনান গ্রন্থখানা অনুপম রচনাশৈলী, অভিনব উপস্থাপনা ও অনন্য সজ্জায়ন পদ্ধতিতে প্রণীত এক অতিব সুন্দর গ্রন্থ। এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ বিন্যাস, অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীছ চয়ন এবং বিশুদ্ধ ও উচ্চতর সনদ বিশিষ্ট হাদীছ সংযোজন করায় গ্রন্থটিকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। যার ফলে মুহাদ্দিছগণ গ্রন্থটিকে 'কুতুবুস সিত্তাহ্'র অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে জোরালো মত ব্যক্ত করেছেন। এ গ্রন্থে দুর্বল রাবীর সংখ্যা কম, মুনকার ও শায হাদীছ অপ্রতুল এবং এর অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ হওয়ায় হাদীছ বেত্তাগণ একে 'মুসনাদ' বলেও অভিহিত করেছেন। এতে হাদীছ বর্ণনার পাশাপাশি যেমন হাদীছের মান (ছহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি সনদ ও মতনের দুর্বোধ্যতা দূরীভূত করে সাধারণ পাঠকের জন্য হাদীছ বুঝতে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে সুনান আদ-দারিমী গ্রন্থখানা মুসলিম বিশ্বের সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত। এতে এমন বহু হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে, যা কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে নেই। এ গ্রন্থ সংকলনের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক অজানা হাদীছ মুসলিম উম্মাহ অবগত হয়ে তার উপর আমল করতে পারছে, জীবিত হচ্ছে অনেক মৃত সুন্নাত। তাই এ গ্রন্থ খানা মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ আমাদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানা সংরক্ষণ করার এবং এটি অধ্যয়ন করে তার উপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৪৪. *মু'জাম মাতবূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫৮; কানপুর থেকে ১২৯৩ হিঃ, হায়দারাবাদ, ১৩০৯; দিল্লী ১৩৩৭ হিঃ, দামিশক, ১৩৪৯ হিঃ মুদ্রিত হয়, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০।*

৪৫. *সুনান আদ-দারিমী, ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামাহ, পৃঃ (ج)*

৪৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ (ب)*

৪৭. *সুনান আদ-দারিমী (দামিশকঃ দারুল করাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খৃঃ ১৪১২হিঃ)।*

৪৮. *সুনান আদ-দারিমী, উর্দূ অনুবাদঃ ফাওয়ায আহমাদ যামযালী ও খালিদুস সাব' আল-আলামী, (করাচীঃ ক্বাদীমী কুতুব খানা, তা. বি.)।*

৪৯. *সুনান আদ-দারিমী (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬খৃঃ ১৪১৭হিঃ)।*

৫০. *ফুয়াদ সাযগীন, তারীখুত তুরাছিল আরাবী, ১ম খণ্ড (রিয়াদঃ ইদারাতুছ ছাক্বাফাহ ওয়ান নাশর বিল জামি'আহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৩ খৃঃ/ ১৪০৩ হিঃ), পৃঃ ২২০।*

৫১. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।*

বিশ্বায়নঃ দুর্বৃত্তায়নের স্বরূপ

জামালুদ্দীন বারী

সূর্যের আলোকরশ্মিকে ঢেকে দিয়ে আকাশে ঘনকাল মেঘের আনাগোনা দেখা দিলে সকলেই সম্ভাব্য বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকে। বিশদ ব্যাখ্যা বা ভূমিকা ছাড়াই বলা যায়, বৃষ্টির ভাল-মন্দ দুই দিকই রয়েছে। বিশ্বায়নেরও ভাল-মন্দ আছে। তবে দুর্বল-দরিদ্র, পশ্চাৎপদ দেশের ক্ষেত্রে মন্দের ভাগই বেশী। আমরা এ দলে পড়ি। প্রশ্ন হ'ল, যদি পুঁজিবাদের মহাগ্রাসে আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি পতিত হওয়ার উপক্রম হয়, তবে আমরা কি তার বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলব না? বিশ্বায়ন সম্পর্কে খোদ অর্থনীতিবিদ ও পণ্ডিতদের মধ্যেই এক ধরনের বিবমিষা ও আচ্ছন্নতা তৈরী হয়েছে। বিশ্বায়ন ভাল কি মন্দ এখনো এই বিতর্কে লিপ্ত রয়েছেন আমাদের অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ। একে স্বীকার বা অস্বীকার, গ্রহণ অথবা বর্জন করার সুযোগ কম। যারা পুঁজি, প্রযুক্তি ও শক্তিশালী মিডিয়ার সাহায্যে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের বর্তমান বাজার এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নিজেদের হাতের মুঠোতে রাখতে চায় তাদেরকেও আমরা আমাদের বিশাল জনসম্পদ এবং অব্যবহৃত কাঁচামালের জন্য দর কষাকষিতে যেতে পারি কি-না সে দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। বিশ্বায়নের কথা বলে অর্থনীতির উন্মুক্ত দরোজা দিয়ে উন্নত দেশে গতকাল প্রস্তুতকৃত ও উদ্ভাবিত পণ্যটিও আমাদের বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে।

একটি পণ্য, সারা বিশ্বই এর বাজার, এরই নাম বিশ্বায়ন। শতকোটি ভোক্তা এবং ট্রিলিয়ন ডলারের মুনাফা নিয়ে বিশ্বায়িত বাজার ব্যবস্থায় নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ এবং বিধি ব্যবস্থার সব কলকাঠি পশ্চিমা কর্পোরেট শক্তির হাতে। বিশ্বায়নের কুফলের কারণে আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের হাতে রাশিয়ান একে-৪৭, ইসরাঈলের তৈরী উজি গান বা বিধ্বংসী হ্যান্ড গ্রেনেড সহজেই পৌঁছে গেলেও বেকারত্বে ধুঁকেমরা আমাদের তরুণদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও উন্নত কর্মসংস্থানের জন্য নিউইয়র্ক বা লন্ডনের ভিসা পেতে প্রাণপাত করতে হয়। সীমিত পরিসরে ডাইভার্সিটি ভিসা (DV) বা অভিবাসনের সুযোগ থাকলেও ওরা আমাদের বিশাল জনসংখ্যার একটি অংশকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে ন্যায্য মজুরি প্রশ্নে বিশ্বায়নের নীতিবোধের কথা ভুলে যায়। এখনো বিশ্বে যত সংখ্যক মানুষ নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করছে তা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগের বেশী নয়। নিত্য-নতুন আবিষ্কারের ফলে পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাণিজ্যে বিশ্বায়নের সূচনা ছিল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চীনে হান ডায়নেষ্টির শাসনামলে সেখানকার মসৃণ সিল্কবস্ত্রের সুখ্যাতি এশিয়া-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব বস্ত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সিল্কের ব্যবসার জন্য চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে রোম পর্যন্ত যে দীর্ঘ ৬ হাযার কিলোমিটার স্থলবাণিজ্য পথ ব্যবহৃত হয় তা ঐতিহাসিক 'সিল্করুট' নামে পরিচিতি লাভ করে। হান সম্রাট উ-দাই সিল্কসহ চীনা পণ্যসামগ্রী বহির্বিশ্বে বাজারজাতকরণো পথ বের করতে ঝাং কিয়ান নামের একজন ডিপ্লোম্যাটকে দায়িত্ব দেন। ঝাং কিয়ান চীন থেকে আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া এবং রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে চীনা পণ্য পরিবহনের যে স্থল পথ আবিষ্কার করেন তাই বিশ্বের প্রথম বাণিজ্য পথ। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য তথা পণ্যের নিয়ম মাফিক বিশ্বায়নের সূচনা সম্ভবতঃ এখানেই। সিল্ক ও পোর্সেলিনের পণ্যসামগ্রীর বাজার বহির্বিশ্বে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে চীনের একটি ব্যবসায়ী শ্রেণী দ্রুত ধনী হয়ে ওঠে। যদিও এর অনেক আগে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ শতাব্দী থেকেই মিশরীয় এবং পার্সিক ইহুদীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছিল বলে কথিত আছে, কিন্তু এর কোন স্পষ্ট ভিত্তি নেই। তবে ধর্মীয় মতবাদ যে বিশ্বে আন্তঃসংস্কৃতি ও আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ও লেনদেনকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দ্বিতীয় ধাপে বিশ্বায়ন সূচিত হয় আরবে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর তা দ্রুত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে। এরপর ১৫শ' শতকে ইউরোপীয় বণিকরা মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের একাধিপত্য খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়েই এশীয় জলপথ আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা-গামার নেতৃত্বে একদল ব্যবসায়ী আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে ভারতসহ দক্ষিণ এশীয় দ্বীপ সমূহে পদার্পণ করেন। এতদিন শুধুমাত্র মুসলমানরাই ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা ও অন্যান্য সম্পদ সারা মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, চীন এবং আফ্রিকায় বাজারজাত করতে 'সিল্ক রুট' ব্যবহার করত। ভাস্কো দা-গামার নৌপথ আবিষ্কারের পর এই ব্যবসায় খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের তীব্র বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রায় দেড় হাযার বছর ধরে এশীয় বণিকরা 'সিল্ক রুটে'র মাধ্যমে যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল ইউরোপীয় বণিকরা সেই বাণিজ্যে ভাগ বসায় এবং ধীরে ধীরে তাদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাব, সংস্কৃতি এবং বস্তুগত আদান-প্রদানের বৈশ্বিক সম্পর্ক এক সময় বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। ইউরোপীয়রা চীন থেকে চা, ইয়েমেন ও জাভা থেকে কফি খাওয়া শিখেছিল এবং তা সংগ্রহ করে ইউরোপের শহরগুলিতে পাঠিয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এক নতুন আয়োজনের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিল। এসব ভেষজ খাদ্য ও মসলার বিনিময়ে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে আনেন রৌপ্য। তামাক, ভুট্টা ও মিষ্টি আলুর মত খাদ্যশস্যের বীজও ইউরোপীয়রা

আমেরিকা থেকে এশিয়ায় ছড়িয়ে দেন। নতুন সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে এশীয় বাজার ও কাঁচামাল দখলের প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা তৈরী হয়। আর আজকের বিশ্ব বাণিজ্য এবং তার সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে 'গ্লোবালাইজেশন'।

গত ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে ভারতের নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেন এবং ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী ডঃ মুহাম্মাদ ইউনুস 'অন্তর্মুখী বিশ্বায়নের পথে' শীর্ষক সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে যুক্তরাষ্ট্রের 'ওপেন সোসাইটি ইনষ্টিটিউটে'র চেয়ারম্যান জর্জ সরোস এবং দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। এক টেবিলে বসা সংলাপে বিশ্বায়নের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দুই গর্বিত প্রতিনিধি বিশ্বায়ন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে গিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে অমিল দেখা দেয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে যতটা জানতে পেরেছি, ডঃ ইউনুস অনেকটা গতানুগতিক ধারায় বিশ্বায়নের জানালা সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন। যদিও তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিশ্বায়নকে গ্রহণের কথা বলেন। যেখানে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও ফসলের ন্যায্যমূল্য বঞ্চিত কৃষকরা সিয়াটল-কানকুনের বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলনে মরণপণ বিক্ষোভ, এমনকি প্রকাশ্য আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার পরও তাদের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটে না, সেখানে জাম্বো জেট বা বুলেট ট্রেনের হাইওয়েতে আমাদের রিকশার জন্য লেন খুলে দেবে কে?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডঃ ইউনুস তাঁর গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে যে গ্রামীণফোনের ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সেই মোবাইল কোম্পানীর বর্তমান গ্রাহকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। দীর্ঘদিন পরে জানা গেল কোম্পানীটির শেয়ারের ৬৮ ভাগের মালিক নরওয়ের 'টেলিনর কোম্পানী'। গ্রামীণের হাযার হাযার কোটি টাকা লভ্যাংশের সিংহভাগই বিদেশে টেলিনরের একাউন্টে চলে যায়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর গ্রামীণ ফোনের শেয়ার এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মূলতঃ গ্রামীণ ব্যাংকের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন টেলিনর তাদের সেই চুক্তি মানছে না বলে জানা যায়। ডঃ ইউনুস নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হঠাৎ করেই গ্রামীণ ফোনের লোগো পরিবর্তিত হয়ে গেল। লাল-সবুজ রঙে বাংলাদেশী নর-নারীর রেখাঙ্কিত মুখাবয়বের সাথে একটি মোবাইলফোন সম্বলিত লোগোর স্থলে টেলিনরের উইন্ডমিল এখন গ্রামীনের প্রতীক হয়েছে। আর গ্রামীণের সাথে টেলিনরের শেয়ার ভাগাভাগি ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে ডঃ ইউনুসের সাথে একটি ঠাণ্ডা লড়াই চলছে বলেও পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। দেশীয় সম্পদ এবং দেশীয় সংস্কৃতিতে ভিনদেশী থাবা বসিয়ে দেয়ার প্রবণতাই এখন বিশ্বায়নের বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ অমর্ত্য সেনের বক্তব্যে বর্তমান বিশ্বায়নের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন রয়েছে। তিনি উন্নত বিশ্বের মৌলবাদী বাজার তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে এর মাধ্যমে ধনীরা আরো ধনী হওয়া এবং গরীবের আরো গরীব হওয়ার বিষয় রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন। পশ্চিমের বিশ্বায়নের ধারণাকে চোখ বুঝে গ্রহণ না করে তা বাছ-বিচার করে গ্রহণ করতে বলেন তিনি। তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থের জন্য আরো বেশী সক্রিয় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ডঃ সেন। উপমহাদেশে যে হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে তা রক্ষা করেই আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক পথ গ্রহণ করে বিশ্বায়নের চেষ্টা চালানোর প্রতি তার মতের প্রতিফলন ঘটেছে। বিশ্বায়ন সম্পর্কে দুই নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালীর মতামতে অনেক মিল এবং সামান্য অমিল রয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমা বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক শোষণ ও একাধিপত্যের ব্যাপারে দু'জনের মত অনেকটাই অভিন্ন। তবে অমর্ত্য সেন বাজারসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে উন্নত বিশ্বের মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়ার চেয়ে তৃতীয় বিশ্বের গণমাধ্যমকে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ও সাহসী বলে মনে করেন। উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে ভারত এবং বাংলাদেশের মিডিয়ার চেয়ে পাকিস্তানের গণমাধ্যমকে অনেক বেশী স্পষ্টবাদী বলে উল্লেখ করেন অমর্ত্য সেন। 'ধনী খেলোয়াড়দের স্বার্থরক্ষাকারী' বিশ্বায়ন সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পশ্চিমা মিডিয়ার প্রতি আমাদের মোহগ্রস্ততা আমাদের নিজস্ব অর্জনগুলিকে ম্লান করে দিতে পারে। পশ্চিমা বেনিয়া শক্তির স্বার্থ হাছিলে বিশ্বায়নের ভূমিকা যেমন সত্য, তেমনি বিশ্বায়নের জানালায় আমাদের চিরায়ত মূল্যবোধ এবং শ্রমের উপযোগিতাকে তুলে ধরতে সবাইকে আরো বেশী সচেষ্ট হ'তে হবে। বিশ্বায়নের নামে পশ্চিমা দুর্বৃত্তায়ন ঠেকানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, নিজেদের স্থানীয় মূল্যবোধ রক্ষা করা, মেধার বিকাশ, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারসৃষ্টি ও বজায় রাখার মিডিয়া কৌশলকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নিরন্তর অব্যাহত রাখা। বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বকে একটি অসম বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করার যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, তাকে অনেক অর্থনীতিবিদ 'নিওকলোনিয়ালিজম' বা নব্য উপনিবেশবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থনৈতিক পরাধীনতা মেনে নিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পণ্য, মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তিতে নিজেদের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্বায়নের সুবিধা সমূহ আদায় করে নিতে সচেষ্ট হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

ইসলামের কোন বিধানে সংস্কারের অবকাশ নেই

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা দুনিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

ইসলাম ধর্মের সকল আইন ও বিধান কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুসলমানদের জন্য শরী'আত প্রবর্তন করেছেন কুরআন মাজীদের আলোকে। মুসলমানদের যথাযথভাবে তা-ই মান্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'যে রাসূলকে মানে সে বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহকেও মানে' *(নিসা ৮০)*। অতএব ইসলামের কোন বিধান সংস্কারের অবকাশ নেই।

ইসলাম মৌলিক ধর্ম। এ ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রচারিত। ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করতে গেলে ধর্মটি আর মৌলিক থাকবে না। আর মৌলিকত্ব না থাকলেই তা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে এক জগাখিচুড়ি ধর্মে পরিণত হবে। যেখানে মৌলিকত্ব থাকে না, সেখানেই 'যত মত তত পথের' সন্ধান মেলে। ইসলামী আক্বীদা মতে সেগুলি ভ্রান্ত পথ। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'তারা যা কিছু মনগড়া বানিয়েছে তা তাদেরকে ধর্ম থেকে প্রতারিত করেছে' *(আলে ইমরান ২৪)*। যুগে যুগে মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কুপথে চলেছে। এ কারণে আল্লাহ্র কাছে মানুষের প্রার্থনাঃ 'আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। তাদের পথে, যাদের উপর তুমি করুণা করেছ, তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট' *(ফাতিহা ৫-৭)*।

আসলকে আমরা বলি 'মৌলিক'। ভেজালযুক্ত যা তা 'কৃত্রিম'। ধর্মের বেলাতেও তা খাটে। ভেজালযুক্ত দ্রব্য যে খাঁটি নয়, তা বুঝতে কারো অসুবিধা নেই। অতএব ধর্মের মৌলিকত্বের প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থাশীল থাকতে হবে। অথচ বর্তমান সময়ের একদল তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিজীবী নিন্দার্থে একে 'মৌলবাদ' বলে। আর সে কারণে তারা মৌলবাদ হটাতে বদ্ধ পরিকর। তারা আসলকে বাদ দিয়ে নকলকে নিয়ে খুশি থাকতে চায়। এটি সোনা ফেলে কাঁচের কদর করা ছাড়া আর কি!

আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম কোন মানুষ প্রবর্তন করেনি। এর প্রবর্তক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর তা প্রচারিত হয়েছে তার মনোনীত নবী-রাসূলগণের দ্বারা। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কবুল হবে না; আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*। তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আদি মানব এবং প্রথম নবী আদম (আঃ) থেকেই ইসলাম জারী হয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সেই ইসলামই প্রচার করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাব আল-কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'এই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই' *(বাক্বারাহ ২)*। তিনি আরও বলেছেন, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর' *(বাক্বারাহ ১৭০)*।

মহানবী (ছাঃ) এই কুরআনের আলোকেই শরী'আ আইন প্রবর্তন করেছেন। মুসলমানদের তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো কোনরূপ সংস্কার সাধনের অবকাশ নেই। কোন পণ্ডিত যদি তাতে কোন রদবদল করতে চায়, তা হবে চরম ধৃষ্টতা। আর সেই ধৃষ্টতাকেই বলব সীমালংঘন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না' *(মায়েদা ৮৭)*। শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারও সম্ভব হচ্ছে। এসবই হচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টার দ্বারা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে। তাতেও আল্লাহ্র মর্জি রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে কিছু হিকমত দিয়েছেন। তদ্বারা মানুষ নব নব আবিষ্কারে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। এসবের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী পাঠাননি। নবী-রাসূলগণ এসেছেন আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের জন্য। দ্বীনের সংস্কার তাদের দায়িত্বে ছিল না। কোন মানুষকেই দ্বীন সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দ্বীনের দায়-দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে যা দিয়েছি, শক্ত করে ধারণ করো' *(বাক্বারাহ ৬৩)*। তাহ'লে কে দ্বীনের সংস্কার করতে পারে? দ্বীনের মৌলিকত্বকে কেন 'মৌলবাদ' বলে নিন্দা করা হবে? যারা মৌলিকত্বকে নিন্দার্থে 'মৌলবাদ' বলে, তারা যে খাঁটি দ্বীনদার নয় তা বলা-ই বাহুল্য। তবু যারা দ্বীন ইসলামে কিছু নতুনত্বের আমদানী করতে চায়, তারা ভ্রান্ত। তারা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিলাতে চায়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিয়ো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ৪২)*।

অন্যান্য ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তবে যে সকল ধর্ম বিভিন্ন লোকের দ্বারা প্রবর্তিত, তা সংস্কার সাপেক্ষ হ'লেও আল্লাহ মনোনীত এবং প্রবর্তিত ধর্ম 'ইসলাম' কখনো সংস্কার সাপেক্ষ নয়। বাংলাদেশ এক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই ভারতীয় ধর্ম সমূহকে আলোচনায় আনা যেতে পারে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মের অনুসারী। এদের ধর্ম গ্রন্থের নাম 'বেদ'। তাই তাকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। বেদ আবার ৪ খানা। এই চার খানা বেদেও মতপার্থক্য

**সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।*

রয়েছে। বেদ ব্যতিরেকে স্মৃতি, শ্রুতি, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সংহিতা, পূরান, উপ-পূরান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও রয়েছে। মতপার্থক্যও প্রচুর। তাই এ ধর্মের কোন গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-

'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
না সৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

অর্থাৎ 'বেদ বিভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্র বিভিন্ন; এমন মানুষ নেই যার মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ব গভীর গুহায় নিহিত রয়েছে। মহাজনের পথই অনুসরণীয়'।

মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাজন অসংখ্য, যেমন তাদের ভগবান এবং দেব-দেবী অসংখ্য। সুতরাং একজনকে অনুসরণ করলেই হ'ল। এজন্যই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে 'যত মত, তত পথ'। এক পথে চললেই গন্তব্যে পৌঁছা যায়। তাই মত ও পথ নিত্য পরিবর্তনশীল। কেননা মহাজন এবং অবতার আগমনের পথও সর্বদা অবারিত। তাহ'লে এ ধর্মটি লৌকিক বলতে আপত্তি কোথায়? হিন্দু শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হয়ে এক ধর্ম মত প্রচার করেন। তা কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম নামে আখ্যায়িত হয়। গুরু নানক শিখ ধর্ম প্রবর্তন করেন। মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তিত ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম নামে খ্যাত। আবার শ্রীচৈতন্য তাতে নবরূপ আনয়ন করেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মধর্মের প্রবর্তক। এ সবের পরেও বহু সাধু-সন্ন্যাসী নিত্য নৈমিত্তিক নব নব ধর্মমত প্রচার করে যাচ্ছেন। এদের কেউ কেউ ধর্ম সংস্কারক নামেও অভিহিত। এ ধর্মে তাই সংস্কার হ'তেই পারে।

হিন্দুধর্মে বিধবাদের সহমরণ (সতীদাহ), ৭ বছর থেকে ১২ বছরের নাবালিকা বিবাহ (গৌরীদান), দেবদাসী (মন্দিরের সেবিকা), গৌরীগড়ন (পুরোহিত কর্তৃক নাবালিকাকে গৌরী বানানো), ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন (দেবর কর্তৃক বিধবার গর্ভে সন্তান উৎপাদন/কুল পুরোহিত কর্তৃক বিধবার কিংবা নপুংশকের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন) ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবা বিবাহ এবং তালাকের বিধান না থাকায় ৮০ বছরের বিপত্নিক বৃদ্ধকেও ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের নাবালিকাকে বিবাহ করতে হ'ত। এ কারণে এ ধর্মের কতিপয় ব্যক্তি ধর্মসংস্কারের নামে ঐ সকল প্রথা রহিত করার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। ফলে এক সময়ে তা রহিত হয়েও যায়। আবার ব্রহ্মধর্মাবলম্বীরাতো পুতুল পূজাও রহিত করার আন্দোলন করে। অবশ্য ব্রহ্মরা পুতুল পূজা না করলেও হিন্দুধর্মে পুতুল পূজা বহাল রয়েছে। লৌকিক ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার থাকলে তার সংস্কার বা বাতিলের দায়িত্ব লোকের উপরেই বর্তায়। কিন্তু ইসলাম লৌকিক ধর্ম নয়। এ ধর্মে কুসংস্কার নেই। কুরআন এবং হাদীছের আলোকে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক যে শরী'আত প্রবর্তিত, তা কখনো সংস্কারযোগ্য নয়।

ইসলামে কুসংস্কার নেই- বাক্যটি অভ্রান্ত। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কুসংস্কার প্রবিষ্ট হয়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের প্ররোচনায় কালক্রমে বহু ভ্রান্ত আক্বীদা মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। তারা মুসলমানদের বন্ধু সেজে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবার সুযোগ নিয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র ঘোষণা- 'তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না' *(মায়েদাহ ৫৭)*। অথচ বেখবর মুসলমান তাতে কর্ণপাত করেনি। সেকারণেই মুসলমানদের মধ্য থেকে ইসমাঈলিয়া, আহমাদিয়া, বাহাইয়া ইত্যাদি বাতিল ফের্কার আমদানী হয়েছে। শী'আ সম্প্রদায়ের উদ্ভবতো খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই হয়েছে। এদের ভ্রান্ত আক্বীদা খাঁটি মুসলমানরা কখনও গ্রহণ করেনি। যাদের ঈমান নড়বড়ে, যারা সংস্কারকামী তারাই তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করে। বস্তুতঃ তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে একদল বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা নতুন ফের্কার আমদানী না করলেও ইসলামের মধ্যে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড প্রবেশ করিয়ে তাকে হালাল বানাতে সচেষ্ট। তাদের এ অপতৎপরতা প্রতিহত করা দ্বীনদার মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় তারা দ্বীন ইসলামকে জগাখিচুরীতে পরিণত করে ফেলবে।

আমাদের দেশের হালআমলের বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখায়, কথায়, বক্তৃতায়, আচার-আচরণে ইসলামী বিধানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তৎপর। মুসলমানদেরকে (বিশেষতঃ দ্বীনী আলেমদেরকে) ঢালাওভাবে পাপাচারী প্রতিপন্ন করতে যত্নশীল। এজন্য তারা কবিতা লিখে, নাটক-উপন্যাস-গল্প লিখে, সভা-সেমিনারে আমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করে। একবার কবি দাউদ হায়দার মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে কবিতা লিখে দেশছাড়া হয়েছেন। সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিনের অবস্থাও তথৈবচ। আবার কবি শামসুর রহমান বলেছেন, 'আজান বেশ্যাদের খদ্দের আহ্বানের সামিল'। প্রথা বিরোধী লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদ তার 'পাক সারজমিন শাদবাদ' উপন্যাসে এক দ্বীনদার কল্পিত আলেমের মুখ থেকে বলিয়েছেন, 'মালাউন মাইয়াগো জ্বেনা করলে পাপ নাই'। এ সকল উক্তি কি ইসলাম ও মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করে না? মূলতঃ এ সবই ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত জঘন্য কুৎসা রটনা। মুসলমানের ঘরে জন্মে, মুসলমানের সমাজভুক্ত থেকে এহেন আচরণের কারণ কি? এরা কী ধরনের বুদ্ধিজীবী?

Contents

দৈনিক সমকাল-এর শুক্রবারের সাময়িকী 'কালের খেয়া'য় (১৮ আগষ্ট ২০০৬) ইকবাল আজিজ লিখিত '১৯৭৫ সালের একটি মফস্বলী রাত' নামের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পের দুই বন্ধু তোরাব এবং শামসু। তোরাব মাদরাসার দাখেল পাশ। সে শামসুর সঙ্গে বাজারে বেশ্যাপাড়ায় যায়। গিয়ে শুনতে পায় যে, তাদের পসন্দের বেশ্যা জাহানারা কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। তোরাবের শিক্ষক মাওলানা নূরুল হুদা বলতেন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, নারী, পুরুষ, ধনী, গরীব সবাই তার বান্দা'। তাই বেশ্যাপাড়ার সবাইকে লক্ষ্য করে তোরাব বলে, 'ভাইসব, আমি ধর্মকর্মের সবই জানি। জানাজার নামাজ আমিই পড়াব। তারপর যথাসময়ে লাশটি সামনে রেখে তোরাব জানাজার নামাজের ইমামতি করল। জানাজার আগে সে সবাইকে বলল, 'এই হতভাগী জাহানারার জন্য আপনারা সবাই দো'আ বা আশীর্বাদ করবেন। আপনারা পুরুষ বা মহিলা সবাই আমার পিছনে সার বাঁইধে দাঁড়ান। আপনাদের কোন ভয় নেই। আল্লাহর কাছে সবাই সমান। পুরুষ, নারী, হিন্দু, মুসলমান সব তার কাছে সমান। তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সবাইকে তার কাছে যাতি হবে'।

আমেরিকায় এক মুসলিম নারী জুম'আর ছালাতে নারী-পুরুষ সমাবেশে ইমামতি করেছেন। আর গল্পকার ইকবাল আজিজ কল্পনায় এক মাদ্রাসার ছাত্রকে দিয়ে নারী-পুরুষ, হিন্দু, মুসলমানের সমাবেশে গণিকার জানাযা ছালাতের ইমামতি করিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য কি ধর্ম সংস্কার? তা তিনি করুন। কিন্তু সেখানে কুরআন-হাদীছ পড়া মাদরাসার ছাত্রকে নিয়ে টানাটানি কেন? এ সবের অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী ব্যতীত আর কি? অথচ এর বিরুদ্ধে কিছু বললেই আজকের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বলবেন, 'মৌলবাদের উত্থান ঘটছে। অতএব মৌলবাদ ঠেকাও'। এই ধরনের ইবলিসীবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীরাতো দ্বীনদার মুসলমান এবং আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলামের বারোটা বাজাবার তালে আছে। এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

১ম বর্ষ থেকে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত মাসিক **'আত-তহরীক'**-এর ৯টি বাইন্ডিং কপি পাওয়া যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

প্রতি কপির মূল্য ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। ডাকযোগে সংগ্রহ করতে হ'লে ডাক খরচ সহ ১৬৫/= (একশত পঁয়ষট্টি) টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক 'আত-তাহরীক'
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৫৮-৩৪০৩৯০।

ইলেকট্রোনিক্স

* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ বক্স সহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।
* এ্যামপ্লিফায়ার
* মাইক
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ রেকর্ডার মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলাম দ্দৌলা খাঁন
পরিচালক
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪
মোবাইলঃ ০১৭১২-৭৭২৩৫৭; ০১৭১১-৯৬২০৯২; ০১৭১৬-৯৬০৮৮৯

দো'আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়ার মাধ্যম হ'ল দো'আ। দো'আ একটি ইবাদতও বটে।[১] তাই অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় দো'আও সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে এবং এ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ করতে হবে। দো'আর সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে বর্তমান সমাজে দো'আর নামে কেউ বিদ'আত করছে, কেউবা শিরক করছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আলোচ্য প্রবন্ধে দো'আ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

দো'আর গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দো'আ কর আমি তোমাদের দো'আ কবুল করব' *(মুমিন ৬০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

'যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও), নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটে রয়েছি। দো'আকারী যখনই আমার নিকট দো'আ করবে আমি কবুল করব। অতএব তারা যেন আমার নির্দেশাবলী মেনে নেয় ও আমার উপর ঈমান আনে। তাহ'লে তারা সঠিক পথ লাভ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ 'উত্তম ইবাদত হ'ল দো'আ *(হাকেম)*। অন্য হাদীছে এসেছে, لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ 'আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ অপেক্ষা সম্মানিত আর কিছু নেই' *(আহমদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَيَزِيْدُ فِىْ الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ 'আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে দো'আ ছাড়া আর কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎ আমল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ 'যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করলে এবং সেই দো'আর ভিতর পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধ না থাকলে আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি অবশ্যই দিবেন- (১) যার জন্য দো'আ করেছে তা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেন (২) কিংবা আখেরাতের জন্য জমা রাখেন (৩) অথবা এ দো'আর সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে সরিয়ে দেন। ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী করে দো'আ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশী দানকারী'।[৪]

দো'আ করতে হবে আল্লাহ্‌র কাছেঃ

কোন কিছুর প্রয়োজন হ'লে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। মানুষের ভাল-মন্দ ঘটানো ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ। স্বাভাবিকভাবে মানুষ ঐ ব্যক্তির নিকটই যায় বা কোন কিছু চায় যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন বা কোন কিছু দিতে পারেন। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের কখন কোন জিনিসের প্রয়োজন তা তিনি জানেন ও প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তাই বিপদাপদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ داخِرِيْنَ–

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(মুমিন ৬০)*।

মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস হ'ল দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি তার আকর্ষণ, প্রচণ্ড লোভ, সারা জীবন বেঁচে থাকার ইচ্ছা। তার কাছে কেউ যদি কোন কিছু না চায় তাহ'লে সে খুশি হয়। আর বেশী বেশী চাইলে সে রাগ করে ও ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে মহান আল্লাহ হ'লেন দানশীল।

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *আবুদাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৭৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৬৫।*

২. *তিরমিযী হা/২১৩৯।*
৩. *তিরমিযী হা/৩৩৭৩।*
৪. *আহমাদ হা/১১১৪৯।*

তিনি বান্দাকে দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাই বান্দা যত বেশী আল্লাহ্র কাছে চাইবে, তিনি ততই খুশি হবেন এবং যত কম চাইবে তিনি ততই রাগান্বিত হবেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলতেন, মহান সত্তার কাছে ঐ বান্দা খুবই প্রিয় পাত্র হয়, যে তাঁর কাছে বেশী বেশী দো'আ করে এবং ঐ বান্দা খুবই অপ্রিয় হয় যে তার কাছে দো'আ করে না।

জনৈক কবি বলেন,

اللهُ يَغْضِبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

وَبَنِىْ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضِبُ

অর্থঃ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য এই যে, যদি তুমি তার কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয়, তখন সে অসন্তুষ্ট হয়।[৫]

মানুষের জ্ঞান সীমিত, চোখের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, শ্রবণ ক্ষমতা কম, সাহায্য করার ক্ষমতাও অল্প। আর আল্লাহ এগুলোর সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বরং তিনি কাউকে বিপদে ফেলতে, বিপদ থেকে উদ্ধারও করতে পারেন। আল্লাহ বলেন,

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ–

'বলতো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে ও কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ কর' *(নামল ৬২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ অন্যান্য সকল নবী-রাসূলগণ তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সমস্যায় একমাত্র আল্লাহকেই ডেকেছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তার প্রমাণ রয়েছে।

আইয়ূব (আঃ) যখন রোগে আক্রান্ত হ'লেন তখন তিনি আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করলেনঃ

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادى رَبَّهُ أَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ–

'স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান' *(আম্বিয়া ৮৩)*। আইয়ূব (আঃ) বিপদে পতিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে আল্লাহ জবাব দিলেন এভাবে-

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرى لِلْعَابِدِيْنَ–

'অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ। এটা ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ৮৪)*।

ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন নমরূদের লোকেরা আগুনে নিক্ষেপের জন্য আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে টেনে-হেচঁড়ে নিয়ে যেতে লাগলো তখন তিনি বলতে লাগলেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لاَشَرِيْكَ لَكَ–

'আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, আপনি মহা পবিত্র, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, বাদশাহীর মালিক কেবল আপনিই, আপনার কোন শরীক নেই'। যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হ'ল তখন তিনি বলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক'। এই বলে তিনি আল্লাহকে ডাকলেন ও তার উপর ভরসা রাখলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনায় আছে, জিবরীল (আঃ) শূন্য থেকে ইবরাহীম (আঃ)-কে বলেছিলেন, আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবে আপনার কাছে নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় বৃষ্টির ফেরেশতা বলেছিলেন, আমাকে যখনই নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই বৃষ্টি প্রেরণ করব। কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ অধিক দ্রুতগতিতে পৌছে যায়-

قُلْنَا يَانَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلى إِبْرَاهِيْمَ–

'আমি হুকুম করলাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ৬৯)*।

---

৫. তাফসীর ইবনে কাছির অনুবাদঃ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটিঃ ১৯৯৮) ১৬ খণ্ড, পৃঃ ৪৩২।

ইউনুস (আঃ) যখন মাছের পেটে গেলেন তখন তিনি মহান আল্লাহকে ডাকলেন,

فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

'তিনি অন্ধকারে ডাক দিয়ে বললেন, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই আপনি মহান ও পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি' *(আম্বিয়া ৮৭)*।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইউনুস (আঃ) যখন মাছের পেটে لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ– এ দো'আটি পাঠরত ছিলেন, তখন এই কালেমা আল্লাহর আরশের আশেপাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! এটা তো বহু দূরের শব্দ। কিন্তু এটা তো আমাদের নিকট পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, বলতো এটা কার শব্দ? ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আমরা বলতে পারছি না। তখন মহান আল্লাহ বললেন, এটা আমার বান্দা ইউনুস-এর শব্দ। ফেরেশতাগণ একথা শুনে আরয করলেন, তাহ'লে কি তিনি ঐ ইউনুস যার সৎ কার্যাবলী এবং প্রার্থনা সদা আকাশে উঠে থাকতো? হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তার প্রার্থনা কবুল করুন। তিনি তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার নাম নিতেন। সুতরাং তাকে এই বিপদ হ'তে মুক্তি দান করুন। মহান আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দান করব। অতঃপর তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। সেখানে আল্লাহ ইউনুস (আঃ)-এর অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে তার উপর এক লাউগাছ উদগত করলেন। একটি বন্য গাভী বা হরিণী সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট এসে তাকে দুধ পান করাত।[৬]

আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ–

'অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে মুসলমানদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ৮৮)*।

৬. *ইবনু কাছীর ১৬/২২৯ পৃঃ অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান।*

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা হয়েছে তার বিপরীত। কারণ কোন বিপদ যখন তাদের উপর আসে তখন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত পীরের মাযারে গিয়ে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ ঐ মৃত পীরের কোনরূপ কল্যাণ বা অনিষ্ট করার কোন ক্ষমতা নেই।

যাকারিয়া (আঃ)-এর যৌবনকালে কোন সন্তান হয়নি। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আল্লাহ্র নিকট সন্তানের জন্য দো'আ করলেন এভাবে-

قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ–

'হে আমার পালনকর্তা! আপনার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*। জবাবে আল্লাহ তাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ–

'অতঃপর আমি তার দো'আ কবুল করলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত' *(আম্বিয়া ৯০)*।

আমাদের রাসূল শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখনই বিপদের সম্মুখীন হ'তেন তখনই আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেন। এক্ষেত্রে বদর যুদ্ধের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাসূল (ছাঃ) মুজাহিদদের কাতার সোজা করার পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্যের জন্য কাতর কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি'।

উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এই দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! যদি আজ মুসলমানদের এই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি কি এটা চাও যে, আজকের পরে কখনোই তোমার ইবাদত না হোক'?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর কাছে এ মর্মে অহি পাঠালেন যে, 'আমি তোমাদের এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে'।[৭]

মহান আল্লাহ যে শুধু নবী-রাসূলগণের দো'আ কবুল করবেন তা নয়, বরং তিনি সব সময় সকল আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন।

জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুলুম কর না, হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দিব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই বস্ত্রহীন। কাজেই আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন উপকারও করে দিতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরুর হৃদয়ের মত হৃদয় সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ মানুষের হৃদয়ের মত হৃদয় সম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ কোন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং তাদের চাহিদানুযায়ী দান করি তাতে আমার ভাণ্ডারে যা রয়েছে তার এতটুকু হ্রাস পেতে পারে যতটুকু সমুদ্রে একটি সুচ ফেললে তার পানি হ্রাস পায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রেখেছি। তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।[৮] অতএব সকল প্রয়োজনে মহান আল্লাহকেই ডাকতে হবে।

[চলবে]

৭. *আনফাল ৯; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৪২।*

৮. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১১।*

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাঠক নন্দিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সুদৃশ্য লেমিনেটিংকৃত প্রচ্ছদে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। বিপুল তথ্য সমৃদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এই অনন্য গ্রন্থ আমাদের প্রকাশনায় একটি অমূল্য সংযোজন। প্রতি কপির নির্ধারিত মূল্য ৪০ (চল্লিশ) টাকা। নিজে খরিদ করুন। অন্যকে হাদিয়া দিন। মৃত পিতা-মাতার নামে খরিদ করে বিলি করুন। এভাবে ছহীহ দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব কিছুটা হ'লেও পালন করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

প্রাপ্তিস্থানঃ

মাসিক 'আত-তাহরীক'

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৫৮-৩৪০৩৯০।

সালাফিয়া লাইব্রেরী

প্রোঃ আব্দুর রশীদ

এখানে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা সমূহের জন্য প্রযোজ্য রেফারেন্স ইসলামী সাহিত্য বই এবং আরবী-বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুযূলসহ কুরআন মজীদ, হাদীছ গ্রন্থ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

কাসিনা বিল্ডিং

সমবায় মার্কেটের সামনে

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী

*নূরুল ইসলাম**

বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব, 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর, বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ, খ্যাতিমান কলম সৈনিক, আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সীরাত চর্চার অগ্রদূত, বিশ্বব্যাপী সাড়াজাগানো গণনন্দিত সীরাত গ্রন্থ 'আর-রাহীকুল মাখতূম' প্রণেতা আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী আর নেই। গত ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ শুক্রবার তিনি এ নশ্বর ধরণীর কুহকজাল ছিন্ন করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে *(আম্বিয়া ৩৫; আনকাবূত ৫৭)*। এর কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কবির ভাষায়-

موت سے کس کا رستکاری ہے

آج تم کل ہماری باری ہے

'মৃত্যু থেকে কারো মুক্তি নেই
আজ তোমার তো কাল আমার পালা'।

পৃথিবীতে প্রত্যেক দিন কেউ না কেউ মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের মৃত্যুতে গোটা মুসলিম বিশ্বে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মৃত্যু مَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَـالَمِ 'একজন আলেমের মৃত্যু গোটা পৃথিবীর মৃত্যু' এ প্রবাদের মূর্তপ্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। গোটা মুসলিম বিশ্ব তাঁর মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে যায়। কবির ভাষায়-

موت اس کی ہے کر جس پہ زمانہ افسوس

یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہے مر نے کے لئے

'যুগ যার উপর আফসোস করবে মৃত্যু তো মূলতঃ তারই হয়েছে (বলে গণ্য হবে)। যদিও দুনিয়ায় সবাই মৃত্যুবরণ করার জন্যই আসে'।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মুবারকপুর শহরটি তাঁত শিল্পের জন্য যেমন বিখ্যাত, তেমনি ইলম চর্চা, ওলামায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিছগণেরও সূতিকাগার। তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণেতা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ/১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ), মিশকাত শরীফের ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখ এখানকার গর্বিত সন্তান। এই মুবারকপুরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম হুসাইনাবাদ। এখানেই ছফিউর রহমান মুবারকপুরী ১৯৪২ সালের মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন। মুবারকপুরের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে মুবারকপুরী, আযমগড়ের দিকে সম্পৃক্ত করে আযমী এবং হুসাইনাবাদের দিকে সম্পর্কিত করে হুসাইনাবাদীও বলা হয়। তাঁর পূর্ণ বংশপরিক্রমা হচ্ছে- ছফিউর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আকবর বিন মুহাম্মাদ আলী বিন আব্দুল মুমিন বিন ফকীরুল্লাহ আযমী মুবারকপুরী হুসাইনাবাদী।

শিক্ষা জীবনঃ

দাদা মুহাম্মাদ আকবর ও চাচা মাওলানা আব্দুছ ছামাদের কাছে কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে মুবারকপুরের 'দারুত তা'লীম' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে ৬ বছর অবধি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এর ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা ফার্সীও চর্চা করেন। এরপর ১৯৫৪ সালের জুন মাসে মুবারকপুরের 'এহইয়াউল উলূম' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে গভীর অভিনিবেশ ও নিষ্ঠার সাথে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহু, ছরফ এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করেন। দু'বছর পর ১৯৫৬ সালের মে মাসে মুবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে মৌনাথভঞ্জন এলাকায় অবস্থিত আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রাচীন মাদরাসা 'ফয়যে আম'-এ ভর্তি হয়ে সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করতঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ব্যাকরণ, তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেন। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁকে শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং তিনি পাঠদান ও ফৎওয়া প্রদানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনের সকল পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। দরসে নিযামীর পাশাপাশি তিনি এলাহাবাদ বোর্ডের অধীনে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে মৌলবী এবং ১৯৬০ সালে আলেম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফাযেলে আদব এবং ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফাযেলে দ্বীনিয়াত পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনঃ

১৯৬১ সালে 'ফয়যে আম' মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে প্রথমে এলাহাবাদ এবং পরে নাগপুরে শিক্ষকতা করেন।

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষকতার পাশাপাশি চলতে থাকে বক্তৃতা দান কার্যক্রম। দু'বছর পর ১৯৬৩ সালের মার্চে ফয়যে আম মাদরাসার সেক্রেটারীর ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে দু'বছর শিক্ষকতা করেন। তারপর আযমগড়ের 'জামে'আতুর রাশাদ'এ এক বছর শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে মৌনাথভঞ্জনের 'জামে'আ আছারিয়া দারুল হাদীছ' মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিন বছর কাটান এবং উপাধ্যক্ষ হিসাবে মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর তত্ত্বাবধান করেন।

এরপর তিনি সেখানকার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মৌনাথভঞ্জন থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরত্বে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত সিউনী যেলার 'ফায়যুল উলূম' মাদরাসায় ১৯৬৯ সনের জানুয়ারী মাসে নিয়োগ লাভ করেন এবং দরস-তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। জুম'আর খুৎবা দানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। শিক্ষকতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়মিত খুৎবা দানের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আশপাশের এলাকায় গিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা চালাতেন। সিউনীতে চার বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৭২ সালের শেষের দিকে মুবারকপুরের 'দারুত তা'লীম' মাদরাসার কমিটির সদস্যদের পীড়াপীড়িতে অধ্যক্ষ হিসাবে সেখানে যোগদান করেন।

জামে'আ সালাফিয়ায় গমনঃ

দু'বছর পর ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে বেনারসে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামা'আতের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 'জামে'আ সালাফিয়া'য় গমন করেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের নবঅধ্যায়। এখানে তাঁর প্রতিভার শনৈঃ শনৈঃ স্ফূরণ ঘটতে থাকে। পূর্বে আরবী বলা ও লেখার অভ্যাস না থাকলেও এখানে এসে তিনি এ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বক্তৃতা দানের অভ্যাস তো পূর্ব থেকেই ছিল। এবার লেখনীর ময়দানে পদচারণা শুরু হয়। জামে'আর মাসিক মুখপত্র 'মুহাদ্দিছ' (উর্দূ)-এর সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পাদনায় অল্পদিনের ব্যবধানে গবেষণা মাসিক হিসাবে পত্রিকাটি পাক-ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উক্ত পত্রিকায় তিনি সম্পাদকীয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে চিত্তাকর্ষক কলাম লিখতেন এবং প্রশ্নোত্তর প্রদান ও গ্রন্থ সমালোচনা-পর্যালোচনা করতেন। এ পত্রিকায় তিনি ইমাম খোমেনীর বিপ্লবের উপর একটি তথ্যবহুল দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। 'মুহাদ্দিছ'-এর প্রত্যেক সংখ্যায় দু'একটি কবিতা বা গযল ছাপা হ'ত। কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় অংশও তিনি নিজেই সংশোধন করতেন।

সঊদী আরবে মুবারকপুরীঃ

'আর-রাহীকুল মাখতূম' রচনার মধ্য দিয়ে আরব বিশ্বে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটে এবং ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ সালে সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' বিভাগের গবেষক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি সীরাতুন্নবীর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থ তাহক্বীক্ব ও পরিমার্জনা এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দেন। ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ সালে এখানকার কাজ শেষ হ'লে তিনি রিয়াদে অবস্থিত 'দারুস সালাম' প্রকাশনা সংস্থার ইলমী কমিটির চেয়ারম্যান, গবেষক ও বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আমৃত্যু ইলমী খিদমত আঞ্জাম দেন। সম্পাদনা করেন অসংখ্য গ্রন্থ। এ সংস্থা 'মাওসূ'আতুল হাদীছ আন-নববী আশ-শরীফ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে এক খণ্ডে কুতুবুস সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ) প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি এর সংশোধন ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া উক্ত প্রকাশনী বিশ্বের অগণিত পাঠকের দোরগোড়ায় 'তাফসীর ইবনে কাছীর'-এর অনুবাদ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এটিকে সংক্ষিপ্ত করে এক খণ্ডে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক এটিকে 'আল-মিছবাহুল মুনীর ফী তাহযীবে তাফসীর ইবনে কাছীর' শিরোনামে এক খণ্ডে সংক্ষিপ্ত করেন। 'তাফসীর ইবনে কাছীর'-কে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে একই মর্মে হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) উল্লিখিত একাধিক হাদীছের মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীছ রেখে বাকীগুলি বাদ দেয়া হয়, ব্যাখ্যাতাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হয়, হাদীছের তাখরীজ তথা সূত্র উল্লেখ করা হয়, জাল-যঈফ হাদীছগুলি বাদ দেয়া হয় এবং মারফূ হাদীছগুলির হরকত প্রদান করা হয়, যাতে সাধারণ পাঠকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী পড়ে সঠিক অর্থ সহজে বুঝতে পারে এবং কঠিন স্থানগুলিতে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে। তাছাড়া আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত প্রত্যেকটি আলোচনার পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়। তিনি এটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এতদ্ব্যতীত তাফসীরে 'আহসানুল বায়ান'ও তিনি সম্পাদনা করেন।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতী সফরঃ

'রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামী' কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'আর-রাহীকুল মাখতূম' লিখে ১ম পুরস্কার লাভের পর বিশ্বব্যাপী

তাঁর পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি ঘটে। রাতারাতি খ্যাতির তুঙ্গে উঠে যান তিনি। আরবী ভাষাভাষী না হয়েও আরবী ভাষায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে তাবৎ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। ফলে তাঁর ইলমী সুধা পান করে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন, উপসাগরীয় দেশগুলি, পাকিস্তান, নেপাল প্রভৃতি দেশে দাওয়াতী সফরের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। 'রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামী'-এর প্রতিনিধি রূপে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এক সীরাত সম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদানঃ

কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাণীকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী সফর করেন। সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ চিন্তাধারা, মূলনীতি ও আক্বীদার প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতি ও জালসায় বক্তব্য রাখেন। সঊদী আরবে অবস্থানকালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার একাধিক প্রোগ্রামে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে নছীহত মূলক বক্তব্য পেশ করেন। বিশেষ করে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখা আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং প্রবাসে আন্দোলনের কার্যক্রম জোরদার করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া সঊদী দাওয়াহ সেন্টারগুলির আমন্ত্রণে সেখানকার বিভিন্ন শহরে অনেক দাওয়াতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য শুনে অসংখ্য মানুষ শিরক-বিদ'আত পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসে। আহলেহাদীছ চিন্তাধারার অসংখ্য ছাত্র তাঁর হাতে গড়া। যারা আরব-আজমের সর্বত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে তাঁকে ভারতীয় আহলেহাদীছদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর আমীর নিযুক্ত করা হয়। ২০০০ সালের আগষ্ট পর্যন্ত তিনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন কারণে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর পূর্বে তিনি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' উত্তর প্রদেশের আমীর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে জমঈয়তের কার্যক্রম জোরদার হয়। বিশ্বব্যাপী তাঁর পরিচিতির কারণে জমঈয়তের সুনাম-সুখ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ইলমী ও তাহকীকী দিক থেকে জমঈয়ত সমৃদ্ধ হয়।

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী তুখোড় মুনাযির ছিলেন। বাতিল মতবাদ ও ভ্রান্ত ফিরকা সমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব যেমন তিনি কলমের সাহায্যে দিয়েছেন, তেমনি বাহাছ-মুনাযারার মাধ্যমেও তাদেরকে কুপোকাত করেছেন। ১৯৭৮ সালের ২৩-২৬ অক্টোবর চারদিনব্যাপী 'অসীলা' বিষয়ে বাজরডিহায় আহলেহাদীছ ও ব্রেলভী হানাফীদের মধ্যে এক বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহাছে তিনি কুরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ব্রেলভী হানাফীদের অসীলা বিষয়ক ভ্রান্ত আক্বীদা দূর করে তাদেরকে লা জওয়াব করে দেন। এ বাহাছে মুবারকপুরীর অকাট্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের ফলে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত ৪৯ জন আহলেহাদীছ মতাদর্শে দীক্ষিত হয়। এ বাহাছের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মুবারকপুরী রচিত 'রাযমে হক ওয়া বাতিল' (হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব) গ্রন্থে। এভাবে তিনি শিক্ষকতা, বক্তৃতা, বাহাছ-মুনাযারা, লেখনী প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেন।

রোগ ভোগ, মৃত্যু, জানাযা ও দাফনঃ

মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সে যাত্রায় তিনি প্যারালাইসিসের ছোবল থেকে বেঁচে যান। তখন চলাফেরা করতে পারতেন এবং যথাসম্ভব ইলমী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে দ্বিতীয় দফা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ও বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েন। কখনও সম্পূর্ণ বেহুঁশ, কখনো অর্ধ বেহুঁশ থাকতেন। অবশেষে মুবারকপুরের এই ইলমী মহীরুহ গত ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ শুক্রবার বিকাল আড়াইটা/তিনটার দিকে নিজ গ্রাম হুসাইনাবেদ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন। পরদিন শনিবার বাদ আছর মুবারকপুরীর সুযোগ্য পুত্র মুম্বাইয়ের 'জামে'আ ইসলামিয়া মিমবারা' মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসির মাদানীর ইমামতিতে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় মুবারকপুর, মৌ, বেনারস, মেহরাজগঞ্জ, বলরামপুর, নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ, ঝাণ্ডানগর (নেপাল) প্রভৃতি স্থান থেকে হাযার হাযার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামায়ে কেরাম, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আম জনতা অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আছগর আলী ইমাম মাহদী সালাফী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঊদী আরব থেকে অনেকেই তাঁর জানাযায় শরীক হ'তে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লী থেকে মুবারকপুর অনেক দূর হওয়ায় যথাসময়ে মুবারকপুরে পৌঁছা অসম্ভব একথা জানানোর ফলে তারা আসেননি। জানাযা শেষে তাঁকে জন্মস্থান হুসাইনাবাদে দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততিঃ

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে সবাই আলেম। বড় ছেলে ডঃ ফয়যুর রহমান আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি. করেছেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। তিন ছেলে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ। মেজো ছেলে তারেক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। সেজো ছেলে হাফেয ইয়াসির মাদানী মুম্বাইয়ের 'জামে'আ ইসলামিয়া মিমবারা' মাদরাসার শিক্ষক। সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে রিয়াদে স্বামীর সাথে অবস্থান করে সেখানকার ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আরেক মেয়ে ও তার স্বামী ওমর ফারূক মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন।

লেখনীঃ

দরস-তাদরীস, দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আরবী ও উর্দূ ভাষায় বিশের অধিক গ্রন্থ রচনা করে লেখনী ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। নিম্নে তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হ'ল-

(ক) আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীঃ

১. আর-রাহীকুল মাখতূমঃ ১৩৯৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল/ ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে 'রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামী' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন চরিত বিষয়ে বিশ্বব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এ প্রতিযোগিতার উল্লেখযোগ্য তিনটি শর্ত ছিল- (১) ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘটনাকাল অনুযায়ী গবেষণাকর্মটি ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ হ'তে হবে (২) রচনা উন্নতমানের ও পূর্বে প্রকাশিত নয় এমন হ'তে হবে (৩) রচনার সহায়ক সূত্রাদি (পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত উভয়ই) উল্লেখ করতে হবে।

ঘোষণার কিছুদিন পর এ প্রতিযোগিতার সংবাদ অবগত হন ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। প্রথমতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ জীবন চরিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাননি তিনি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ও জামে'আ সালাফিয়ার ছাত্রদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি বিশেষ করে তাঁর ফুফাতো ভাই ও শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর (ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীর পুত্র) তাগিদে তিনি রচনার কাজে হাত দেন এবং রাত জেগে জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে ৫/৬ মাসের ব্যবধানে উহার কাজ সমাপ্ত করে পাঠিয়ে দেন মক্কায় অবস্থিত রাবেতার দফতরে।

এ প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ১১৮২টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন কমিটি ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি এ প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনীত করেন। এরপর উক্ত সংস্থা তদানীন্তন সঊদী শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খকে প্রধান করে মক্কার 'উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি'র সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ৮ জন ডক্টরের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি পেশকৃত রচনাগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে ছফিউর রহমান মুবারকপুরীকে ১ম বিজয়ী নির্বাচিত করে। ১৩৯৯ হিজরীর ১২ই রবীউছ ছানী/১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে মক্কায় অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি সহ অন্যান্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সঊদের পৌত্র মক্কার সহকারী গভর্ণর আমীর সঊদ বিন আব্দুল মুহসিন। মুবারকপুরী পুরস্কার হিসাবে পান ৫০ হাযার সঊদী রিয়াল।

কুরআন, হাদীছ ও পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের রচিত সীরাত গ্রন্থ সমূহের আলোকে তিনি এ অনন্য সীরাত তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন এবং সূরা মুতাফফিফীন-এর ২৫ নং আয়াত 'তাদেরকে (জান্নাতবাসীদেরকে) মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হ'তে পান করানো হবে'-এর আলোকে এর নামকরণ করেন 'আর-রাহীকুল মাখতূম' (ছিপি আঁটা বা মোহরাংকিত স্বর্গীয় সুধা)। গ্রন্থটির এ নামকরণের দ্বারা লেখক বুঝাতে চেয়েছেন, জান্নাতে জান্নাতীরা যেমন মোহর করা সুধা পান করে এক অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবে, তেমনি যারা পার্থিব জীবনে তাঁর জীবন চরিতের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে তাঁরাও স্বর্গীয় সুধার মত তৃপ্তি লাভ করবে।

যুগে যুগে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনেক লেখক অতিভক্তির আতিশয্যে অনেক আজগুবি ও জাল-যঈফ কাহিনী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থ হচ্ছে **'আর-রাহীকুল মাখতূম'**। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঘটনাবলীর সুষম বিন্যাস, বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন, আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনী বর্জন, অপূর্ব রচনাশৈলী, শব্দ চয়ন, সহজ-সরল উপস্থাপনা ইত্যাদি অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে এ যুগের সেরা সীরাত গ্রন্থের মর্যাদার মুকুট। বিশ্বের দরবারে আহলেহাদীছ জামা'আতের মর্যাদার উঁচু শিরকে করেছে অভ্রভেদী।

পৃথিবীর অন্যূন ২৭টি ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীভুক্ত রয়েছে। লেখক নিজেই এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন, ১৯৯৫

সালে যার তৃতীয় সংস্করণ লাহোরের 'আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এটির দু'টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

২. রাওযাতুল আনওয়ার ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুখতারঃ এটি 'আর-রাহীকুল মাখতূম'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যুবসমাজ ও ছাত্রদের জন্য সহজ-সরল ভাষাশৈলী প্রয়োগ করে তিনি এ সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে কুরআন মাজীদ, নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ, হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থাবলীর আলোকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোকপাত করেছেন। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'অতীত ও বর্তমান যুগে সীরাত বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। কেননা এটি এমন একটি কাজ, যা খাঁটি ঈমান, স্বভাবজাত ভালবাসা ও আত্মত্যাগ থেকে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকার বিষয়টির তাহক্বীক্ব বা গবেষণা ও পর্যালোচনার যথাযথ হক আদায় করেননি। বরং এতে তাদের চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি অনুযায়ী বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ (আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনী) সংযোজন করেছেন। এমনকি এমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যা রীতিমত দ্বীনের মূলনীতি সমূহের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অযৌক্তিকও বটে।

এজন্য কতিপয় দ্বীনী ভাই মধ্যম সাইজের এমন একটি নতুন গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমাকে প্রস্তাব দেন, যাতে আমি ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে তরুণ সমাজ ও সাধারণ ছাত্রদের মানের দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ের বিদ্বানগণের কাছে স্বীকৃত ও প্রমাণিত বক্তব্য সংকলন করব। আমি আল্লাহ্র কাছে তাওফীক ও সঠিকতা কামনা করে কুরআন মাজীদ, নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী, হাদীছ ও সীরাতের গ্রন্থাবলীর আলোকে এবং এতে যে অভ্যন্তরীণ দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায় তা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাহ্যিক দলীল-প্রমাণের দ্বারা উদ্দিষ্ট বিষয়ে কাজ শুরু করি। আর আমার গ্রন্থের বক্তব্য যথাসম্ভব হাদীছের বর্ণনা ও পূববর্তী মনীষীগণের বক্তব্য থেকে গৃহীত হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছি' *(রাওযাতুল আনওয়ার, পৃঃ ৩-৪)*।

সঊদী আরবের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গ্রন্থটি পাঠ্যসূচীভুক্ত রয়েছে। 'তাজাল্লিয়াতে নুরুওয়াত' নামে এটির উর্দূ অনুবাদও তিনি নিজেই করেছেন। দারুস সালাম প্রকাশনী ইংরেজী সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

৩. ইতহাফুল কেরামঃ

হিজরী ৮ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, রিজালশাস্ত্রবিদ, ঐতিহাসিক হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ) কর্তৃক মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় শরী'আতের আনুশাসনিক আইন ও নিয়মের সাথে সম্পৃক্ত হাদীছ সংকলন 'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' -এর ব্যাখ্যা এটি। বুলূগুল মারাম-এর অসংখ্য ভাষ্যের মধ্যে এটি একটি সহজ-সরল ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ভাষ্যটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ব্যাখ্যাতা আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হাদীছগুলির অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছেন। রিয়াদের 'দারুস সালাম' প্রকাশনী থেকে ১৪১৭ হিঃ/ ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. মুসলিম শরীফের আরবী ভাষ্য **'মিন্নাতুল মুন'ঈম** (রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত)।

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ সুরতী সংকলিত আরবী কাব্য সংকলন 'আযহারুল আরব'-এর ব্যাখ্যা **'শারহু আযহারুল আরব'** (অপ্রকাশিত)।

৬. ইবরাযুল হক ওয়াছ ছাওয়াব ফী মাসআলাতিস সুফূর ওয়াল হিজাব (১৯৭৮)।

৭. তাতাওউরুশ শুউব ওয়াদ দিয়ানাত ফিল হিন্দ ওয়া মাজালুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ ফীহা (১৯৭৯)।

৮. আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ ওয়াল ফিরাক আল-ইসলামিইয়াহ আল-উখরা (অপ্রকাশিত)

৯. বাহজাতুন নাযর ফী মুছতালাহে আহলিল আছার।

১০. আল-আহযাবুস সিয়াসিয়াহ ফিল-ইসলাম।

খ. উর্দূ ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীঃ (১) কাদিনিয়াত আপনে আয়না মেঁ (১৯৭৬) (২) ছুহুফে ইয়াহূদ ওয়া নাছারা মেঁ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মুতাআল্লাক বাশারাতেঁ (৩) তারীখে আলে সঊদ (১৯৭২) (৪) ফিতনায়ে কাদিনিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৯৭৬) (৫) ইনকারে হাদীছ কেও? (১৯৭৬) (৬) ইনকারে হাদীছ হক ইয়া বাতিল (১৯৭৭) (৭) রাযমে হক ওয়া বাতিল (১৯৭৮)। (৮) ইসলাম আওর আদমে তাশাদ্দুদ (১৯৮৪) (৯) আহলে তাছাওফ কী কারেসতানিয়া (১৯৮৬)।

গ. উর্দূতে অনূদিত গ্রন্থাবলীঃ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি তিনি আরবী থেকে উর্দূতে রূপান্তর করেন। (১) হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১হিঃ) প্রণীত 'আল-মাছাবীহ ফী মাসআলাতিত তারাবীহ' (একাধিকবার প্রকাশিত)। (২) ইমাম ইবনু তাইমিয়ার (৬৬১-৭২৮হিঃ) 'আল-কালিমুত তাইয়িব'। (৩) ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬হিঃ) সংকলিত হাদীছগ্রন্থ 'কিতাবুল আরবাঈন'-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। (৪) কাতারের শারঈ আদালতের বিচারক শায়খ আহমাদ বিন হাজার প্রণীত 'শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আকীদাতুহু আস-সালাফিয়্যাহ ওয়া দাওয়াতুহু আল-ইছলাহিয়্যাহ ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে' শীর্ষক গ্রন্থের 'তাযকেরায়ে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব' শিরোনামে অনুবাদ। তবে অনুবাদের পাশাপাশি

এতে তিনি কিছু আলোচনা সংযোজন করেন। গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মুবারকপুরীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকঃ

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী এক আল্লাহভীরু আলেমে দ্বীন ছিলেন। অলস বসে থাকা তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। সর্বদা গবেষণায় নিরত থাকতেন। সরলতা, উদারতা, আমানতদারিতা প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। নিম্নে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লঃ

আমানতদারিতাঃ আমানতদারিতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথাসম্ভব তিনি টাকা-পয়সার আমানত নিজের দায়িত্বে রাখা থেকে বিরত থাকতেন। আর রাখলেও তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন এবং যথাসময়ে আদায় করতেন।

সরলতা, উদারতা ও রসিকতাঃ প্রফেসর আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী বলেন, '১৯৯৪ সালে হজ্জ পালন করতে গিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য টেলিফোনে তাঁর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। তিনি দ্রুত আমি যে হোটেলে অবস্থান করছিলাম সেখানে চলে আসেন। এ সময় তাঁকে একটি বড় গ্লাসে শরবত পান করতে দেই এবং নিজে একটি ছোট গ্লাসে পান করতে শুরু করলে তিনি রসিকতা করে কুরআনের ভাষায় বলতে শুরু করেন, تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزَى 'এটা তো খুবই অসংগত বন্টন' *(নাজম ২২)*।

মানষিক দৃঢ়তাঃ তিনি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও মানষিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। এজন্য জটিল-কঠিন পরিস্থিতিতেও নিরাশ ও হতাশ হ'তেন না। বরং ধৈর্যের সাথে যেকোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতেন।

সদা হাস্যোজ্জ্বলঃ সুখ-দুঃখে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। মুচকি হাসি তাঁর ব্যক্তিত্বের দর্পণ ছিল। যখন তাঁর মাথায় কোন নতুন চিন্তা আসত তখন ঠোঁটে মুচকি হাসির ঝিলিক দেখা যেত। এক্ষেত্রে তিনি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী- تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ 'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি ছাদাক্বা স্বরূপ' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২০৯৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮; মিশকাত হা/১৯১১ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)* -এর মূর্তপ্রতীক ছিলেন।

তীক্ষ্ণ ধীশক্তিঃ তিনি তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। শিক্ষকতা, বক্তৃতা, গ্রন্থরচনা, সম্পাদনা, আচার-আচরণ সর্বক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ছাত্র জীবনে যেমন মেধার জোরে সর্বদা ষ্ট্যান্ড করতেন, তেমনি কর্মজীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রেখেছিলেন স্বীয় প্রতিভার ছাপ।

মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাঃ মুসলিম জাতি ও ইসলামী বিশ্বের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। তিনি তাদের সঙ্গীন অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। পাক-ভারত ও ফিলিস্তীনের মুসলমানদের দুর্দশা কিভাবে লাঘব করা যায় সে ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করতেন। বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

ছাত্রদের প্রতি ভালবাসাঃ ছাত্রদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। তিনি তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতেন। অর্থাভাবে কোন ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জানতে পারলে উদার হস্তে তাকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতেন এবং বইপত্র কিনে দিতেন।

বিদ্বান মহলের মূল্যায়নঃ

মুবারকপুরীর মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। 'রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামী'র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাছের আল-আবূদী, 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আছগর আলী ইমাম মাহদী সালাফী, 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ ব্রিটেন'-এর নেতৃবৃন্দ সহ অনেকে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের মন্তব্য উল্লেখ করা হ'ল-

১. 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আছগর আলী ইমাম মাহদী সালাফী এক বিবৃতিতে বলেন, 'তাঁর মৃত্যু সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং বিশেষভাবে আহলেহাদীছ জামা'আতের জন্য একটি বড় মর্মন্তুদ ঘটনা। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক, বিজ্ঞ মুনাযির (তার্কিক), নির্ভীক সাংবাদিক এবং সীরাত ও হাদীছের সূক্ষ্মদর্শী মুহাক্কিক ছিলেন। এ ধরনের ইলমী ব্যক্তিত্ব কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে'।

২. রিয়াদস্থ 'দারুস সালাম' প্রকাশনীর পরিচালক শায়খ আব্দুল মালেক মুজাহিদ বলেন, 'তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, মুহাক্কিক, ব্যাখ্যাতা এবং মুনাযির ছিলেন। বিভিন্ন জটিল বিষয়ে তিনি মানুষদেরকে ফৎওয়াও দিয়েছেন। তিনি পরিপক্ক ইলম এবং প্রখর মুখস্থশক্তির অধিকারী ছিলেন। সীরাত সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ইসলামের ইতিহাসে ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম বিশ্ব একজন অত্যন্ত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব থেকে মাহরূম হ'ল'।

৩. মাওলানা আব্দুল মুঈদ মাদানী (আলীগড়) বলেন, 'তিনি ইলমী, আমলী, দাওয়াতী ও শিক্ষাগত প্রভৃতি দিক থেকে

Contents

সমকালীন ওলামায়ে কেরামের মাঝে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একজন মিশুক, প্রাণোচ্ছল ও খোশ মেজাজের আলেম ছিলেন। তাঁর মধ্যে ইজতিহাদী ও ইস্তিম্বাতী যোগ্যতা পুরামাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গুণাবলীর অধিকারী একজন সফল মানুষ, সফল লেখক, সফল খতীব, সফল সাংবাদিক ও সফল দাঈ ছিলেন'।

৪. গত ৩ ডিসেম্বর সঊদী টিভি চ্যানেলে প্রচারিত এক সেমিনারে বক্তাগণ বলেন, 'মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী শুধু পাক-ভারত ও আরব বিশ্বের নয়; বরং পৃথিবীর সকল বিদ্বানের মাঝে একজন বিখ্যাত ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর 'আর-রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থটি গোটা পৃথিবীতে সুপরিচিত এবং বহুল পঠিত। আরব বিশ্বে এটি সীরাত বিষয়ে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে'।

৫. 'দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমী', আযমগড়, ভারত থেকে প্রকাশিত 'মা'আরিফ' (উর্দূ) পত্রিকার সম্পাদক যিয়াউদ্দীন ইছলাহী বলেন, 'জামে'আতুর রাশাদে শিক্ষকতা করার সময় তিনি দারুল মুছান্নিফীন শিবলী একাডেমীতে প্রায় আসতেন এবং বিভিন্ন ইলমী, দ্বীনী, জাতীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতেন। এর মাধ্যমে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, বাকপটুত্ব, ইলমী যোগ্যতা এবং সাম্প্রতিক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অনুমিত হ'ত'।

৬. 'জামে'আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিয়াহ', ঝাণ্ডানগর, নেপাল-এর শিক্ষক মাওলানা খুরশীদ আহমাদ সালাফী বলেন, 'মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী একজন বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন, প্রখ্যাত লেখক, উঁচু দরের মুহাক্কিক, অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রভাব বিস্তারকারী খতীব ও আলোচক এবং বিচক্ষণ মুনাযির ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মস্তবড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে এমন একটি উজ্জ্বল তারকার পতন হ'ল যার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ হেদায়াতের দিশা খুঁজে পেত, একটি ইলমের জ্যোতি অদৃশ্য হয়ে গেল, যাকে নিয়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের গর্ব ছিল। একজন উচ্চ মর্যাদার মুরব্বী ও সংস্কারক হারিয়ে গেল, যাকে নিয়ে ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের গর্বের অন্ত ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের আহলেহাদীছ জামা'আত বা ভারতের মুসলিম জাতিই শুধু নয়; বরং মুসলিম বিশ্ব একজন নির্ভেজাল চিন্তা-চেতনাধিকারী দাঈ, কলম সৈনিক এবং মুহাক্কিক আলেম থেকে মাহরূম হ'ল। তাঁর মৃত্যু পুরা মুসলিম বিশ্বের ক্ষতির নামান্তর'।

৭. 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ ভিউণ্ডী' মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এক শোকবার্তায় বলেন, 'নিঃসন্দেহে ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর মৃত্যু ইলমী জগতের এক বেদনাদায়ক ঘটনা। বিশেষ করে ভারতের আহলেহাদীছদের জন্য এমন মর্মন্তুদ ঘটনা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। **'আর-রাহীকুল মাখতূম'** গ্রন্থটি গোটা পৃথিবীতে তাঁকে একজন বড় মাপের ইসলামী গবেষক হিসাবে পরিচিত করেছে। এটি একটি বড় ঈর্ষণীয় ইলমী সাফল্য'।

উপসংহারঃ

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী একটি নাম, একটি ইতিহাস, ইলমের এক উজ্জ্বল দেউটি। যার প্রতিভার আভায় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ আরব বিশ্ব আলোকিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ সীরাত চর্চার অগ্রপথিক ও দিশারী। আরবী ভাষাভাষী না হয়েও আরবীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনন্য জীবনীগ্রন্থ **'আর-রাহীকুল মাখতূম'** রচনা করে **১১৮২**টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে **১ম** পুরস্কার লাভ করে সীরাত সাহিত্যের দিগ্বলয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

তাফসীর, হাদীছসহ ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর এ গবেষণাকর্মটি তাদের মর্যাদার মুকুটে একটি নতুন পালক যুক্ত করেছে। গ্রন্থটি রচনার ফলে তাঁর খ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় গোটা বিশ্বে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِى السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ أَهْلِ الْأَرْضِ–

'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন। সুতরাং তুমি তাকে ভালবাস। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে ভালবাসতে শুরু করে। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আসমানে ঘোষণা করে বলেন, আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে এবং যমীনবাসীদের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়' *(বুখারী হা/৬০৪০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, হা/৩২০৯ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*।

এ সীরাত গ্রন্থটি রচনার ফলে একখানি বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থের জন্য নবী প্রেমিকদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী জানার জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে বারি সিঞ্চনের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

এমন একজন ইলমী ব্যক্তিত্বের ইন্তিকালে মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে আহলেহাদীছ জামা'আতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল। কবির ভাষায়-

فَمَا كَانَ قِيْسَ هَلَكُهُ هَلَكُ وَاحِدٍ + وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا

'তাঁর মৃত্যু একজন (সাধারণ) ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তুলনীয় নয়। বরং (তাঁর মৃত্যুতে) জাতির ভিত বিধ্বস্ত হ'ল'।

বিগত ২০০৬ সালকে আহলেহাদীছ জামা'আতের জন্য 'দুঃখের বছর' রূপে আখ্যায়িত করা যায়। এ বছর ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের বেশ ক'জন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ইন্তিকাল করেন। তন্মধ্যে ছফিউর রহমান মুবারকপুরী ছাড়াও গত ১৭ মার্চ হাফেয হিশামুদ্দীন কাসেমী সালাফী, ১৯ শে জুলাই মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত 'দারুল হাদীছ আল-খায়রিয়াহ' মাদরাসার শিক্ষক ডঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিদ্দীকী সালাফী (ইনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়ে মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে الدعوة السلفية فى شبه القارة الهندية وآثرها فى الحياة الإجتماعية والسياسية 'ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উহার প্রভাব' শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন), ১৭ নভেম্বর মাওলানা খলীল আহমাদ উমরী সালাফী মাদানী, ৭ ডিসেম্বর দিল্লীর 'রিয়াযুল উলূম' মাদরাসার সেক্রেটারী ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আল-ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আযহারী, পাকিস্তানের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ও 'আহলেহাদীছ সুপ্রীম কাউন্সিলের' চেয়ারম্যান ক্বারী আব্দুল খালেক রহমানী, ৬ সেপ্টেম্বর নেপালের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা শু'আইব আলম মাদানী নেপালী প্রমুখ ইন্তিকাল করেন। এসব বিদ্বানদের হারিয়ে আমাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল তা পুষিয়ে নেয়ার এবং তাদের ইলমের যোগ্য উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন এবং তাঁদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমীন!!

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭ সফল হউক

আলো

ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

প্রোপ্রাইটরঃ মুহাম্মাদ মোফায্যল হোসাইন (রঞ্জু)

এখানে ডেকোরেটর সামগ্রী, সাউন্ড বক্স, মাইক পিএ-বক্স, লাইটিং ও জেনারেটর ভাড়া পাওয়া যায় এবং প্যাকেট খাবার সরবরাহ করা হয়।

রাত ৯টা হ'তে সকাল ৯টা পর্যন্ত বাসায় যোগাযোগ করুন

ষ্টেশন রোড (অলকার মোড়), রাণী বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ (দোকান)ঃ ৮১১৪৪৪, (বাসা)ঃ ৭৭৪০০৮, মোবাইলঃ ০১৭১১-১১৭০৬৮; ০১৭১১-৯৬৮৮৪৩।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মৃত্যুকালীন অছিয়ত

ইসলামের ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ'লে তিনি সূরা ক্বাফ-এর ১৯নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। যার অর্থঃ *'মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। যা থেকে তুমি টালবাহানা করে থাক'*। অতঃপর তিনি স্বীয় কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমার পরিহিত দু'টি কাপড় ধুয়ে তা দিয়ে আমাকে কাফন পরিয়ো। কেননা মৃত ব্যক্তির চাইতে জীবিত ব্যক্তিই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। অতঃপর তিনি পরবর্তী খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ)-কে অছিয়ত করেন এই মর্মে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্য রাত্রির হক্ব তিনি দিবসে কবুল করেন না, যতক্ষণ না ফরয আদায় করা হয়। নিশ্চয়ই আখেরাতে মীযানের পাল্লা ভারী হবে দুনিয়াতে হক্ব-এর অনুসরণের বিনিময়ে। আর সেখানে মীযানের পাল্লা হালকা হবে দুনিয়াতে বাতিল-এর অনুসরণের কারণে'। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব পালনকারীর জন্য অলসতা ও বিলাসিতার কোন সুযোগ নেই। তাকে কোন অবস্থাতেই বাতিলের সাথে আপোষ করা চলবে না। বরং যেকোন মূল্যে সর্বাবস্থায় হক্ব তথা আল্লাহ প্রেরিত সত্যকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কেননা দুনিয়াতে সকল কাজের উদ্দেশ্য হবে আখেরাতে মীযানের পাল্লা ভারি করা (স.স)]

কারাকুশের বিচার

প্রাচীন কালে মিশরে কারাকুশ নামে একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি নিজেকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করতেন। তিনি কিরূপ ন্যায়বিচারক ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

একবার এক চোর তার নিজ মহল্লায় চুরি করতে গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করে। সে জানালায় হাত দিয়ে একটু টান দিতেই জানালাটি হুড়মুড় করে এসে তার এক পায়ের উপর পড়ে এবং পা ভেঙ্গে যায়। চোর পরদিন অতিকষ্টে বাদশাহর দরবারে হাযির হয়ে অভিযোগ দায়ের করে। সে বলে, 'হুযুর আমার পেশা চুরি করা। গত রাতে মহল্লার অমুকের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে যেই জানালায় হাত দিয়ে একটু টান দিয়েছি, অমনি জানালাটি হুড়মুড় করে এসে আমার পায়ের উপর পড়ে। এতে আমার পাটি ভেঙ্গে যায়। আমি এখন কি করে খাব? হুযুর! আমি এর ন্যায়বিচার চাই।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ বাড়ীওয়ালাকে দরবারে হাযির করালেন। বাদশাহ বললেন, তোমার বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে জানালা পড়ে চোরের একটি পা ভেঙ্গে গেছে। জানালাটি ঠিকভাবে লাগানো হয়নি। এজন্যই সেটি হুড়মুড় করে পায়ের উপর পড়ে পা ভেঙ্গে গেছে। সে এখন কি করে খাবে? বাদশাহ বাড়ীওয়ালাকে জোর ধমক দিলেন।

বাড়ীওয়ালা বুঝতে পারল যে, সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর একথা বাদশাহকে বুঝানোও কঠিন। সে তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, আমি মিস্ত্রিকে তার পারিশ্রমিক ঠিকই দিয়েছি। কিন্তু মিস্ত্রি ঠিকভাবে জানালাটি না লাগানোর কারণে সেটি পড়ে গিয়ে চোরের পা ভেঙ্গেছে। মিস্ত্রিই মূলতঃ এ ব্যাপারে দোষী।

বাদশাহ বুঝলেন, মিস্ত্রিই প্রকৃত দোষী। তাই মিস্ত্রিকে দরবারে হাযির করা হ'ল। মিস্ত্রি অভিযোগ শুনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বলল, জানালটি লাগানোর সময় অমুক রূপসী আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে থাকাতে জানালাটি ঠিকভাবে লাগানো হয়নি। যদি সে সময় ঐ রূপসী মহিলা আমার সামনে দিয়ে না যেত, তাহ'লে আমি ঠিকমত জানালাটি লাগাতাম। কাজেই এর জন্য ঐ মহিলাই দায়ী।

বাদশাহ বললেন, মিস্ত্রির বক্তব্য সঠিক। অতঃপর রূপসীকে দরবারে হাযির করা হ'ল। মহিলা পরিস্থিতি উপলব্ধি করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বলল, আল্লাহ পাক আমাকে রূপ দিয়েছেন, একথা ঠিক। কিন্তু আমার রূপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে অমুক ফেরিওয়ালা। তার কাছ থেকে ক্রয়কৃত এ জামাটিই আমার রূপকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমার কোন দোষ নেই। ঐ ফেরিওয়ালাই এর জন্য দায়ী।

এবারে ফেরিওয়ালাকে দরবারে হাযির করা হ'ল। কিন্তু সে তার দোষ খণ্ডন করতে পারল না। ফলে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করতে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন। জল্লাদ তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে গিয়ে দেখে সে একটু লম্বা হওয়ায় তার পা মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে। ফলে তাকে ঝুলানো যাচ্ছে না। বাদশাহ জল্লাদকে নির্বোধ, বোকা, বেকুফ ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করে বললেন, ঐ লম্বা লোকটাকে ছেড়ে দাও এবং একটা খাটো ফেরিওয়ালাকে এনে ঝুলিয়ে দাও।

অতঃপর একজন খাটো ফেরিওয়ালাকে ধরে আনা হ'ল। সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করল এবং ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি বহু কান্নাকাটি করল। কিন্তু বাদশাহর অন্তর বিন্দুমাত্র নরম হ'ল না। কেননা তিনি যে একজন ন্যায়বিচারক (!)

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগত

দাঁতের পরিচর্যা

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ বিজ্ঞানের এই চরম সাফল্যের যুগেও অনেক অজানা জিজ্ঞাসার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সাধারণত ২৮০ দিনের মধ্যে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে এই সময়ের কিছু আগে এবং পরে একটি পরিপূর্ণ মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়। মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় মানবশিশুর প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় গঠিত হয়। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে শরীরের কিছু কিছু অংশে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং নতুন করে দাঁত, দাঁড়ি, গোঁফ ইত্যাদি গজায়। এ আলোচনার মূখ্য বিষয় হচ্ছে দাঁত। মানব শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই গুরুত্ব অপরিসীম। দাঁত মানুষের মুখের অভ্যন্তরে গজায়। দাঁত যেহেতু মানুষের মুখে গজায় সেহেতু দাঁত ও মুখের পরিচর্যা সমানভাবে করতে হয়। সঠিকভাবে এবং সময়মত নিয়মিত মুখ ও দাঁতের পরিচর্যা না করলে মুখ ও দাঁতে নানা ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। আলোচ্য নিবন্ধে দাঁতের পরিচর্যা বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হ'ল-

দাঁত সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা- (ক) ডেসিডুয়াস দাঁত (খ) পারমানেন্ট দাঁত।

কাজের ধরন অনুযায়ী ডেসিডুয়াস দাঁত ৩ ধরনের এবং পারমানেন্ট দাঁত ৪ ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

ডেসিডুয়াস দাঁতঃ (১) ইনসিসর কর্তন (২) ক্যানাইন চর্বন (৩) মোলার পেষণ।

পারমানেন্ট দাঁতঃ (১) ইনসিসর কর্তন (২) ক্যানাইন চর্বন (৩) প্রিমোলার পেষণ (৪) মোলার পেষণ।

মানুষের মুখে সাধারণত দুই বার দাঁত উঠে। Eruption অনুযায়ী দাঁতকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) ডেসিডুয়াস দাঁত ২০টি, যা জন্মের ৬ মাস হ'তে দুই বছরের মধ্যে উঠে।

(২) পারমানেন্ট দাঁত ৩২টি। ডেসিডুয়াস দাঁত পড়ে গেলে এগুলি গজায়। ৬ বছর বয়স হ'তে শুরু হয়ে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত দাঁত উঠতে পারে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মুখে দাঁত থাকতে পারে। এগুলোকে 'নিওনেটাল দাঁত' বলে। এ ধরনের দাঁত সংখ্যায় সাধারণত ১/২ বা ৩টি হ'তে পারে। তবে এই নিওনেটাল দাঁতগুলোকে খুব শ্রীঘ্রই তুলে ফেলতে হয়।

আবার অনেকের দাঁত দেরীতে গজাতে পারে। অথবা দুধের দাঁত বাকা হয়ে গজাতে পারে। এক্ষেত্রে দাঁতের স্থানের মাংস সমান্য চিরে দিলেই তাড়াতাড়ি দাঁত গজায়। আর বাকা হয়ে দাঁত গজালে দাঁতের স্থানের মাংস কর্তন করলে ঐ দাঁত সোজা হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের দাঁত অন্যান্য দাঁতের চেয়ে একটু দ্রুত বাড়ে।

দাঁত প্রধানত ২ ধরনের হ'লেও আরেক ধরনের দাঁত মানব মুখে গজাতে দেখা যায়। এর নাম হচ্ছে Wisdom teeth বা আক্কেল দাঁত। আক্কেল দাঁত সাধারণত ১৮-২৫ বছর বয়সের মধ্যে গজায়। এই দাঁত মাড়ির শেষাংশে গজায়। মেডিক্যালের ভাষায় এটা 'থার্ড মোলার' নামে পরিচিত। আক্কেল দাঁত মুখে অপ্রয়োজনীয়, এর কোন কাজ নেই। এই দাঁত গজানোর সময় বেশ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর চিকিৎসা বেশ কঠিন এবং সফলতাও অনেক কম। অনেকে বলে আক্কেল দাঁত না উঠা পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় না। এ কারণে এর নাম আক্কেল দাঁত।

দাঁত মানব শরীরের একটা মূল্যবান সম্পদ। এটা মানুষের মুখের সৌন্দর্যের প্রতীক। দাঁত না থাকলে যেমন খারাপ লাগে, ঠিক তেমনি দাঁত আঁকাবাকা হ'লেও খারাপ লাগে। আবার বেড়দাঁত থাকলে সৌন্দর্য হানি হয়।

দাঁত যেহেতু মুখের অভ্যন্তরে অবস্থিত তাই সঙ্গত কারণেই দাঁতের বিভিন্ন রোগ ও সমস্যার পাশাপাশি মুখেরও বিভিন্ন রোগ ও সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন-

মুখের ঘাঃ সচরাচর শীতকালে মানুষের মুখে ঘা দেখা দেয়। ভিটামিন B_2, ফলিক এসিড বা ভিটামিন 'সি' কিংবা যেকোন ভিটামিনের অভাবে মুখে ঘা হ'তে পারে। মুখের ঘা সব বয়সের মানুষেরই হ'তে পারে। পেটের পীড়ার কারণেও মুখে ঘা হ'তে পারে। আবার দাঁত ঠিকমত পরিষ্কার না করলেও মুখে এ রোগ হ'তে পারে। অনেকের ঠোঁটের কোণায় কিংবা দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়ে থাকে।

জিহ্বা প্রদাহঃ ঠাণ্ডা লাগা, পানে চুন বেশী খাওয়া, লৌহজাতীয় খাদ্যের অভাব, রক্ত স্বল্পতা এবং ভিটামিনের অভাবে জিহ্বা প্রদাহ হয়ে থাকে। জিহ্বা প্রদাহ হ'লে জিহ্বা লাল হয়, কষ্টদায়ক ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়। জিহ্বা ছিলে যায়, ফুলে যায়, ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দেয়, সেই সাথে জিহ্বার সঙ্গে তালু, তালুমূল, গলা প্রভৃতি অংশে ব্যথা হয়।

মাড়িতে ফোঁড়াঃ দাঁত মুখ ভালভাবে পরিষ্কার না করলে কিংবা খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষে ভালভাবে কুলকুচা না করলে দাঁতের মধ্যে ও মাড়িতে খাদ্য কণা জমে এই রোগ সৃষ্টি হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে কিংবা পাইওরিয়ায় ভুগলেও এই রোগ সৃষ্টি হয়।

দাঁতের গোড়ার প্রদাহঃ দাঁত ও মুখের ভিতর ভালভাবে পরিষ্কার না করলে খাদ্যের কণা, পান ও সুপারির টুকরা, মাছ ও গোশতের অংশবিশেষ দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। এগুলো মুখের ভিতরে পঁচে দাঁতের উপরে পেরিঅষ্টিয়াম মেমব্রেনের সংযোগস্থল নষ্ট করে দেয়। আস্তে আস্তে জীবাণু বৃদ্ধি পায় এবং ঐ স্থানে প্রদাহ হয় ও পুঁজের সৃষ্টি করে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মানুষের মুখে লক্ষ লক্ষ ধরনের জীবাণু বসবাস করে। ধীরে ধীরে দাঁতের গোড়ার মাংসপেশী আক্রান্ত হয় এবং শেষ পর্যায়ে মাড়ির স্বাভাবিক গর্তের পাতলা হাড়ও আক্রান্ত হয়, তখন দাঁতের গোড়া ফুলে যায় এবং সময় সময় পুঁজ হয়। তখন একে পাইওরিয়া এলভিওলার বলে। এটা খুব মারাত্মক ব্যাধি। পাইওরিয়া হ'তে পেপটিক আলসার, এপেনডিসাইটিস, উদরাময় ইত্যাদি রোগ হ'তে পারে।

দাঁত বেদনাঃ ঋতু পরিবর্তন, ঠাণ্ডা লাগা, দাঁতের এনামেল নষ্ট প্রভৃতি কারণে দাঁতে ব্যথা হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবেও দাঁতের এই রোগ হ'তে পারে। দাঁত অপরিষ্কার রাখার জন্যও দাঁতের গোড়া ফুলে যায় এবং ব্যথার স্থানে পুঁজের সঞ্চার হয়। এটা ধীরে ধীরে দাঁতের মূল গোড়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং কোন কোন সময় সেখানে ফোঁড়া হয়। এই পুঁজ বের করতে না পারলে সেটা চোয়ালের হাড়ের ক্ষতি করতে পারে। নড়া দাঁতের জন্যও ব্যথা হ'তে পারে। এ সময় আক্রান্ত দাঁতের চিকিৎসা না করলে অন্যান্য দাঁতও আক্রান্ত হ'তে পারে।

দন্তক্ষয় রোগ ও লক্ষণঃ দন্তক্ষয় রোগ দাঁতের একটি জীবাণুবাহিত রোগ। সব দেশেই মানুষের এক বা একাধিক দাঁত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। চিনি জাতীয় খাবার গ্রহণের অভ্যাসের সাথে এই রোগের সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে মিষ্টি, চিনি বা শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণ করে দাঁত পরিষ্কার না করলে তা দাঁতে লেগে থাকে এবং ঐসব খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করে। ঐসব জীবাণুর মধ্যে এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুগুলি তাদের সৃষ্ট এসিডের সাহায্যে দাঁতের এনামেল ও ডেন্টিনের ক্ষয় সাধন করে। এভাবে জীবাণুজনিত কারণে দাঁতের গায়ে সৃষ্ট ক্ষত বা গর্তকে দাঁতের কেরিজ বা 'দন্তক্ষয় রোগ' বলে। এই রোগ ডেন্টিনে প্রসারিত হ'লে ঠাণ্ডা বা গরম পানি গ্রহণের সময় দাঁত শির শির করে।

দাঁতের যত্নঃ আমরা বিশেষ করে ত্বকের যে পরিমাণ যত্ন নেই দাঁতের ক্ষেত্রে তার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ যত্নও নেই না। (১) মুখে দাঁত না থাকলে মুখের বিকৃতিসহ সৌন্দর্যের হানি ঘটে (২) বিভিন্ন প্রকার খাদ্য চিবিয়ে খেতে সমস্যা হয় (৩) উচ্চারণে সমস্যা ঘটে অর্থাৎ কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় না।

ইসলাম ধর্মে ছালাতের পূর্বে মিসওয়াকের প্রতি জোরালো তাকীদ রয়েছে। তাছাড়া ওযূর সময় মুখে পানি দিয়ে গড়গড়া সহ কুলির নির্দেশ রয়েছে, যা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার গোসলের সময় ওযূর নির্দেশও রয়েছে। এটিও মুখে পানি দিয়ে দাঁত ও মুখ ভালভাবে পরিষ্কারের একটি উত্তম ধর্মীয় পন্থা। মুখ ও দাঁত পরিষ্কারের ধর্মীয় রীতি মেনে চললে মানুষের দাঁত সুস্থ এবং সবল রাখা সহজ। এভাবে মুখ ও দাঁতের যত্ন নিলে মুখের ও দাঁতের বিভিন্ন রোগ থেকে দাঁত ও মুখকে সুরক্ষা করা সম্ভব।

মানুষ বর্তমানে দাঁতের যত্নে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করে থাকে। দাঁত পরিষ্কারের জন্য বাজারে নানা ধরনের 'টুথ পাউডার' ও 'টুথ পেস্ট' পাওয়া যায়। তবে সবগুলোতে সব ধরনের Coposition যথাযথভাবে থাকে না। কাজেই সব ধরনের উপাদান আছে এমন 'টুথ পাউডার' ও 'টুথ পেস্ট' ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় প্রতিমাসে 'টুথ পাউডার' ও 'টুথ পেস্ট' পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া অনেক 'পাউডার' ও 'পেস্ট' এর গায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকে না এবং ব্যবহারবিধি, মাত্রা এবং শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য আলাদা কোন নির্দেশনাও দেখতে পাওয়া যায় না। যে কারণে এগুলো ব্যবহার করলে দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা হ'তে পারে। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে অনেকে হাটে-বাজারে এবং বড় বড় শহরতলীতে রেজিষ্ট্রেশন নেই এমন 'টুথ পাউডার' ও 'টুথ পেস্ট' হকারদের খপ্পরে পড়ে কিনে ব্যবহার করে থাকে, যা মোটেই ঠিক নয়।

খাবার পর দাঁত মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করা উচিত এবং এ অভ্যাস বাল্যকাল থেকে প্রতিটি পরিবারে গড়ে তোলা দরকার। বিশেষ করে রাত্রের খাবার গ্রহণের পর মুখ ও দাঁত খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা আবশ্যক। কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় অপরিষ্কার মুখ ও দাঁতে লেগে থাকা খাদ্যকণা পচে ভাইরাসে পরিণত হয় এবং জীবাণু দ্বারা দাঁত আক্রান্ত হয়। দিনে মানুষ ঘুমায় কম এবং বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকে। যে কারণে দিনের বেলা মুখ ও দাঁত পরিষ্কার না করলেও রাত্রের মত দাঁতের ক্ষতি হয় না। এর অর্থ এই নয় যে দিনে মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করতে হবে না। সবসময় দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মিসওয়াক বা নরম ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। দাঁতে খাদ্যকণা আটকে থাকলে নরম সুতা বা ডেন্টাল ক্লথ ব্যবহার করে তা পরিষ্কার করতে হবে। অনেকে একাজ না করে দাঁতে দিয়াশলাই ও বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য কাঠি ব্যবহার করে, ফলে দাঁতের গোড়ার মাংস ছিদ্র হয়ে বা কেটে গিয়ে ব্লিডিং হয়, যা দাঁত অপরিষ্কারের চেয়ে অনেক ক্ষতিকর।

আমাদের দেশে অনেকে চা পান করার পর পান খেতে অভ্যস্ত, যা মোটেও ঠিক নয়। কারণ চিনি এবং চুন একত্র হ'লে এক ধরনের আঠার সৃষ্টি হয়। চা পান করার পর পান খেলে এই আঠা দাঁতের সঙ্গে লেগে দাঁতের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্যও মুখ এবং দাঁতের জন্য ক্ষতিকর যেমন- গুল, জর্দ্দা, তামাক, তামাক জাতীয় দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি।

দাঁতের জন্য ভিটামিন 'সি' বিশেষ প্রয়োজন। ভিটামিন 'সি' প্রতিটি টক জাতীয় খাবারে বিদ্যমান। আবার কাঁচা মরিচে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে। একটি বড় আপেলে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ভিটামিন 'সি' আছে একটি কাঁচা মরিচে।

স্কেলিং এবং ফিলিং দাঁতের একটি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। ডেন্টাল প্লাগ হ'লে দাঁতে পানি ধরে, শির শির করে, মাড়ির রোগ হয়, কখনো কখনো মাড়ি ফুলে যায়। এ অবস্থায় দাঁতকে সংরক্ষণ করার জন্য পাথর সরাতে হয়, যাকে স্কেলিং বলা হয়। অনেকে দাঁতের সৌন্দর্যের জন্যও স্কেলিং করে থাকে।

ডেন্টাল ক্যারিজ হ'লে সেই দাঁতটি বা দাঁতগুলোকে সংরক্ষণ করতে হ'লে গর্তটা পূরণ করতে হবে। আর এ ধরনের গর্ত পূরণ করার নাম হচ্ছে ফিলিং। ফিলিং দুই ধরনের (১) অস্থায়ী ফিলিং এবং (২) স্থায়ী ফিলিং। তবে মনে রাখতে হবে দাঁতের বিভিন্ন চিকিৎসা সহ স্কেলিং এবং ফিলিং কোন বিশেষজ্ঞ দাঁতের ডাক্তার দ্বারা করা আবশ্যক।

দাঁত মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানব শরীরের অন্যান্য হাড়ের চাইতে দাঁত অত্যন্ত শক্ত এবং এর গঠন প্রণালীও ভিন্ন। দাঁত ক্যালসিয়াম মিনারেল সমৃদ্ধ, যা দাঁতকে অনেক শক্ত হ'তে সাহায্য করে। আর তাই অনেক দিন দাঁতের যত্ন না নিলেও সহজে নষ্ট হয় না। হাযার হাযার বছরের পুরাতন মানব কংকালের সঙ্গে নষ্ট না হওয়া দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাথা আর দাঁতের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দাঁত যে শরীরের সবচেয়ে শক্ত ও মযবূত অংশ, এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। অতএব মানব শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেন অকালে নষ্ট হয়ে না যায়। সেজন্য সকলকে আরো যত্নশীল হ'তে হবে।

** মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান*
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭-কে স্বাগত জানাই

সাবা স্টীল কর্পোরেশন

স্টীল সামগ্রী প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

* প্রোফিসি ফার্নিশার্স লিমিটেড
* পাবনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী

কাদিরগঞ্জ, হেনাপ্রান্ত, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৩০০৭, মোবাইলঃ ০১৭১২-৭৭৭৪৮৪।

ক্ষেত-খামার

সঠিক উপায়ে পেঁপে চাষ

কাঁচা পেঁপে সবজি আর পাকা পেঁপে ঔষধি। কাঁচা পেঁপে টুকরো টুকরো করে লবণ-মরিচ-তেল মাখিয়ে খাওয়ার রীতিটা অনেক পুরনো। এ ধরনের ঝালিয়ে পেঁপে খেলে বদহজম ব্যাধির উপসম হয়। কাঁচা পেঁপেতে প্রোটিন, হজমকারী পেপাইন থাকে বেশী। পাকা পেঁপেতে প্রচুর ক্যারোটিন, শর্করা, ভিটামিন বি$_১$, বি$_২$ এবং 'সি' থাকে। রুচিকর, বায়ুনাশক, অর্শ, অম্ল-অজীর্ণ রোগের উপকারী পেঁপে চাষাবাদ করতে প্রয়োজন উঁচু, সুনিষ্কাশিত এবং সারা দিন সূর্যের আলো পায় এমন জমি। জমির মাটি হ'তে হবে বেঁলে-দোআঁশ বা দোআঁশ। চাষ শুরু করতে হবে ফেব্রুয়ারী-মার্চ থেকে।

বিভিন্ন জাতের পেঁপেঃ

প্রচুর পেঁপে ধরে এমন জাত হচ্ছে 'হানিডিউ'। দেখতে আকর্ষণীয়। আয়তকার, লম্বায় প্রায় ২০ সেন্টিমিটার। প্রতি পেঁপের গড় ওযন এক থেকে দেড় কেজি। 'হানিডিউ' থেকে উদ্ভাবিত কুর্গহানিডিউ জাতটি উভলিঙ্গী। ফল শাঁসালো, ডিম্বাকার, পেঁপে লম্বা হয় ২০ সেন্টিমিটার। কাণ্ডের গোড়া থেকেই পেঁপে ধরতে শুরু করে।

দেশীয় পেঁপে হিসাবে 'শাহী'র ওযন কম হ'লেও ফলন ভাল। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং এ জাতটি এদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে জুতসই।

হলুদ রঙের মিষ্টি স্বাদের পেঁপে হচ্ছে 'ওয়াশিংটন'। এ জাতীয় পেঁপের ওযন ও ফলনও ভাল। প্রতিটি গাছে ২০ থেকে ৬৫টি পর্যন্ত এক কেজি ওযনের পেঁপে ধরে।

'রাঁচি' একটি পেঁপের জনপ্রিয় জাত। গাছ ছোট। পেঁপের আকার ডিমের মতো। শাঁসগুলো উজ্জ্বল হলুদ, মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত। এর খোসা সবুজ ও নরম। এছাড়া পুষা, সোলো, রাঁচি জায়ান্ট ও সিমলা জাতের পেঁপেও এ দেশে পাওয়া যায়। 'সিমলা' জাতের পেঁপে গাছে ১০০ টির মতো পেঁপে ধরে।

বীজতলা তৈরীঃ

ফেব্রুয়ারী-মার্চের মধ্যে জমি নির্বাচন করে চার-পাঁচটি চাষ-মই দিয়ে বীজতলা এক মিটার চওড়া এবং তিন মিটার লম্বা তৈরী করে বীজ বপন করতে হবে। এক একর জমিতে পেঁপে লাগানোর জন্য প্রতিটি বীজতলায় ১৫০ গ্রাম বীজ বপন করলেই যথেষ্ট। বীজের গজানোর হার বাড়াতে পাকা পেঁপে থেকে বীজ সংগ্রহ করে দু-চার দিন রোদে শুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় বপন করা ভাল। তাড়াতাড়ি বীজ থেকে চারা গজানোর জন্য গর্ভবর্তী গরুর গোচোনায় বীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে বপন করা যেতে পারে। সারি করে বীজ বপন করতে চাইলে প্রতিটি সারিকে ১৫ সেন্টিমিটার এবং বীজ থেকে বীজ ২.৫ সেন্টিমিটার দূরে রেখে এক সেন্টিমিটার গভীর করে বীজ বপন করতে হবে।

চারা রোপণঃ

বীজতলার চারা ৪০-৪৫ দিনে ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি বা ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। আর ঠিক এ সময়ে গর্তে চারা রোপণ করতে হয়।

প্রতি দুই মিটার দূরে গর্ত করে নিতে হবে চারা রোপণের ২০ দিন আগেই। গর্ত হ'তে হবে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা, চওড়া ও গভীরতার। গর্তের উপরের অংশের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে রাখতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় প্রতিটি গর্তে গোবর ৫ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ও এমপি ১৫০ গ্রাম করে, জিপসাম ৫০ গ্রাম, জিঙ্ক দুই গ্রাম ও বরিক এসিড ১০ গ্রাম ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রতিটি গর্তে দুই থেকে তিনটি পেঁপের চারা রোপণ করতে হবে। তবে কুর্গহানিডিউ জাতের পেঁপে প্রতি গর্তে একটি রোপণ করাই ভাল।

পেঁপে বাগানের যত্নঃ

পেঁপের চারা বাড়তে থাকলে দুই সারির মধ্যখানে নালা দিয়ে নিতে হবে। এর ফলে একদিকে পানি নিষ্কাশন করা হবে, অন্যদিকে খরা মৌসুমে সপ্তাহে এক দিন এবং অন্যান্য মৌসুমে দুই সপ্তাহে এক দিন সেচ দেওয়া যাবে। বাড়ন্ত চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। বাগান থেকে ভাল ফলন পেতে হ'লে প্রতিটি চারাগাছে রোপণের ৪৫ দিন পর পর ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৪৫ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। নালার মাটি দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বেড তৈরী করতে হবে।

রোগ-বালাইঃ মোজাইক রোগ পেঁপের মারাত্মক ক্ষতি করে। এ রোগে পাতায় ছাপ ছাপ হলদে-সবুজের দাগ স্পষ্ট হয়। পাতা কুঁকড়ে যায়। আক্রান্ত গাছ রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগান থেকে তুলে ফেলতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে পেঁপের পাতা ও ফল পচা এবং গোড়া পচা রোগ দেখা যায়। পাতা ও ফল পচা রোগে আক্রান্ত স্থান হলুদ এবং পরে নরম হয়। আরও পরে দাগগুলো বাদামি রঙের হয়। গোড়া পচা রোগে মাটির খুব কাছাকাছি স্থানে গাছের বাকল ফেটে যায়। সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থান শুকিয়ে যায় এবং গাছ ঢলে পড়ে। রোগাক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সার ও ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োজনীয় মাত্রায় স্প্রে করে দিতে হবে। এতে পাতা ও ফল পচা রোগের সঙ্গে সঙ্গে গোড়া পচা রোগও দমন হবে। অতএব উক্ত পদ্ধতিতে পেঁপে চাষ এবং এর সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমেই এটিকে একটি লাভজনক খাতে পরিণত করা সম্ভব।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

আত-তাহরীকের আলো

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

মন শুধু পেতে চায় 'তাহরীকে'র আলো
ধুয়ে মুছে চলে যাক সকল আঁধার কালো।
এ আলোয় মধু মাখা
নবরূপে দিক দেখা
সকলের প্রাণ সখা হোক সে ভালো
মন পেতে চায় শুধু 'তাহরীকে'র আলো।
জীবনে আছে যত সুখ-হাসি গান
ব্যথা-বেদনায় ঘেরা দুঃখ অফুরান
সব ব্যথা দূরে থাকে
'তাহরীকে'র এ আলোকে
মন খুঁজে ফেরে যাকে এই সে আলো
ধুয়ে মুছে চলে যাক সকল আঁধার কালো
তাই মন শুধু খোঁজে 'তাহরীকে'র আলো।

***

দু'টি কবিতা

- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
রাজাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

(এক)

সবচেয়ে মা প্রিয় আমার সবার অধিক দামী
যাহার স্নেহ-মায়ায় বদ্ধ ছিলাম আমি দিবস-যামী
চিরতরে হারিয়ে গেল পেলাম নাকো আর
রেখে গেল ব্যথার বোঝা ব্যর্থ হাহাকার!
গাইবে না আর পীক-পাপিয়া ফুটবেনাতো ফুল
এই কাননে দেখব না আর মুগ্ধ অলিকুল।

(দুই)

ক্ষণিকের এ খেলা ঘরে ছিল অনেক খেলার সাথী
হট্টগোলে উৎরে গেছে হর্ষ-ব্যাকুল দিবস-রাতি
কে ভেবেছে এদিন যাবে চারিদিকে ঘিরবে আঁধার
সেদিন তো আর কেউ রবে না সময় হবে যখন যাবার
ভাঙলে খেলা আর জমে না কেউ আসে না শূন্য মাঠে
মিথ্যে শুধুই বিকিকিনি দুই দিনের এ ভবের হাটে।

***

আহলেহাদীছ যে

- মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ আকন্দ
আরবী বিভাগ
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

সত্য কথা সদা বলে
বলতো দেখি কে?
আযান শুনে মসজিদে যায়
আহলেহাদীছ যে।
কুরআন-হাদীছ নিত্য পড়ে
বলতো দেখি কে?
জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তা মেনে চলে
আহলেহাদীছ যে।
ন্যায়ের পথে অটল সদা
বলতো দেখি কে?
শিরক-বিদ'আত পায়ে দলে
আহলেহাদীছ যে।
ছহীহ হাদীছের কথা সর্বদা বলে
বলতো দেখি কে?
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান
আহলেহাদীছ যে।
আল্লাহ্র পথে সদা নির্ভীক
বলতো দেখি কে?
বাতিলের সাথে আপোস করে না
আহলেহাদীছ যে।
দ্বীন ক্বায়েমে জীবন বাজী রাখে
বলতো দেখি কে?
প্রয়োজনে সর্বস্ব বিলায়
আহলেহাদীছ যে।

***

বখাটে

- মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
দৈবকিনন্দনপুর
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

লেখা-পড়ায় দিচ্ছে ফাঁকি
নকল করেই পাশ।
চাকুরী করে টি.টি.সি.এম.
বেকার বারো মাস।
রাতে করে রাহাজানি
দিনে খেলে তাস।
অন্ধকারে কত লোকের
ঘটায় সর্বনাশ।
এদের ভয়ে যুবতীদের,
হৃদয় কাঁপে ডরে।
সুযোগ পেলে পথে ঘাটে
ওদের পিছু ধরে।
আজে বাজে কথা বলে
আর বাজায় শিস।
ভাবটি দেখায় এমন যেন
বহু দিনের মিশ।
মাঝে মাঝে ভয়ও দেখায়
ধরতে চাহে কেশ।
বলে যদি প্রেম না করো

করব তোমায় শেষ।
সমাজের এই ত্রাস যারা
বড় লোকের ছেলে।
পুলিশ ওদের নাগাল পায় না
যায় না ওরা জেলে।
মুখোশধারী নেতাগণের
পোষা কুকুর ওরা
তারা ওদের বাঁচিয়ে রাখে
যখন পড়ে ধরা।
তাইতো তাদের বিচার হয় না
সাহস বেড়ে যায়।
শহর, গ্রাম, রাস্তা ঘাটে
অঘটন ঘটায়।
ধর্ষণ আর অপহরণ
এটা ওদের কাজ
আঁচল দিয়ে যায় না ঢাকা
কলংকের এই লাজ
দেশবাসী জাগো এবার
বখাটেকে তাড়াও।
আইনের হাতে তুলে দিয়ে
সমাজটাকে বাঁচাও।
***

গর্জে ওঠো

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

যুগে যুগে যারা দিয়েছে জীবন
করে গেছে এদেশ জয়,
ইতিহাসের পাতায় খুঁজে দেখ
পাবে তাদেরই পরিচয়।
শুধু টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া নয়
বালাকোটের ময়দান,
যুগ পরম্পরায় গেয়েছে তারা
স্বদেশের জয়গান।
কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে
প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা,
বুকের মাঝে আজও ঝংকার তুলে
একাত্তরের চেতনা।
লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে
অর্জিত এই দেশ,
কার আছে হিম্মত মাতৃভূমি থেকে
মোদের করবে শেষ।
দেশদ্রোহীরা জোট বেঁধেছে
স্বাধীনতা করতে ছার,
দেশরক্ষায় দেশপ্রেমিকরা
গর্জে ওঠো আরেকবার।
***

সত্যের জ্যোতি

- মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

অসত্যের আঁধার নাশি এলে তুমি
হে মোর প্রিয় **আত-তাহরীক!**
বাতিল নিধনের বিপ্লব সাধনে
তুমি যে চির নির্ভীক।
নাশি পৃথিবীর পাপ-তাপ যত
তুমি জ্বালো সত্যের আলো,
তোমার বলেই দূরীভূত হোক
ধরার আঁধার কালো।
সত্যের জ্যোতি হে প্রিয় তাহরীক!
কত যতনে রাখি তোমায়,
বিশ্বের বুকে চিরজীবী হও তুমি
ভুলো না কভু আমায়।
যে পেয়েছে স্বাদ তোমার
সে কি ভুলিতে পারে?
তোমার অম্লান জ্যোতি আমার
সতত হৃদয় কাড়ে॥
***

রাজশাহী শহরে কোন কোন জায়গায় পত্রিকা পাওয়া যায়

১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।
২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী
৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।
৬। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।
৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৯। সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।
১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মহাকাশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ রবার্ট হ্যারিং গভার্ড, ১৯২৬ সালে।
২। লাইকা নামক একটি কুকুর।
৩। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে।
৪। নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন।
৫। ১৯৬৫ সালের ১৮ মার্চ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানবদেহ)-এর সঠিক উত্তর

১। বুকের বাম পার্শ্বে।
২। বুকের দু'অংশে (ডানে ও বামে)।
৩। মস্তিষ্কে।
৪। ৯৮.৪ ডিগ্রী।
৫। ৫০০টি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগত)

১। কোন্ স্থলচর প্রাণী সবচেয়ে হিংস্র?
২। কোন্ প্রাণী শব্দ করতে পারে না?
৩। সমুদ্রের হিংস্রতম প্রাণী কোন্‌টি?
৪। কোন্ প্রাণীর চোখের পাতা নেই?
৫। কোন্ প্রাণীর শরীরে বাচ্চা রাখার থলে থাকে?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। তেলের সাথে পানি মিশে না কেন?
২। শীতকালে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন?
৩। কোন্ গ্যাস আগুন নিভায়?
৪। কত ডিগ্রী উত্তাপে পানি ফুটে?
৫। তেল পানির উপর ভাসে কেন?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

পুঠিয়া, রাজশাহী ২২ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় যিল্লুর রহমান সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক ও 'সোনামণি' পুঠিয়া থানার পরিচালক যিল্লুর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শামীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যায়েদ বিন যিল্লুর রহমান। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন হাফেয ইবাদুছ ছালেহীন।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর রহনপুর খয়রাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন, গোপাল নগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম আবুল কালাম আযাদ ও রহনপুর ইউসুফ আলী কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ সোহেল রানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি সারওয়ার জাহান এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোমস্তাপুর বিজনেস ও ম্যানেজমেন্ট কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ নাহিদ খান।

বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী ১৭ জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় বাউসা হেদাতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র জনাব মুখতারুল আলমের ব্যবস্থাপনায় এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলার পরিচালক জনাব আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইসমা খাতুন এবং জাগরণী পরিবেশন করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক্ব।

নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ এশা আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুর মিলনায়তনে বাছাইকৃত সোনামণি ও সাবেক দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন নশীপুর এলাকা সোনামণি সহ-পরিচালক ঈসা ওমর, কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুস্তাফীযুর রহমান এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফারূক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে নশীপুর এলাকা 'সোনামণি'র প্রচার সম্পাদক সাদ্দাম হোসাইন।

পরের দিন শুক্রবার বাদ ফজর নশীপুর আল-মারকাযুল ইসলামী সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকল স্তরের সোনামণি ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জনাব আব্দুল আযীয। উক্ত বৈঠকে কুরআন তেলাওয়াত করে

হাফেয ছাদীকুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ নাসীম। সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মারকাযের সম্মানিত শিক্ষক হাফেয মুখলেছুর রহমান।

নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া ২৮ জানুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর নশীপুর আল-মারকাযুল ইসলামী সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি নশীপুর মারকায শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। সমাবেশে 'সোনামণি' নশীপুর মারকায শাখা গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি নব নির্বাচিত কমিটির তালিকা ঘোষণা করেন ও সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান।

কুলুনিয়া, পাবনা ২৯ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় কুলুনিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আশরাফুল ইসলাম বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'সোনামণি' আলফা খাতুন। প্রশিক্ষণে প্রায় দেড় শতাধিক সোনামণি বালক-বালিকা উপস্থিত ছিল।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। এতে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন রফীকুল ইসলাম এবং সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন জনাব ইউনুসুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে রুমান বিশ্বাস এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুর রাকীব।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ৩১ জানুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি পাবনা যেলার উদ্যোগে মাসিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। এতে পাবনা যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল এবং অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ মুছল্লীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মাওলানা বেলালুদ্দীন।

বাগমারা, রাজশাহী ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর সূর্যমুখী উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান বিন নাজীবুর রহমান, অত্র মাদরাসার হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয মীযানুর রহমান ও সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুয়ায্যিন আব্দুল মান্নান প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বাহরাম আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এনামুল হক্ব।

একই দিন সকাল পৌনে ১১-টায় হাট দামনাশ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর সূর্যমুখী উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান বিন নাজীবুর রহমান এবং বাগমারা উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রূহুল আমীন ও জাগরণী পরিবেশন করে রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আবুল কালাম আযাদ।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

৮ম সংসদের ১৮৩ জন সোয়া কোটি টাকা ফোন বিলখেলাপি

গত ৮ম জাতীয় সংসদের ১৮৩ জন সাংসদের কাছে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের (বিটিটিবি) মোট এক কোটি ২৬ লাখেরও বেশী টাকা বিল পাওনা আছে। অথচ এই সাংসদদের প্রত্যেকে প্রতি মাসে টেলিফোন বিল বাবদ সরকারের কাছ থেকে ছয় হাযার টাকা করে পেয়েছেন।

বিটিটিবি'র হিসাবে দেখা যায়, সাংসদদের মধ্যে বকেয়া বিলের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন বিএনপি ছেড়ে এলডিপিতে যোগ দেওয়া মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ। তার কাছে বিটিটিবি'র ৮ম সংসদের (২০০১-২০০৬) পাঁচ বছরের পাওনা এক লাখ ৯৭ হাযার ৪৬০ টাকা। এর আগে তার কাছে বিটিটিবি'র পাওনা ছিল ১৪ লাখ ৬৪ হাযার ৫০৭ টাকা। সে হিসাবে তাঁর খেলাপি বিলের পরিমাণ মোট ১৬ লাখ ৫৭ হাযার টাকারও বেশী। ৮ম সংসদে বিলখেলাপি সাংসদদের শীর্ষে আছেন বিএনপির নাদিম মোস্তফা। পাঁচ বছরে তার কাছে বিটিটিবি'র পাওনা জমেছে আট লাখ ৩৮ হাযার ৫২৫ টাকা। এরপরই রয়েছে বিএনপির সাবেক সাংসদ মুহাম্মাদ শামসুযযোহা খানের নাম। তার কাছে পাওনা সাত লাখ সাত হাযার টাকা। অন্য ঋণখেলাপির মধ্যে আছেন বিএনপির আবু হেনা, সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী, আওয়ামী লীগের মির্জা আযম, জামাআতে ইসলামীর ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের, ইসলামী ঐক্যজোটের ফযলুল হক আমিনী, জাতীয় পার্টির করিম উদ্দীন ভরসা প্রমুখ।

জানা গেছে, এর আগে ছয়টি সংসদে সাংসদদের কাছে বিটিটিবি'র যথাক্রমে ৭৮ হাযার, দুই লাখ ৫৮ হাযার, ১৩ লাখ, এক কোটি, তিন কোটি ৫৮ লাখ ৩৭ হাযার এবং তিন কোটি ১০ লাখ ১৬ হাযার টাকা বিল বকেয়া ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সাংসদদের খেলাপি বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে নয় কোটি ৭০ লাখ ৬৮ হাযার টাকা।

ডঃ শামসুল হুদা নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ডঃ এটিএম শামসুল হুদাকে গত ৪ ফেব্রুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক আইন সচিব মুহাম্মাদ ছহুল হোসাইনকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারী তাঁরা শপথ গ্রহণ করেছেন। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মুদাচ্ছির হোসেন তাঁর কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারকে শপথবাক্য পাঠ করান। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেনকে (অবঃ) তৃতীয় নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ। প্রধান বিচারপতি ১৪ ফেব্রুয়ারী বেলা আড়াইটায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। কমিশনার নির্বাচিত হয়ে তিনি সচিবালয়ে প্রথম কার্যদিবসেই তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব জনসম্মুখে পেশ করেন। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারী নির্বাচন কমিশনের সব কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেছিলেন। ফলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের পদ শূন্য হয়ে পড়েছিল।

এদিকে গত ১১ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কমিশনের সচিব আব্দুর রশীদ সরকার নির্বাচন কমিশন থেকে বিদায় নিলেন। নির্বাচন কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর। সচিব আব্দুর রশীদ সরকারকে বদলি করা হয়েছে বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ে।

দেশে ২ কোটি লোক কিডনি রোগে আক্রান্ত

দেশে প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন কিডনি রোগে ভুগছে। কিডনি বিকল শতকরা ৫ জনেরই চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই। কিডনি রোগ পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'ক্যাম্পস' নামক নতুন একটি সংস্থার গত ৩ ফেব্রুয়ারী আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। কিডনি রোগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত সংস্থা 'ক্যাম্পস'-এর চেয়ারম্যান ডাঃ এম.এ ছামাদ লিখিত বক্তব্যে জানান, বাংলাদেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ২ কোটি মানুষ কোন না কোন কিডনি রোগে আক্রান্ত। প্রায় ২০ হাযার রোগীর কিডনি ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আরো ১৫ থেকে ২০ হাযার রোগী আকস্মিক কিডনি অকার্যকর হয়ে প্রতিবছর অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রতি ঘণ্টায় একজন লোক কিডনি অকার্যকর হয়ে মারা যাচ্ছে। শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীই জানে না তারা কিডনি রোগে ভুগছে। শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ লোক ডায়াবেটিসের কারণে কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবার পর বুঝতে পারে যে, ডায়াবেটিসই তাদের কিডনি সংহারের কারণ।

দেশে প্রথম মাল্টি ফোকাল লেন্স প্রতিস্থাপন

চোখে ছানিপড়া রোগী দেখতে পাবে চশমা ছাড়া। একই সঙ্গে কাছে এবং দূরের বস্তুতে নিবদ্ধ করতে পারবে দৃষ্টি।

দেখতে পাবে স্বাভাবিক। দেশের চক্ষু চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হয়েছে গত ২৪ জানুয়ারী। 'টেকনিস মাল্টি ফোকাল' লেন্স প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসার নতুন দিগন্তের সূচনা করেন 'বাংলাদেশ আই হসপিটালে'র চেয়ারম্যান ও আই স্পেশালিষ্ট ডাঃ মাহবূবুর রহমান চৌধুরী। উল্লেখ্য যে, মাল্টি ফোকাল লেন্স প্রতিস্থাপনের ঘটনা দেশে এটাই প্রথম। ডাঃ মাহবূবুর রহমান বলেন, এ লেন্স প্রতিস্থাপনের জন্য ছানিপড়া রোগের রোগীদের আর বিদেশ যেতে হবে না।

অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে সব ইউনিভার্সিটিতে

ঢাকা ইউনিভার্সিটি সহ দেশের সব পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এ বছর থেকে চালু হচ্ছে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি। নতুন এ পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশিত হবে লেটার গ্রেডে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৮০ নম্বরধারী পাবে এ প্লাস। পাস নম্বর ৪০ এবং সর্বনিম্ন লেটার গ্রেড ডি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন' (ইউজিসি) সব ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এ পদ্ধতি চালুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে আগের ডিভিশন, ক্লাস কিংবা সনাতন পদ্ধতিতে রেজাল্ট প্রকাশ।

নতুন পদ্ধতিতে ৮০ থেকে তদূর্ধ্ব 'এ প্লাস' (জিপিএ ৪), ৭৫ থেকে ৮০ 'এ রেগুলার' (জিপিএ ৩.৭৫), ৭০ থেকে ৭৫ 'এ মাইনাস' (জিপিএ ৩.৫), ৬৫ থেকে ৭০ 'বি প্লাস' (জিপিএ ৩.২৫), ৬০ থেকে ৬৫ 'বি রেগুলার' (জিপিএ ৩.০), ৫০ থেকে ৬০ 'বি মাইনাস' (জিপিএ ২.৭৫), ৫০ থেকে ৫৫ 'সি প্লাস' (জিপিএ ২.৫), ৪৫ থেকে ৫০ 'সি রেগুলার' (জিপিএ ২.২৫), ৪০ থেকে ৪৫ 'ডি' (সর্বনিম্ন জিপিএ ২.০) এবং ৪০-এর নীচে 'এফ' গ্রেড বা ফেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাজারে গুঁড়ো ও তরল দুধের বেশীর ভাগই নিম্নমানের

বাজারে প্রচলিত গুঁড়ো দুধের অধিকাংশ এবং সব ধরনের তরল দুধই নিম্নমানের। এসব দুধের ক্ষেত্রে 'বিএসটিআই' থেকে গৃহীত মানের সাথে বিপণনকৃত দুধের মানের হেরফের রয়েছে। গত ২২ জানুয়ারী 'কনজ্যুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। 'ক্যাব' জানায়, রাজধানীর বাজার থেকে ১৫টি ব্র্যাণ্ডের গুঁড়োদুধ ও ৩টি ব্র্যাণ্ডের পাস্তুরিত তরল দুধের নমুনা সংগ্রহ করে 'ইনষ্টিটিউট অব ফুড সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি'র মাধ্যমে পরীক্ষা করে দুধের নিম্নমান প্রমাণিত হয়েছে। ক্যাব আরো জানায়, নমুনাগুলির মধ্যে নিট ওযন নেই কোনটির। স্বাদ ও গন্ধ যথাযথ নয় একটিরও। মাত্র পাঁচটির আর্দ্রতা ঠিক আছে এবং দ্রাব্যতা মান রয়েছে একটির। যথাযথ ফ্যাট আছে ৬টিতে এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শর্করা আছে ৩টি নমুনাতে। এসব দুধের মধ্যে বিএসটিআই-এর মান অনুযায়ী মানসম্পন্ন মাত্র একটি এবং ১৩টি নিম্নমানের। তাছাড়া অধিকাংশ দুধের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় মাত্রানুযায়ী উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। আবার কোন কোন উপাদান মাত্রাতিরিক্ত রয়েছে, যেগুলি শরীরের জন্য ক্ষতিকর। চর্বি ও শর্করার ঘাটতি রয়েছে প্রকটভাবে। অপরদিকে ল্যাকটিক এসিড ও ময়েশ্চার রয়েছে অতিরিক্ত, যা ক্ষতিকর।

বাজার থেকে যেসব গুঁড়ো দুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে- প্রাণ দুধ, মার্কস, ডিপ্লোমা ফার্মল্যাণ্ড, মিল্কভিটা, নিডো, এ্যানলিন, ফাসমিল, কোয়ালিটি, প্রোলিন, স্টারশিপ, এ্যাংকার, রেড কাউ, ফ্রেশ ও ড্যানিশ। এছাড়া পাস্তুরিত দুধের মধ্যে রয়েছে আফতাব, মিল্কভিটা ও আড়ং দুধ।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হচ্ছে সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি ব্যাংক সোনালী, জনতা ও অগ্রণীকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে এই ব্যাংকগুলি সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীতে রূপান্তরিত হবে। এ লক্ষ্যে প্রণীত সংঘ ও স্মারকবিধির খসড়া গত ৩ ফেব্রুয়ারী প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদন করা হয়।

অনুমোদিত সুপারিশে বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলির সম্পূর্ণ মালিকানা সরকারের হাতেই থাকবে। কিন্তু শেয়ারের মূল্য সরকার অথবা সরকারের অধীন বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলি পরিশোধ করবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হবে ১শ' টাকা, যা সরকার ধারণ করবে। ব্যাংকগুলির ধরন হবে শেয়ার দ্বারা সীমিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর অধীনে এগুলি নিবন্ধিত হবে। পরিচালনা পরিষদের সব পরিচালক বর্তমান ব্যবস্থার মতই সরকার কর্তৃক নিয়োগ হবে। প্রত্যেকটি ব্যাংকে পরিচালনা পরিষদের সংখ্যা হবে ৭ থেকে ১৩ জন। পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে থাকবে সুনির্দিষ্ট বিধান। পরিচালক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অর্থ, কৃষি, গ্রামীণ, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, আইন, ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোন পরিচালকই ছয় মাসের বেশী দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

আরেক দফা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

শহরাঞ্চলের বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার। গত ৫ ফেব্রুয়ারী থেকেই এ আদেশ কার্যকর হবে। ১০০ ইউনিটের বেশী যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এর ফলে গ্রাম ও শহরের গ্রাহকরা এখন থেকে বিদ্যুতের জন্য সমান মূল্য দেবে। গ্রামের গ্রাহকরা এতোদিন ধরে বিদ্যুতের বেশী মূল্য দিয়ে আসছিল। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে গত ৫ ফেব্রুয়ারী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে এই মূল্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাড়ায়নি। বিগত জোট সরকারের শেষ সময়ে জারী করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হয়েছে। ঐ প্রজ্ঞাপনে ১ জানুয়ারী থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আদেশ ছিল। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শুধু এর উপর জারী করা অনির্দিষ্টকালের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে মাত্র।

অর্থ উপদেষ্টা ডঃ এবি মির্জা আযীযুল ইসলাম বলেন, মূলত বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় ও ভর্তুকি কমিয়ে আনার জন্য বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়। তখন প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ছিল আড়াই টাকা। আগে ১০০ থেকে ৪০০ ইউনিটের প্রতি ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা। বর্তমানে তা হয়েছে ৩ টাকা ১৫ পয়সা। আগে ৪০০ ইউনিট থেকে যত ব্যবহার করা যায় প্রতি ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা। বর্তমানে হয়েছে ৫ টাকা ২৫ পয়সা।

দুর্নীতিবাজরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না

সরকার সংশোধিত যরূরী ক্ষমতাবিধি জারী করেছে। এ বিধির অধীনে সংঘটিত নানা অপরাধসহ দুর্নীতির দায়ে দণ্ড পাওয়া ব্যক্তিদের জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় সরকারের সব ধরনের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বিধানে আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ অর্থ রাখার অভিযোগ প্রমাণ হ'লে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। সরকারকে নিজের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগেও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং তা নিলামে বিক্রি করে পাওয়া অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নেওয়া যাবে।

নিম্ন আদালতে দণ্ড পাওয়া কাউকে যামিন দিতে বা এরূপ আদালতের আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করা কিংবা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ বাতিল করতে পারবেন না উচ্চ আদালত। তবে ৯০ দিনের মধ্যে আপিল আবেদন নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারী জারী করা যরূরী ক্ষমতা সংশোধিত বিধিমালায় এসব বিধান রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ ১১ জানুয়ারী যরূরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারী করেন। ২৫ জানুয়ারী এ অধ্যাদেশের অধীনে যরূরী ক্ষমতা বিধিমালা জারী করা হয়। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী তা সংশোধন করা হয়।

সংশোধিত বিধিমালার অধীনে দণ্ড পাওয়া কেউ মুক্তি লাভের পরও কোন সরকারী, আধাসরকারী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকার সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এটি সাধারণ প্রচলিত বিধানে সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য। বিধিমালায় আরো বলা হয়, কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে কর্তৃপক্ষের কাছে হাযির হয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, যরূরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭-এর সংশোধিত বিধিগুলি প্রয়োগ করা হবে নির্ধারিত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে ২০টি টাস্ক ফোর্স। কাজের চাপ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে টাস্ক ফোর্সের সংখ্যা আরো বাড়ানো হ'তে পারে।

দুর্নীতির অভিযোগে যারা গ্রেফতার হ'লেনঃ

দেশব্যাপী যৌথবাহিনী দুর্নীতিবাজদের ব্যাপকহারে গ্রেফতার শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত যারা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছেন- সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও বিএনপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ নাসিম, সাবেক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মাদ নাছির, সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, বিশিষ্ট শিল্পপতি সালমান এফ রহমান, যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও দৈনিক 'যুগান্তরের' মালিক নূরুল ইসলাম বাবুল, সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দীন আহমাদ, ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আজগর লবি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী তরীকুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব এনটিভি, আরটিভি ও দৈনিক 'আমার দেশ'-এর মালিক মোসাদ্দেক আলী ফালু, সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমূদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে নাছের রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর, সাবেক এমপি ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতী শহীদুল ইসলাম, শেখ হাসিনার একান্ত সচিব ড. আওলাদ হোসেন, তারেক রহমানের ঘনিষ্ট বন্ধু ও চ্যানেল আই-এর এমডি গিয়াছউদ্দীন আল-মামূন, খাগড়াছড়ির সাবেক এমপি ওয়াদুদ ভুঁইয়া প্রমুখ।

Contents

ব্যবসায়িক পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ ৮৮তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয়

ব্যবসায়িক পরিবেশের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। আর সারা বিশ্বে ৮৮তম। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত 'বিশ্বব্যাংক' ও 'ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন' কর্তৃক প্রকাশিত 'ডুইং বিজনেস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে ব্যবসার পরিবেশের দিক থেকে মালদ্বীপের অবস্থা সবচেয়ে ভাল। এর পরে রয়েছে পাকিস্তান। তবে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ দেশ ভারতের অবস্থান আট দেশের মধ্যে ষষ্ঠ। ব্যবসা শুরুর নিয়ম-কানূন, পরিচালনা, লেনদেনের নিয়মাবলী, ট্যাক্স প্রদানের নিয়ম এবং সরকারী বিভিন্ন নিয়ম প্রতিপালন করতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয় তার উপর ভিত্তি করে এ রিপোর্টটি তৈরী করা হয়।

রিপোর্টে প্রথমবারের মতো প্রতিটি দেশের চারটি শহরের পর্যালোচনা করা হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকাতেই সবচেয়ে বেশী ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ রয়েছে। বগুড়াতে সবচেয়ে বেশী প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। এ রিপোর্টে চট্টগ্রাম এবং খুলনার অবস্থান মাঝামাঝি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮ম জাতীয় সংসদের অপচয় প্রায় সাড়ে ২০ কোটি টাকা

৮ম জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের জন্য অপচয় হয়েছে প্রায় সাড়ে ২০ কোটি টাকা। ১৩ হাযার ১৫৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকার অডিট আপত্তির মধ্যে ১২ হাযার ৫৩৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। 'গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে কার্যকর সংসদ' শীর্ষক ৮ম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট ২৩টি অধিবেশন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

এই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রায় ২২৭ ঘণ্টা অপচয় হয় কোরাম সংকটে, যা মোট কার্যকালের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পাঁচ বছরে নির্ধারিত সময়ে অধিবেশন শুরু হয়েছিল মাত্র ৯ কার্যদিবস। কোরামের অভাবে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হওয়ায় অর্থের অপচয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

বিদেশ

পরমাণু কর্মসূচী বন্ধে সম্মত উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া অবশেষে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে সম্মত হয়েছে। তবে এর জন্য দেশটিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ হাযার টন জ্বালানি তেল বা সমমূল্যের অর্থ এবং পরে আরো ৯ লাখ ৫০ হাযার টন জ্বালানি তেল দেয়া হবে। পরমাণু পরীক্ষা চালানোর চার মাসের মাথায় উত্তর কোরিয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিল। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী চিনের রাজধানী বেইজিংয়ে চিন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ছয় জাতির বৈঠকে এ ব্যাপারে সমঝোতা হয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারী এ বিষয়ে আলোচনা শুরু এবং চুক্তির শর্তগুলির ব্যাপারে একমত হওয়ার মধ্য দিয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী তা শেষ হয়। সমঝোতা অনুসারে উত্তর কোরিয়া পরমাণু কর্মসূচীর মূল কেন্দ্র ইয়ংবিয়ন চুল্লি বন্ধ এবং তা পরিদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের ঢুকতে দিতে সম্মত হয়েছে।

এদিকে ইয়ংবিন স্থাপনা বন্ধ ও পরিদর্শন কাজ শেষ হ'লে দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা দেশটির সমগ্র প্লুটোনিয়াম ভাণ্ডারের হিসাব নেবে। সমঝোতা অনুসারে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে সন্ত্রাসের মদদদাতা দেশের তালিকা থেকে বাদ ও দেশটির উপর থেকে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে। এছাড়া আমেরিকা কোরিয়ার একাউন্ট আছে ম্যাকাউয়ের এমন একটি ব্যাংকের উপর থেকে আর্থিক বাধা-নিষেধ এক মাসের মধ্যেই তুলে নিবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন মার্কিন সিটি মেয়র জ্যাক ইলিস

মিশিগান, নিউজার্সী, ক্যালিফোর্নিয়া, পেনসিলভেনিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় মুসলিম কম্যুনিটির উপর ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক হামলা, মসজিদে অগ্নিসংযোগ, প্রাণনাশের হুমকিতে চিঠি প্রেরণ ও ফোন করার ঘটনায় কম্যুনিটি যখন ভীত-সন্ত্রস্ত, ঠিক তেমনি সময়ে জর্জিয়া স্টেটের ম্যাকন সিটির মেয়র জ্যাক ইলিস খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। গত ২ ফেব্রুয়ারী সিটি মেয়র নিজের নাম পাল্টিয়ে হাকিম মনছূর ইলিস রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, গত ডিসেম্বরে সেনেগাল পরিভ্রমণকালে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে সুন্নী মুসলমান হয়েছেন। এর আগে তিনি পবিত্র কুরআন পড়েছেন এবং জেনেছেন যে, তার পূর্ব-পুরুষদের ক্রীতদাস হিসাবে উত্তর আমেরিকায় আনার আগে তারাও ছিলেন মুসলমান।

Contents

যুদ্ধে না যাওয়ায় আমেরিকান সেনা কোর্টমার্শালের মুখোমুখি

ইরাক যুদ্ধে যেতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করায় প্রথমবারের মতো একজন আমেরিকান সেনার বিচার হ'তে যাচ্ছে সামরিক আদালতে। ইরাক যুদ্ধ বেআইনি ও অনৈতিক- একথা বলে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেন লেফটেন্যান্ট এহরেন ওয়াতাদা (২৮)। ওয়াতাদা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাবে লিখিত এক আবেদনে বলেন, ইরাক যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে তিনি অন্যায় করেননি। কারণ এ যুদ্ধ বেআইনি ও অনৈতিক। আমেরিকার ইউনিফর্ম কোড অফ জাষ্টিস অনুযায়ী ওয়াতাদা বর্তমানে একটি সামরিক কারাগারে চার বছরেরও বেশী সময়ের জন্য কারাভোগ করছেন।

৪০ ভাগ রাশিয়ান মানসিক সমস্যায় ভুগছে

দৈনন্দিন জীবনে ভয় ও উদ্বেগে ভোগার কারণে রাশিয়ার ৪০ ভাগ লোক মানসিক সমস্যায় ভুগছে। সন্ত্রাসী হামলার হুমকি বা অর্থনৈতিক সঙ্কটসহ বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যে এই ভয় ও উদ্বেগ তৈরী হয়েছে। রাশিয়ার 'দি সার্বস্কাই সাইকিয়াট্রি সেন্টার' গত ২২ জানুয়ারী এ তথ্য জানায়। উক্ত সেন্টারের উপ-পরিচালক জুয়াব কেকেলিডজ বলেন, ৯০'র দশকের তুলনায় বর্তমানে মানসিক সমস্যায় ভোগা লোকের সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। বর্তমানে রাশিয়ায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ লোক ঐ সমস্যায় ভুগছে।

ইরাক যুদ্ধে মাসিক ব্যয় ৬০ হাযার কোটি টাকা

ইরাক যুদ্ধে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে ৬০ হাযার কোটি টাকা (৮.৪ বিলিয়ন ডলার)। পেন্টাগনের মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, সমরাস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক সবকিছুর দাম বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকার যুদ্ধ ব্যয়ও বেড়ে চলেছে। হাউসে বক্তব্য দানকালে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী গর্ডন আর ইংল্যান্ড বলেন, চার বছর ইরাক যুদ্ধে বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার, ফাইটার, অস্ত্র বহনকারী মোটরযান বিনষ্ট হয়েছে। এগুলি প্রতিস্থাপনের জন্যও খরচ বেড়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ানরা বিশ্বের দীর্ঘায়ু জাতি

নতুন এক সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বের অন্যদের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ানরা বেশিদিন বেঁচে থাকেন। তবে দেশটিতে অভিবাসীদের তুলনায় আদিবাসীদের আয়ু অনেক কম। অষ্ট্রেলিয়ান ব্যুরো অফ ষ্ট্যাটিসটিকস (এবিএম) জানায়, দেশটির নন-অ্যাবরিজিনাল বা আদিবাসী পুরুষরা অন্তত ৭৮ বছর এবং মহিলারা ৮৩ বছর বেঁচে থাকেন। 'এবিএম' আরো জানায়, কেবল হংকং এবং আইসল্যান্ডের পুরুষরা এবং জাপানী মহিলারা এর তুলনায় বেশীদিন বাঁচতে পারেন। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপারটি হ'ল, অষ্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনরা (প্রকৃত আদিবাসী) অভিবাসীদের তুলনায় প্রায় ১৭ বছর কম বাঁচেন। এমনকি অ্যাবরিজিনদের শিশু মৃত্যুর হারও তুলনামূলকভাবে বেশী। যদিও অষ্ট্রেলিয়ায় এর হার হচ্ছে প্রতি হাযারে ৪.৯ ভাগ। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম শিশু মৃত্যু হার। অথচ এ হার অ্যাবরিজিনদের মধ্যে ১৫.৪ ভাগ।

বিশ্বে মার্কিন প্রভাব নেতিবাচক

বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও প্রভাব ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের একক পরাশক্তিটির জনসমর্থনও হ্রাস পাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী পরিচালিত এক জনমত জরিপের ফলাফলে একথা বলা হয়। পৃথিবীর ১৮টি দেশের ১,৮০,০০০ লোকের উপর জরিপটি পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বের জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে বলে জরিপে বলা হয়। জরিপে আরো বলা হয়, পৃথিবীর মাত্র ২৯ শতাংশ লোক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও কর্মকাণ্ডকে ইতিবাচক বলে মনে করে এবং এর চেয়েও কম ভাগ মানুষ প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তার প্রশাসনের নীতি অনুমোদন করে। এটা ২০০৫-২০০৬ সালের তুলনায় ৭ শতাংশ কম।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই লাখ হিসপ্যানিকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

গত কয়েক বছরে প্রায় দু'লাখ হিসপ্যানিক আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস এবং ফ্লোরিডা স্টেটেই সবচেয়ে বেশী ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। 'কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন' (কেয়ার)-এর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কেয়ার জানিয়েছে, ৯/১১ এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণার কার্যক্রম বেড়েছে ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটিতে। এছাড়া হিসপ্যানিক ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হচ্ছে প্রতিবেশী মুসলিম আমেরিকানদের জীবন প্রণালী। ইমিগ্র্যান্ট হিসাবে মুসলিম আমেরিকানদের অনেক কাজেই সম্পৃক্ত হচ্ছে হিসপ্যানিকরা। সামাজিকতা থেকে শুরু করে পেশাগত কাজেও পরস্পরের নিকট আসছেন প্রতিনিয়ত। সে সময়েই তারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে জানতে আগ্রহী হচ্ছেন।

এদিকে নিউইয়র্কের সিটি পুলিশে শীর্ষস্থানীয় কম্যুনিটি সমন্বয়কারী এরহান ইয়ালডিরিম বলেছেন, ব্রুকলীনে বাংলাদেশী, পাকিস্তানীসহ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মুসলিম ইমিগ্র্যান্ট বাস করেন। তাদের জীবন প্রণালীতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন।

মুসলিম জাহান

মাহাথিরকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার আহ্বান

বসনিয়ার কয়েকটি সামাজিক সংস্থা চলতি ২০০৭ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদকে প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানের পেছনে রয়েছে, বসনিয়ার জনসাধারণের জন্য মাহাথিরের সাহায্যের হাত। কারণ বসনিয়ায় রক্তাক্ত সংগ্রামে তিনি বসনিয়াবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মাহাথির মুহাম্মাদকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছে বসনিয়ার ৪টি সিভিল গ্রুপ।

ফিলিস্তীনে জাতীয় সরকার গঠনে হামাস-ফাতাহ'র ঐতিহাসিক মক্কা ঘোষণা স্বাক্ষর

ফিলিস্তীনের বিবদমান দু'টি গ্রুপ 'হামাস' ও 'ফাতাহ' সব বিরোধ ভুলে গিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনে সম্মত হয়েছে এবং তারা এ ব্যাপারে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস ও হামাসের নির্বাচিত সর্বোচ্চ নেতা খালেদ মেশাল সঊদী আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটাকে ঐতিহাসিক 'মক্কা ঘোষণা' আখ্যা দেয়া হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকালে উপস্থিত ছিলেন সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ। তিনিই এ বৈঠকের আয়োজন করেন। এদিকে চুক্তির পরপরেই আব্বাস প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়াকে নতুন সরকার গঠনের কথা বলেন।

গাযায় কয়েক সপ্তাহ যাবত চলতে থাকা সহিংসতা ও হামাস সরকারের উপর ১ বছর ধরে আন্তর্জাতিক অবরোধের পরে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হ'ল। খালেদ মেশাল চুক্তি স্বাক্ষরের পর বলেন, এ চুক্তিকে কার্যকর করা এবং এর উপর সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করাটা আমাদের দায়িত্ব। জানা গেছে, হামাস ৯টি, ফাতাহ ৬টি এবং পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বশীল ৪টি দলের প্রত্যেকটি দলকে ১টি করে আসন দেয়া হবে। হামাস সরকারের প্রধানমন্ত্রী নয়া জাতীয় সরকারেরও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ফিলিস্তীনীরা আশা করছে নয়া চুক্তির ফলে হামাস-ফাতাহ সহিংসতার অবসান হবে এবং আন্তর্জাতিক অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে। ফিলিস্তীনের সর্বত্র এ চুক্তি স্বাক্ষরে উৎসবের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

আক্রান্ত হ'লে ইরান বিশ্বের যেকোন মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানবে

ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনী হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, আক্রান্ত হ'লে ইরান সমগ্র বিশ্বের মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানবে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী দেশটি তার যুদ্ধ মহড়াকালে এমন এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যা সাগরে যেকোন বৃহৎ রণতরী ধ্বংস ও ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। তেহরানে ইরানী বিমান বাহিনী কমান্ডারদের এক সমাবেশে আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনী বলেন, 'শত্রু ভাল করেই জানে যে, যে কোন আগ্রাসনের পর পাল্টা ব্যবস্থা হানাদারদের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আসবে এবং সারাবিশ্বে মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানবে'।

সাদ্দাম সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা ইয়াসীন রামাযানের মৃত্যুদণ্ড

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সরকারের আমলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা ইয়াসীন রামাযানকে গত ১২ ফেব্রুয়ারী মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে তাঁকে এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর আগে অপর এক আদালত তাহা ইয়াসীনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। সেই রায় পর্যালোচনার পর ১২ ফেব্রুয়ারী তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। বিচারক আলী আল-কাহাচি বলেন, হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত তাহা ইয়াসীন রামাযানকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

স্বৈরশাসকদের তালিকায় মোশাররফ

আমেরিকার একটি বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে কুখ্যাত স্বৈরশাসকদের তালিকাভুক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 'প্যারেড' ম্যাগাজিন কুখ্যাত স্বৈরশাসকদের এ তালিকা তৈরী করেছে। ঐ তালিকায় গত বছর পারভেজ মোশাররফ ১৭তম স্থানে থাকলেও এ বছর তিনি ১৫তম স্থানে পৌঁছেছেন।

এ তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বাশীর। এরপর রয়েছেন উত্তর কোরিয়ার কিম জং ইল, ইরানের সৈয়দ আলী খোমেনী, চায়নার হু জিনতাও, সঊদী আরবের বাদশাহ আব্দুল্লাহ, মিয়ানমারের থানশুয়ে, জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে, উজবেকিস্তানের ইসলাম কারিমভ, লিবিয়ার মু'আম্মার গাদ্দাফী, সিরিয়ার বাশার আল-আসাদ, গিনির থিওডোরো ওবিয়াং গুয়েমা, সুয়াজিল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় সয়াতি, ইরিত্রিয়ার ইসারাস অফ আফেওয়ার্কি, পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ এবং লাওসের চুম্পালি সায়াসন।

তুর্কমেনিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বারদিমুখমেদভ

মধ্য এশিয়ার তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্র তুর্কমেনিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন গুরবাংগুলি বারদিমুখমেদভ। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে তিনি ৮৯% ভোট পেয়েছেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারী সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পরে তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসাগাতে একটি বিজয় অনুষ্ঠানে নতুন প্রেসিডেন্ট বারদিমুখমেদভ শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তুর্কমেনিস্তানের এককালের একনায়ক শাসক প্রেসিডেন্ট সাপারমুরাত নিয়জভের মৃত্যুর পর সেদেশে এই প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গাড়ী চলবে বিদ্যুতে!

গ্যাসের জন্য লম্বা লাইন দিয়ে ক্লান্ত যারা তাদের জন্য একটি সুখবর, অচিরেই আপনাদের জন্য আসছে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি। জাপানী গাড়ী নির্মাতা ইয়োসিহো তাকাওকা অন্তত সেরকম আশার কথা বলছেন। ইটালির ষ্টার্ট ল্যাব এসএপিকে সঙ্গে নিয়ে তাকাওকা বানিয়েছেন 'গিরাসোল' নামে একটি নতুন ধরনের গাড়ি। গিরাসোল চলতে কোন তেল খরচ লাগবে না। পুরোটাই চলবে ঘরের বিদ্যুৎ শক্তি কাজে লাগিয়ে। দূরপাল্লার রাস্তায় চলনসই এ দুই আসনের গাড়িটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬৫ কিলোমিটার গতিতে চলবে এবং ব্যাটারি পুরো চার্জ হ'লে চলবে টানা ১২০ মিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত। এর জন্য দরকার হবে ১ আমেরিকান ডলারের বিদ্যুৎ শক্তি। গাড়ীটির দাম ধরা হয়েছে ২২ লাখ ডলার।

আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টার উদ্ভাবন

আর্সেনিক দূরীকরণের বিস্ময়কর প্রযুক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল একাডেমী অব ইঞ্জিনিয়ারিং' (এনএই)-এর ঘোষিত মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার জিতে নিয়েছে কুষ্টিয়ার 'সনো ফিল্টার'। 'দ্য গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ প্রাইজ ফর সাসটেইনবিলিটি' নামের পুরষ্কারটি জিতে নিয়ে বিশ্ব প্রযুক্তির দরবারে আজ উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশের খাবার পানিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ। আর্সেনিক নামের এই নীরব ঘাতক 'স্লো পয়জনিং' প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 'এনএই' বিশ্বের সব প্রযুক্তিবিদদের কাছ থেকে আর্সেনিকরোধক প্রযুক্তি আহ্বান করে। ২০০৫ সালের জানুয়ারীতে ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের অনেক দেশ থেকে তাদের শীর্ষ প্রযুক্তিবিদগণ প্রেরণ করতে থাকেন তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি। ঐ প্রযুক্তিগুলির মধ্য থেকে অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর পনেরটি প্রযুক্তিকে প্রাথমিক বাছাই করা হয়, যাদের মধ্যে ছিল বাংলাদেশের 'সনো ফিল্টার'। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যে 'ইউনাইটেড ষ্টেটস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সিজ' ঐ পনেরোটি প্রযুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করে। দশ সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ কমিটির সবার মতামতের ভিত্তিতে অবশেষে বাংলাদেশের 'সনো ফিল্টার'কে ঘোষণা করা হয় বিজয়ী হিসাবে। বাংলাদেশের 'সনো ফিল্টার' জিতে নেয় ১০ লাখ ডলারের গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ প্রাইজ, যা বাংলাদেশী টাকায় সাত কোটি টাকার সমপরিমাণ। ২০০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সকাল ১০-টায় 'এনএই' প্রেসিডেন্ট ডঃ এ উলফ আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

স্থানীয় কাঁচামাল (কম্পোজিট আয়রণ ম্যাট্রিক্সভিত্তিক) দিয়ে তৈরী এই 'সনো ফিল্টারে' কোন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহৃত হয় না। তাই ব্যবহারে কোনরূপ দূষণের সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি। দীর্ঘ ৭ বছরের নিরলস গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অধ্যাপক আবুল হুসসাম এবং ডাঃ একেএম মুনীর 'সনো ফিল্টার' উদ্ভাবন করেন।

বাদাম বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মহৌষধ

বাদাম আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। এটা শুধু যে বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে তা নয়। বাদাম নানা রোগ প্রতিরোধকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার 'ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন' (এফ.ডি.এ) বিভাগ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করেছে। গবেষকদের মতে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করলে হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা কমে আসে। বাদামের উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন জার্নালসহ সম্প্রতি আমেরিকার হার্ট এসোসিয়েশনের জার্নালে বাদাম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে বেইজিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতেও বাদাম সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা চালিয়ে একই ধরনের তথ্য প্রকাশ করেছে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষকরা জানান, অধিক কলেস্টেরল থাকা কোন হৃদরোগী নিজের কলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করলে উপকার পাওয়া যায়। বাদাম হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

গবেষকদের মতে এক আউন্স বাদাম প্রতিদিন ৫/৬ বার করে নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার হয়। বাদাম ডায়াবেটিস রোগীদের ওযন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করলেও শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ হ্রাসে সহায়তা করে থাকে।

শরীরের ওযন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাদাম উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। ওযন কমানোর জন্য দৈনন্দিন নির্ধারিত খাদ্য তালিকায় বাদাম নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে গবেষকরা জানান। বাদামে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে যার জন্য ওযন কমাতে হ'লে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে বাদাম খেলে ওযন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও সুন্দর হয়।

বাদাম ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগের জন্য উপকারী। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষণায় তা প্রমাণিতও হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স-এ প্রকাশিত তথ্য মতে, প্রত্যেকের প্রতিদিন কম পক্ষে ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'ই' খাদ্য থেকে পাওয়া উচিত, যা হয়ত প্রতিদিনের সাধারণ খাদ্যসামগ্রী থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য প্রতিদিন খাওয়ার পর এক আউন্স বাদাম খেলে শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন-ই'র পরিমাণ সঠিক থাকবে।

মঙ্গলে পানি থাকার প্রমাণ মিলেছে

মঙ্গলে পানির অস্তিত্বের নতুন প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল প্রদক্ষিণকারী নাসার মহাশূন্যযান এমআরও'র পাঠানো ছবিতে গ্রহটির এক উপত্যকায় কালো ও হালকা রঙের পাথরের স্তর পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সায়েন্স ম্যাগাজিনে এ তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর ফলে গ্রহটিতে এক সময় প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আরো জোরদার হ'ল। সান ফ্রান্সিসকোতে আমেরিকান 'এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এনভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সে'র বার্ষিক সভায় সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

নাসার এমআরও'র উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরায় তোলা ছবিতে গ্রহটির গভীর গিরিখাতের ভেতরে সৃষ্ট ফাটলের কাছে হাল্কা ও কালো রঙের স্তর দেখা গেছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কয়েক কোটি বছর আগে গ্রহটির উপরিভাগে পানির প্রবাহ ছিল। গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক ক্রিস এইচ ওকুবু বলেন, উজ্জ্বল বৃত্তাকার চিহ্নিত এলাকাগুলি মাটির নীচ দিয়ে পানি প্রবাহের প্রমাণ। তিনি বলেন, পৃথিবীর বুকে কোন ফাটলের চারপাশে উজ্জ্বল পাথরখণ্ড পাওয়া গেলে আমরা বুঝি এটি ফাটল ও পাথর খণ্ডের মধ্যে চলাচলকারী তরলের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে।

গত ডিসেম্বরে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, মঙ্গলের শীতল পৃষ্ঠে পানি প্রবাহ থাকতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারের পাঠানো তখনকার ছবিতে গ্রহটির কিছু গর্তে পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দেয়। যাতে কয়েক বছর আগেও সেখানে পানি প্রবাহিত হওয়ার শক্ত প্রমাণ মেলে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

কালিনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৮ ডিসেম্বর'০৬ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কালিনগর এলাকার যৌথ উদ্যোগে কালিনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কালীনগর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'আহালেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ১৭ ডিসেম্বর '০৬ শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মনিগ্রাম এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চারঘাট মহিলা কলেজের প্রভাষক মাওলানা আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহালেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ বক্তা হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আমীরুল ইসলাম মাস্টার, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান ও চারঘাট থানাধীন বাকড়া এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আবু যার প্রমুখ।

গঙ্গারামপুর, মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মনিগ্রাম এলাকার যৌথ উদ্যোগে গঙ্গারামপুর মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মনিগ্রাম এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহালেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও অত্র মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবদুল জাব্বার প্রমুখ।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

পাঁচদোনা, নরসিংদী ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা

'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাইউম, দফতর সম্পাদক হাফেয অহীদুয্যামান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, ইসলামী নীতি ও আদর্শের উপর অটল থেকে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক স্বার্থে যারা কাজ করে তাদের বিপদাপদ আসবেই। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য ধৈর্যের মাধ্যমে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তারা আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র চলছে, সেগুলোর মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিয়ে ময়দানে কাজ করতে হবে। তারা উল্লেখ করেন, বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শরী'আত সম্মত নয়। যারা এসব করছে তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুসারী নয়।

বক্তাগণ বলেন, বিগত সরকারের দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় নির্যাতিত নিরপরাধ শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অবিলম্বে মুক্তিদান সময়ের অনিবার্য দাবী। তারা জঙ্গী তৎপরতায় মদদ দানকারীদের অতিদ্রুত আইনের আওতায় আনারও জোর দাবী জানান।

তাবলীগী সভা

রাজশাহী ২৬ জানুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিরস্তইল শাখার উদ্যোগে বিরস্তইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তোযাম্মেল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন।

টাংগাইল ১৮ ফেব্রুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল যেলার উদ্যোগে ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে টাংগাইল যেলার সর্বস্তরে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সিরাজগঞ্জ ২১ ফেব্রুয়ারী, বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের রহমতগঞ্জস্থ যেলা কার্যালয়ে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে জর্জরিত এ সমাজকে মুক্ত করতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কোন বিকল্প নেই। এ আন্দোলন মানুষকে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরিয়ে আনতে এবং মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সকল মানুষকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়ারও উদাত্ত আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

মজিদপুর, যশোর ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে কেশবপুর থানাধীন মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ বযলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল আহাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুদ্দাচ্ছির প্রমুখ। সমাবেশে মুহাম্মাদ ইবরাহীম (কুমিল্লা)-কে সভাপতি, মুহাম্মাদ আবদুস সালাম (যশোর)-কে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (যশোর)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত কর্মী সমাবেশ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আবুল খায়েরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৭ জানুয়ারী, রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খানপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব দীদার বক্স-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মুহাম্মাদ। উল্লেখ্য, খানপুর এলাকার ৪টি শাখা নিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মোল্লাপাড়া, রাজশাহী, ১০ জানুয়ারী, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোল্লাপাড়া এলাকার উদ্যোগে মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

যা ত্রিত্ববাদ তাই মৌলবাদ

'ফান্ডামেন্টালিজম' বা মৌলবাদ শব্দটি রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত। 'মৌলবাদ' হচ্ছে মূলতঃ খৃষ্টান ধর্মের একাংশের ধর্মীয় আন্দোলন, যেটা তাদের ধর্মের বিভিন্ন ডিনোমিনেশন বা মতভেদ ও কোন্দলের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। ১৮১৯ সনে নিউইয়র্কে প্রফেটিক কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে এই মৌলবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। এ মৌলবাদী আন্দোলনের স্লোগান হচ্ছে 'Make a decision for christ'.

পাশ্চাত্য বিশ্ব থেকে প্রকাশিত ওয়েব স্টার'স ডিকশনারীতে মৌলবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ Relegious beliefs based on a literal interpretation of everything in the Bible and regarded as fundamental to christian faith and morals. (1972, p- 565)

উল্লিখিত সংজ্ঞায় মৌলবাদ বলতে খৃষ্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিকতাকে বুঝানো হয়েছে। তেমনি ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, বে বুকস, ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে মৌলবাদ বলতে শুধুমাত্র খৃষ্টান ধর্মের ফেনোমেনা বা বিষয় হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

মৌলবাদ আন্দোলনকারীরা মৌলবাদের ৫টি মূলনীতিও নির্ধারণ করেছেন। যথাঃ

(১) বাইবেলের নিঃশর্ত অনুপ্রেরণা ও অভ্রান্ততা (২) যীশুর উপাস্য (ডেইটি) হওয়া (৩) কোন পুরুষের ঔরস ব্যতীত কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুর জন্ম (৪) মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ব হেতু যীশুর রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু (৫) যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থান ও রাজত্ব।

সেক্যুলার খৃষ্টানরা মৌলবাদী আন্দোলনকে নেগেটিভ ও অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ইউরো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর উদীয়মান মুসলিম বিশ্বশক্তির ভয়ে, মুসলিম জাতিকে কোনঠাসা করতে 'ডকট্রিন' হিসাবে মুসলিম বিরোধী এজেন্টদের হাতে তুলে দিয়েছে 'মৌলবাদ' 'সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি শব্দ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন লেখক-বুদ্ধিজীবী মুসলমানদেরকে 'মৌলবাদী' ও 'সন্ত্রাসী' হিসাবে নেগেটিভ অর্থে প্রচার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক প্রথম আলোর উপ-সম্পাদকীয়তে বশীর আল-হেলাল লিখেছেন- 'ইসলামী মৌলবাদের পরের ধাপ ইসলামী জঙ্গীবাদের কথা বলি। এসব পরিভাষা মুসলমানরা তৈরী করেননি। করেছেন সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রনীতির দার্শনিকরা, যা আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে' *(প্রথম আলো, ৫ জুন ২০০৫)*।

আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবি, জাদুকর ধর্মত্যাগী, পাগল ইত্যাদি বলে অপপ্রচার চালাত এজন্য যে, মানুষ যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষী ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বও আজ একই নীতি অবলম্বন করেছে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এরা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গীবাদী ইত্যাকার পরিভাষা ব্যবহার করে মানুষদেরকে ইসলাম বিমুখ রাখতে চায়। মৌলবাদ বা ত্রিত্ববাদ খৃষ্টান ধর্মের বিষয়। আর মুসলিম জাতি একত্ববাদে বিশ্বাস করে। তাই হুজুগে পড়ে মুসলমানদের মৌলবাদী বানানো সম্ভব নয়। ইসলামী পরিভাষায় মৌলবাদ বলতে কিছু নেই। ইসলামের কোন ইমাম, ফক্বীহ, মুজতাহিদ মৌলবাদের কোন সংজ্ঞা নিরূপন করেননি। ইসলামী মৌলবাদ তাই অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা, ধোঁকাবাজি আর নিরেট মূর্খতা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

** মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান*
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাদ্দামের ফাঁসি

সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসিতে বিশ্ববাসীর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এটা অনেকের কাছে খুশির ব্যাপার হয়েছে। ইরাকের দীর্ঘকালের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন খাঁটি মুসলমান ছিলেন কি-না জানি না। তবে তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। সুন্নীরা শী'আ-কুর্দি, বাহাইয়া, আহমাদিয়া সম্প্রদায় সমূহকে খাঁটি মুসলমান ভাবেন না। যা-ই হোক সাদ্দাম হোসেনের পরিচয়- তিনি সুন্নী মুসলমান। তিনি ইরাকে ইসলামী আইন জারী না করলেও তিনি কঠোর এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। বিশ্বের অর্ধ শতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে হাতে গোনা ২/৪ জন শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার শীর্ষে। ইন্দোনেশিয়া সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হ'লেও বলতে হয় সেখানে ইসলাম প্রায় অনুপস্থিত। বিশ্ব মুসলিমের ক্বিবলা, যেখানে প্রতিবছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজ্জব্রত পালন করতে উপস্থিত হয় এবং যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম, তাঁর দ্বীন প্রচার এবং অন্তিম শয়ান, সেই আবরভূমিও এখন নাছারা আমেরিকানদের মিত্র দেশ। ইরানে বাদশাহ রেযা শাহ পাহলবীর শাসনামলেও তদ্রূপ ছিল। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাবের পর থেকেই সেখানে খ্রীষ্টানী চালচলন শুরু হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর দেশ মিশরও কি আর তেমনটি আছে? অর্ধ শতাধিক মুসলিম রাষ্ট্র বিশ্বে বর্তমান থাকলেও খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র যে একটিও নেই, তা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম দেশের নাগরিকদের মধ্যে কাউকে দ্বীনদার মনে হ'লে, তিনি 'মৌলবাদী' হিসাবে নিন্দিত হন মুসলমানদের কাছেও। আর বিশ্বে তো রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে যে,

মৌলবাদীরা সন্ত্রাসী। অতএব ইহুদী-খ্রীষ্টানদের কাছে মৌলবাদ উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এমনকি মুসলমানরাও আজ মৌলবাদ উচ্ছেদকামী। মুসলিম রাষ্ট্রে বিজাতীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি আজ নন্দিত হচ্ছে।

কেউ কেউ বলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার বিবেচনায় এ কথা অসত্য নয়। কেননা ধর্মাচরণের ফল ব্যক্তিরই প্রাপ্য। একের কর্মফল এখানে অন্যের উপর বর্তায় না। আর ধর্মতো মূলতঃ সংবিধান। তা মেনে চললে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা পায়। তাতে মানুষ উপকৃত হয়। তাহ'লে ধর্মের পথে চললে, ধর্মের কথা বললে কিংবা ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হ'লে মানুষকে মৌলবাদী বলে নিন্দা করা হবে কেন? আর যারা ধর্ম ছেড়ে অধর্মের প্রচার প্রসার ঘটাতে চায়, তারা তাহ'লে কি নামে আখ্যায়িত হবেন? হয়ত তারা কুরআন পাকের এই আয়াতটি বলবেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'। অর্থাৎ 'ধর্মের মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নেই'। বস্তুতঃ এর অর্থ এই নয় যে, একটি ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে বসবাস করে যা খুশী তাই করা যাবে।

খ্রীষ্টান-ইহুদীদের মধ্যেও সম্প্রদায় বিভাগ রয়েছে। এমনকি হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যেও রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট, অর্থডকস, ব্রাহ্মণ, শৈব, বৈষ্ণব, মহাযান, হীনযান যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তারা মুসলমানদের শায়েস্তা করতে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক পায়ে খাঁড়া। কিন্তু মুসলমানরা তা পারেন না। মুসলমানদের এক সম্প্রদায়কে যদি কেউ ঘায়েল করতে পারে, তা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য হাসি-খুশির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসিও কারো কারো কাছে খুশির ব্যাপার বৈকি!

ইরাক মুসলিম রাষ্ট্র। সাদ্দাম মৌলবাদী না হ'লেও শক্তিশালী ও আপোষহীন একজন মুসলিম শাসক। অতএব আমেরিকার যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের টার্গেটে পড়ে গেলেন তিনি। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর মিথ্যা অজুহাত চাপিয়ে দেয়া হ'ল তার বিরুদ্ধে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল পাঠানো হ'ল। তারা খুব খোঁজাখুজি করলেন। রিপোর্ট দিলেন- এখানে কোন রাসায়নিক অস্ত্রের কারখানা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? টার্গেট যখন সাদ্দাম, তখন দেশটা আক্রমণ করতেই হবে। ব্রিটেন, ফ্রান্সকে পাওয়া গেল জোটে। আরব-কুয়েত দিয়ে দিল আস্তানা গাড়ার সুযোগ। সাদ্দাম আর যায় কোথায়? আব্বাসীয় বংশের গড়া সুন্দর সমৃদ্ধশালী দেশটাকে বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলল মার্কিন-বৃটেন-ফ্রান্স জোটের হানাদার সেনারা। সাদ্দামের গোষ্ঠী সুদ্দো ধ্বংস করা হ'ল। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে থাকা সাদ্দামও ধরা পড়লেন। ধরা পড়লেন তাঁর প্রধান সহযোগীরা। তাঁর বাথপার্টির জোয়ানরাও আটকা পড়লেন। বছর দুই ধরে সাদ্দামের আত্মীয়-স্বজন এবং সমর্থকদের উপর চললো অমানুষিক অত্যাচার। আবু গারিব কারাগারে বন্দীদের উপরে যে ধরনের অমানবিক নির্যাতন চালানো হ'ল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এরূপ অমানবিক অত্যাচার হয়তো হিটলারও করেনি।

অবশেষে সে দেশে পুতুল সরকার গঠন করা হ'ল শী'আ এবং কুর্দিদের নিয়ে। বুশের ইঙ্গিতে বিগত ৩০ শে ডিসেম্বর ঈদুল আযহার দিনেই সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হ'ল। যে দিনে জেলখানার কয়েদীদেরকে একটু ভাল খাবার দেওয়া হয়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হ'লেও আনন্দের ব্যবস্থা করা হয়, স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়-পরিজনদের সাক্ষাতের সুযোগ অবারিত থাকে, ঠিক সেদিনেই বর্বরোচিতভাবে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর করা হ'ল। সাদ্দাম কুরআন হাতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। বলেন, 'আমি একজন মুজাহিদ, তাই ভীত নই'। সত্যিই সাদ্দাম শুধু মুজাহিদই নন, একজন সত্যিকার আপোষহীন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইরাককে সুশাসনে রেখে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। আর বিরুদ্ধবাদীদের তাঁর সেনাবাহিনী কিংবা বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক হত্যা করা ছিল প্রশাসনিক ব্যাপার। এটা সকল দেশের ক্ষমতাসীন সরকারই করে থাকেন। সেজন্য কোন সরকারপ্রধানের ফাঁসি হয়েছে, এমনটি কখনো শোনা যায় না, কেবল পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষেত্রে ব্যতীত। তাও ছিল উদ্দেশ্যমূলক। সাদ্দামের ফাঁসিও বৈধ হয়নি। এটা হয়েছে কেবল বুশের মর্জিতেই। আর এভাবেই বুশ বিশ্ব মোড়লের আসন টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। মোদ্দাকথা, কোন মুসলিম দেশ যেন কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, যেকোন মূল্যে সে ব্যবস্থা বুশ করেই যাবে। আর আহম্মক মুসলমানরা তাতে মদদ যোগাতে ভুল করবে না, এটিই নির্মম সত্য।

** মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*
সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭ সফল হোক

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১৭১২-৪৩৯০২১

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 01712-439021

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৯১)ঃ সুলায়মান (আঃ)-এর ৭০০ বাঁদী এবং ৩০০ স্ত্রী ছিল। উক্ত ১০০০ (এক হাযার) জনের সঙ্গে মিলনের পর ১টি মাত্র বিকলাঙ্গ সন্তান হয়েছিল এই বর্ণনা কোথায় আছে? জানালে উপকৃত হব।

- আব্দুল আলীম
কাঞ্চনরূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ বর্ণনাটি মুস্তাদরাক হাকেমে এসেছে। কিন্তু এর বিশুদ্ধতা পাওয়া যায় না। আল্লামা যাহাবী ও হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি *(মুস্তাদরাকে হাকেম ২য় খণ্ড, হা/৪১৪১)*। জমহূর মুহাদ্দিছগণ উক্ত গণনাকে দলীল বিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০)*। তাছাড়া ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- সুলায়মান (আঃ) বলেন, আমি আজ রাতে ৭০ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করব এবং প্রত্যেক স্ত্রীই একটি করে মুজাহিদ জন্ম দিবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে একটি মাত্র বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম নেয় *(বুখারী হা/৩৪২৪)*। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন বর্ণনা একত্রিত করে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী এবং বাঁদীর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন ছিল। তার মধ্যে ৬০ জন স্ত্রী এবং ৪০ জন বাঁদী (ফাৎহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৭০ 'সুলায়মান (আঃ)-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, 'আম্বিয়া' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২/১৯২)ঃ কুরবানীর পশু ঈদগাহে যবেহ করা সম্পর্কে কোন সুন্নাতী বিধান আছে কি? বাড়ীতে যবেহ করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

- মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু কুরবানীর নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে যবেহ করা ভাল *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, ৮৪ পৃঃ, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে কুরবানী করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫৭)*। তবে ঈদগাহ ব্যতীত অন্যত্রও কুরবানী করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৯৩)ঃ শীতকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে টুপি, মাফলার, পাগড়ী বা যেকোন কাপড় দিয়ে কপাল ঢেকে সিজদা করা যাবে কি?

- আবুল কালাম আযাদ
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শীত কিংবা গরম থেকে বাঁচার জন্য টুপি, মাফলার, পাগড়ী বা যেকোন কাপড় দিয়ে কপাল ঢেকে সিজদা না করাই উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৬৪৩ 'ছালাতে কাপড় ঝুলানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৯৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম শুনে দরূদ না পড়লে তিনি তাকে কৃপণ বলেছেন। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসলে দরূদ পড়তে হবে কি?

- ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম শুনে দরূদ না পড়লে তিনি তাকে কৃপণ বলেছেন একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা *প্রমাণিত (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৩৩)*। তবে ছালাতের ভিতরে বা বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম আসলে দরূদ পড়তে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৫/১৯৫)ঃ বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী ৫/৬ দিন এক সঙ্গে থাকার পরে স্বামী বিদেশে চলে যায়। আড়াই বছর পর্যন্ত কোন যোগাযোগ না করায় স্ত্রী 'খোলা' করে এবং এর দুই মাস পর মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে চাইলে জনৈক ইমাম বলেন, আরও একমাস অপেক্ষা করতে বলেন। প্রশ্ন হ'ল, এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে কি?

- আব্দুল আলীম
কাঞ্চনরূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ 'খোলা' করার পর মহিলার জন্য অন্যত্র বিবাহ করার শর্ত হ'ল- এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করা। উক্ত মহিলা খোলা করার দুই মাস বা তিন মাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। 'খোলা' করার পর এক ঋতু হয়ে গেলেই সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। তাছাড়া উক্ত মহিলা দীর্ঘদিন স্বামী ছাড়াই ছিল। ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী তার কাছ থেকে 'খোলা' করার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য ইদ্দত নির্ধারণ করেছিলেন এক ঋতু *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম, হা/১০৬৮ 'সনদ' ছহীহ)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৬/১৯৬)ঃ আমি প্রায় ৪ মাস পূর্ব থেকে রাতে ওযূ করে ঘুমিয়ে থাকি এবং এক পর্যায়ে স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে পাই। এ ঘটনা স্থানীয় একজন হানাফী ইমামকে জানালে তিনি বলেন, 'তুমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখনি, বরং শয়তানকে দেখেছ। তিনি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার হাদীছটিকে অগ্রহণযোগ্য বলেন। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আল-আমীন
ঘুরুনিয়া, তালবাড়ীয়া
কতোয়ালী, যশোর।

উত্তরঃ ইমামের উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিরোধী। কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নযোগে দেখার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে যারা স্বপ্নযোগে দেখবে তারা কেবল আমাকেই দেখবে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬০৯, 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৯৭)ঃ মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে জানাযার ছালাতে অংশ নিতে পারবে কি?

- আব্দুল হাদী
চকউলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে পুরুষ, মহিলা সকলেই অংশ নিতে পারে। চাই সেটা বাড়ীতে হোক, মসজিদে হোক কিংবা মাঠে হোক। কারণ মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পেছনে পর্দার মধ্যে জানাযার ছালাত আদায় করেছেন এবং আয়েশা (রাঃ) সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩; মিশকাত হা/১৬৫৬)*। মহিলার একাকী বা জামা'আত সহকারেও জানাযা পড়তে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮২ পৃঃ)*। তবে মহিলাদের জন্য 'জানাযা' লাশের পেছনে পেছনে যাওয়া নিষেধ *(আব্দুল আযীয বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩তম খণ্ড, 'জানাযার ছালাতে পুরুষ-মহিলা সকলের অংশগ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৯৮)ঃ ছালাত অবস্থায় মশা-মাছি, পিপিলিকা সহ কোন প্রাণী মারা যাবে কি?

- হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে যেকোন ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮, 'ছালাতে কোন কাজ করা বৈধ ও কোন কাজ করা বৈধ নয়' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ছালাতে দু'টি কালো প্রাণী *(সাপ ও বিচ্ছু)*-কে হত্যা কর' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)*। উক্ত হাদীছের আলোকে আনাস ও ওমর (রাঃ) ছালাতে উকুন ও পোকা-মাকড় মারতেন *(মির'আত ৩/৩৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৯৯)ঃ আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে করেছেন হালাল। কিন্তু বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য নগদ বিক্রি করলে যে মূল্য ধরে, কিস্তিতে বিক্রি করলে একই পণ্য বেশী দাম ধরে। এখানে বেশী মূল্যটা কি সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

- আনোয়ার হুসাইন
কানাইখালী, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত কিস্তিতে নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্য সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতিতে মূল্যের কমবেশী করা জায়েয *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। তবে নগদ-বাকী নির্ধারিত না করে বিক্রি করা বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই বিক্রির মধ্যে দু'রকমের বিক্রি হ'তে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৬৮, 'নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২০০)ঃ জুম'আর ফরয ছালাতের আগে ও পরে কত রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে?

- হুসাইন আল-মাহমূদ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জুম'আর ফরয ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল মসজিদ' পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যতখুশী নফল ছালাত আদায় করবে। জুম'আর পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার রাক'আত কিংবা মাত্র দুই রাক'আতও পড়া যায়। অথবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আতও পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮৭; মির'আত ৪/১৪৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১১/২০১)ঃ বুখারী 'তাওহীদ পাবলিকেসন্স' প্রকাশিত ১ম খণ্ডের ৯৫৬ নং হাদীছে ঈদগাহে মিম্বর না নিয়ে যাওয়ার কথা আছে, আবার ৯৬১ নং হাদীছে মিম্বর নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

- আরীফুল ইসলাম
বাঁশবাড়িয়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে গিয়ে খুৎবা দেননি। এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা

প্রমাণিত এবং এটাই বিধান। মিম্বর ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম নির্দেশ দেন মারওয়ান, যা ছিল তার ব্যক্তিগত ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। আর ছহীহ বুখারীর ৯৬১ নং হাদীছে نزل শব্দের অর্থ 'অবতরণ করা' হবে না; বরং এখানে অর্থ হবে 'স্থান পরিবর্তন' করা *(ফাৎহুল বারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩; আল্লামা ওয়াহীদুযযামান, উর্দূ অনুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫০ 'ঈদায়ন' অধ্যায়)*। কেউ যদি উক্ত হাদীছের অর্থ 'মিম্বর থেকে অবতরণ করা' করেন তাহ'লে ভুল হবে।

প্রশ্নঃ (১২/২০২)ঃ সাত বৎসরের কন্যা সন্তান তার পিতার সাথে একই চাদরের নিচে থাকে। প্রশ্ন হ'ল- কত বছর পর্যন্ত একটি সন্তান তার পিতা-মাতা সাথে থাকতে পারবে?

- গোলশান আরা
থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সন্তান ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক ১০ বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাকে পিতা-মাতার বিছানা থেকে পৃথক করে দিতে হবে। এমনকি সন্তানদের মাঝেও পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সন্তান যখন সাত বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদের ছালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের মধ্যে বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২০৩)ঃ দ্বিতীয় তলায় মসজিদ রেখে নীচতলা, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় দোকান বা অফিস ভাড়া দিয়ে সেই অর্থ মসজিদে ব্যয় করা যাবে কি?

- নূরুল ইসলাম ভূইয়া
প্রযত্নেঃ জসীমুদ্দীন সরকার
কসবা, বি-বাড়িয়া।

উত্তরঃ মসজিদের উন্নতিকল্পে শর্ত সাপেক্ষে মসজিদের উপরে-নিচে দোকান বা অফিসের জন্য ভাড়া দেওয়াতে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে শর্ত হ'ল- ব্যবসা শরী'আত সম্মত হ'তে হবে এবং মসজিদের নামে ওয়াক্বফ হ'তে হবে অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে হবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড; ফাতাওয়া নাযেরিয়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ 'মসজিদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২০৪)ঃ জুম'আর ছানি খুৎবায় দরূদ ও দো'আ পাঠের কোন দলীল আছে কি? খুৎবা শেষ করার কোন নির্ধারিত বাক্য বা দো'আ আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
বাজপুকুরিয়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় খত্বীব হামদ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ দো'আ শ্রবণে আমীন আমীন বলবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা [সঊদী আরব] ৮/২৩৩)*। দ্বিতীয় খুৎবা শেষ করার কোন নির্ধারিত বাক্য স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্র যিকির ও দরূদ দ্বারা শেষ করা যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২০৫)ঃ আমার মেয়ের সঙ্গে আমার একটি হিন্দু কাজের মেয়ে একই বিছানায় থাকে। এভাবে থাকার ফলে আমার মেয়ের পোষাক কি অপবিত্র হয়ে যাবে?

- আব্দুল খালেক
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ হিন্দু হোক বা যেকোন বিধর্মী হোক কোন মুসলমানের সঙ্গে থাকলে কাপড়-চোপড় বা ঘরবাড়ী অপবিত্র হয় না। যতক্ষণ কোন অপবিত্র বস্তু কাপড়ে না লাগে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছুমামা ইবনু আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। এছাড়া এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মুশরিকা মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীগণকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের ব্যবহার করা জিনিষ-পত্র অপবিত্র নয়। কাজেই স্পর্শ করলে কাপড় অপবিত্র হবে না। তবে উভয়ের বিছানা পৃথক রাখাই ভাল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২০৬)ঃ প্রাচীন দার্শনিকদের মতে মানুষ চারটি বস্তুদ্বারা সৃষ্ট। আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। এক্ষেত্রে শরী'আতের ব্যাখ্যা কি?

- রফীকুল ইসলাম
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত চার বস্তু দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং শুধুমাত্র মাটি দ্বারাই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে' *(ছাফফাত ১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনা পচা ঠনঠনে মাটি থেকে' *(হিজর ২৬)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২০৭)ঃ মূসা (আঃ)-এর লাঠি কি তার নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল? না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 'মু'জিযা' ছিল?

- সুফিয়া খাতুন
পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী।

উত্তরঃ মূসা (আঃ)-এর লাঠি তাঁর নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল *(ত্বা-হা ১৭-১৮)*। মহান রাব্বুল আলামীন উক্ত লাঠির

মাধ্যমেই তাঁর 'মু'জিযা' প্রকাশ করান *(আল্লামা শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৩৬১)*। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে রয়েছে যে, উক্ত লাঠি আদম (আঃ)-এর জান্নাতী লাঠি ছিল এবং তা নূহ (আঃ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইবরাহীম (আঃ) ও শু'আইব (আঃ)-এর মাধ্যমে উপঢৌকন হিসাবে তাঁর জামাতা মূসা (আঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ সমস্ত কথার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/২০৮)ঃ সময়ের মূল্য সম্পর্কে শরী'আতে কোন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কি?

- আবু হেনা
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ শরী'আতে সময়ের মূল্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমরা কেউ এক পাও নড়াতে পারব না। তন্মধ্যে অন্যতম দু'টি হচ্ছে- 'আমাদের জীবনের সময়কাল আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি এবং আমাদের যৌবনকে আমরা কিভাবে ক্ষয় করেছি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭০ 'মনগলানো উপদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও অবসর সময়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২০৯)ঃ বাজারে বা বিভিন্ন দোকানে সর্বদা গান-বাজনা চলে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-মুশারফ হুসাইন
আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।

উত্তরঃ গান-বাজনা পরিবেশন করা ও শোনা উভয়ই চূড়ান্ত ভাবে হারাম। যতদূর সম্ভব গান-বাজনার স্থানে না যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে এধরণের জাহেলিয়াত বন্ধ করার প্রচেষ্টা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। তবে একান্তই নিরুপায় হ'লে সাধ্যপক্ষে এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেমন- নাফে' বলেন, একদা কোন এক পথে আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এই সময় তিনি বাঁশীর সুর শুনতে পেলেন, তখনই তিনি নিজের দুই অঙ্গুলি দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং সেই রাস্তা হ'তে অন্য আরেক দিকে সরে গেলেন। বেশ দূরে যাওয়ার পর আমাকে বললেন, হে নাফে'! এখন কি তুমি কোন কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। এবার তিনি উভয় কান হ'তে আঙ্গুল বের করে নিলেন। অতঃপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলেন এবং আমি যা করলাম তিনিও তাই করেছিলেন। নাফে' বলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮১১, সনদ হাসান, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬০০ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২১০)ঃ আছহাবে কাহফের সাথে যে কুকুর ছিল সেটা জান্নাতে যাবে। একথা কি সত্য?

- হাসানুযযামান
হাড়াভাংগা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একথা সত্য নয়। কারণ মানুষ এবং জিন ছাড়া অন্য কোন প্রাণী জান্নাতে যাবে না *(রহমান ৫৬, ৭৪)*। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১২)*। উক্ত দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আবদ বা দাস হওয়ার যোগ্যতা রাখে তারাই জান্নাতে যাবে।

প্রশ্নঃ (২১/২১১)ঃ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে মূল অন্তর না জিহ্বা?

- আহমাদ আলী
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয়ের মাঝে অন্তর হ'ল মূল আর জিহ্বা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি টুকরা আছে। যখন টুকরাটি সঠিক থাকবে, তখন পুরো শরীরটা সঠিক থাকবে। আর ঐ টুকরাটি যদি অসুস্থ হয় তাহ'লে পুরো শরীরই অসুস্থ হবে। আর সেটিই হচ্ছে অন্তর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

প্রশ্নঃ (২২/২১২)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, যেকোন প্রাণীর সেবা করায় নেকী রয়েছে এবং পাপ মোচন হয়। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

- আব্দুল জাব্বার
রহনপুর রেল ষ্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সঠিক। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'একটি ব্যভিচারী মহিলাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সে একটি কূপের পাড়ে অবস্থিত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল যে, কুকুরটি হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলে নিজের মাথার উড়নাতে বাঁধল এবং কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হ'ল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায় ছওয়াব রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০২, 'যাকাত' অধ্যায়)*। তবে প্রত্যেক কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক প্রাণীকে মারার পক্ষে শরী'আতে নির্দেশ রয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩৭৮ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৩/২১৩)ঃ আমি জনৈক ব্যক্তির বাসায় কাজ করি। বাড়ির মালিক অত্যন্ত কৃপণ। ফক্বীর-মিসকীনকে খেতে দেয় না, তাড়িয়ে দেয়। আমি মালিককে না জানিয়ে তাদেরকে দান করি এবং খেতে দেই। এতে কি আমি পাপী হব?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লালবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও ঘটেছিল। এতে পাপ হবে না, বরং বাড়ীর মালিক ও চাকর উভয়ে নেকী পাবে। আবু লাহমের দাস উমাইর (রাঃ) বলেন, একবার আমার মনীব আমাকে গোশত শুকানোর নির্দেশ দিলেন। এ সময় আমার নিকট একজন মিসকীন আসলে আমি উহা হ'তে তাকে কিছু খাওয়ালাম। আমার মনীব ইহা অবগত হ'লেন এবং আমাকে মারলেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললাম। তিনি তাকে ডাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে মারলে কেন? তিনি বললেন, তাকে নির্দেশ দেওয়া ব্যতীত সে আমার খাদ্য অন্যকে খাওয়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এর ছওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। অপর বর্ণনায় আছে, আমি দাস ছিলাম। আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মনীবের মাল হ'তে কিছু দান করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন হ্যাঁ, পার। তবে ছওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বন্টিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৩, 'স্বামীর মাল হ'তে স্ত্রীর দান' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৫৭)*। উক্ত দলীল দ্বারা বুঝা গেল যে, চাকর-বাকর ছোট-খাটো জিনিস দান করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৪/২১৪)ঃ রাসূল (ছাঃ) কি কবি ছিলেন? কেউ কেউ বলেন যে, তিনি কবি ছিলেন।

- বশীর আল-হেলাল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবি ছিলেন না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর উহা তাঁর জন্য সমীচীনও নয়' *(ইয়াসীন ৬৯)*। কেউ কেউ হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে কবি সাব্যস্ত করতে চান আসলে তা সঠিক নয়। কারণ কোন এক সময়ে দু'একটি পঙক্তি রচনা করলেই তাকে কবি বলা হয় না। অনুরূপই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক যুদ্ধে কবিতার দু'একটি পক্তি বলেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৮; বাংলা মিশকাত হা/৪৫৭৯ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবি বলা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/২১৫)ঃ কোন ব্যক্তি যদি তাস খেলার কারণে ছালাত দেরী করে পড়ে তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?

- আফযাল হুসাইন
বেলেঘাটি, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ দেরী করে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কারণ ছালাতের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত সময় দিয়েছেন *(নিসা ১০৩)*। বিলম্বে ছালাত আদায় করা মুনাফিকের লক্ষণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকের ছালাত হচ্ছে- সূর্য যখন ডুবতে যাবে তখন তাড়াতাড়ি করে ছালাত আদায় করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২১৬)ঃ জুম'আর দিন খত্বীব খুৎবা দেওয়া অবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হ'লে করণীয় কি?

- মুহাম্মাদ হায়দার
চর আসাড়িয়াদহ, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় বাথরুমে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লে খুৎবা বন্ধ করে প্রয়োজন সেরে নিবেন। অতঃপর যেখান থেকে খুৎবা বন্ধ করেছেন সেখান থেকে পুনরায় আরম্ভ করবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩)*। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছল্লীদের সাথে কথোপকথন করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯২০১; বুখারী 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২১৭)ঃ আক্বীক্বায় ধনী-গরীব মিলে সবাইকে দাওয়াত খাইয়েছি। এতে কেউ কেউ উপঢৌকন দিয়েছে। এটি কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

- আবু নাছের
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। এটি বর্তমান সমাজের প্রচলিত প্রথা মাত্র। ইবনু আব্দিল বার্র ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বিবাহের ওয়ালীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বিআহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৬০ 'আক্বীক্বার গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে আক্বীক্বার গোশত নিজে খাওয়া যাবে এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে দান করা যাবে *(ঐ, পৃঃ ৫৯)*। আক্বীক্বার দাওয়াতের বিনিময়ে উপঢৌকন গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (২৮/২১৮)ঃ আরবীতে দিনের হিসাব কোন সময় থেকে শুরু হয়?

- শহীদুল ইসলাম
সুমপর, বিরভূম, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আরবী মাসের হিসাব চন্দ্র উদয়ের পর থেকে শুরু হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আরবী মাস এরূপ এরূপ অর্থাৎ এক মাস হবে ২৯ আর একমাস হবে ৩০ দিনে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭১)*। নবী করীম (ছাঃ) চন্দ্র দেখেই মাসের হিসাব করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০)*। অতএব আরবীতে দিনের হিসাব চন্দ্র উঠার পরই শুরু হয়।

প্রশ্নঃ (২৯/২১৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়ার পর মিষ্টি খেতেন। একথা কি সত্য?

- আবুবকর
বেরেরবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি খেতেন এ মর্মে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি মিষ্টি ভালবাসতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল ঠাণ্ডা হালুয়া *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩০০৬)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঠাণ্ডা হালুয়া খুব ভালবাসতেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২২০)ঃ অনেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর, জমি-জায়গা জোরপূর্বক দখল করে ভোগ করছে। পরকালে এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বাড়ী-ঘর, জমি-জায়গা জোরপূর্বক দখল করা অন্যায়। এ সম্পদের জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া তাদের অর্থ-সম্পদ দখল করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী হ'তে বের করে দেয় না তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি' *(মুমতাহিনা ৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর যেকোন মানুষ নিজে এবং নিজের অর্থ-সম্পদ নিরাপদে রাখার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং নম্রভদ্র আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে।

প্রশ্নঃ (৩১/২২১)ঃ মৃত ব্যক্তির পাশে আগরবাতি জ্বালানো এবং গোলাপজল ছিটানো কি শরী'আত সম্মত?

- নাছরুল্লাহ
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পাশে আগরবাতি জ্বালানো এবং গোলাপজল ছিটানো ঠিক নয়। তবে গোসলের পানির সাথে সুগন্ধি মিশানো যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তিনবার, পাঁচবার বা ততধিকবার গোসল দাও এবং শেষবার পানিতে কাফূর মিশিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৪)*। এছাড়া মৃতকে গোসল দেওয়ার পর শরীরে ও কাফনে আতর ও ধুনি জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করা যায় *(আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ৫/৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২২২)ঃ ছাত্র-ছাত্রীকে বিদায় দেয়ার প্রমাণে কোন দো'আ আছে কি?

- বাবুল
থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীকে যেভাবে আনুষ্ঠানিক বিদায় দেয়া হচ্ছে, এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এগুলি কুসংস্কার মাত্র। তবে ছাত্ররা শিক্ষক বা কোন বয়োজ্যেষ্ঠের নিকটে পৃথকভাবে ভাল পরীক্ষা দেওয়া ও ভাল ফলাফলের জন্য দো'আ চাইতে পারে *(আবুদাঊদ হা/৫২২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার সময় তাদের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দো'আ করতেন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরে নিতেন। বিদায় হওয়া ব্যক্তি তাঁর হাত না ছাড়া পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তার হাত ছাড়তেন না। তিনি ঐ সময় নিম্নোক্ত দো'আ করতেন

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণঃ আসতাওদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা আমালিকা। অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্র নিকট গচ্ছিত রাখলাম তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ কর্ম' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

এছাড়া কোন সৈন্যদল বা কাফেলাকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالَكُمْ

উচ্চারণঃ আসতাওদিউল্লাহা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লাকুম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২২৩)ঃ প্লেট বা গামলার মাঝখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় না এ মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

- ফেরদাউস
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ প্লেট, গামলা কিংবা পাতিলের মাঝখান হ'তে খাদ্য গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ এতে বরকত কমে যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বরকত পাত্রের মাঝখানে রয়েছে। তোমরা চতুষ্পার্শ হ'তে খাও, মধ্য হ'তে খেয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮২৫)*। অন্য

হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমরা চতুষ্পার্শ হ'তে খাও। মধ্যাংশ ছেড়ে রাখ। কারণ উপর দিক হ'তে বরকত নেমে আসে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২২৪)ঃ ধান জমিতে থাকাকালিন উচ্চ লাভের আশায় অগ্রিম টাকা দেয়া যাবে কি? এতে বাজারের চেয়ে অনেক কম মূল্যে কিনার সুযোগ হয়।

- নাছির
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উভয়ের সম্মতিতে শস্যের পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ পূর্বক অগ্রিম টাকা দেওয়া জায়েয। এ ব্যবসাকে শরী'আতে 'বাইয়ে সালাম' বলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি বাইয়ে সালাম করলে সে যেন সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করে নেয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*। অতএব উভয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকে আর বাজার মূল্যের চেয়ে দাম কমও হয় তবুও এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৫/২২৫)ঃ ঘুমানোর পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের নেকী পাওয়া যায়। একথা কি সত্য?

- মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ
যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ ঘুমানোর পূর্বে নয়, বরং রাতের কোন অংশে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে তাকে রাতের ছালাতের ছওয়াব দেয়া হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবারকে রাতে জাগায় এবং দু'জন এক সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে অথবা একাই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে তাহ'লে তাদের জন্য রাতে ইবাদতকারীদের মত ছওয়াব দেওয়া হয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২২৬)ঃ ইবরাহীম (আঃ) তিন দিন তিনশ' উট কুরবানী করেছিলেন, একথা কি সত্য?

- আব্দুল্লাহ
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। ইবরাহীম (আঃ)-এর মত একজন শ্রেষ্ঠ নবীর শানে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলা থেকে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৭/২২৭)ঃ খাদ্য গরম অবস্থায় খাওয়া ভাল না ঠাণ্ডা করে খাওয়া ভাল?

- আব্দুর রহমান
রাজাসন, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ গরম খাদ্য সাময়িক ঠাণ্ডা করে খাওয়া ভাল। কারণ এতে বরকত হয়। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি ছারীদ খাদ্য প্রস্তুত করেন এবং কিছু দ্বারা তা ঢেকে রাখেন যেন তার গরম ভাপ দূর হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা খাদ্যে বরকত রয়েছে' *(হাকেম, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২২৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সময় তিনবার খাটলি নামানো হয়। এর দলীল জানতে চাই।

- ফিরোজ কবীর
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় খাটলি তিনবার নামানোর ব্যাপারে শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে কারণবশত নামালে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৯/২২৯)ঃ নবী করীম (ছাঃ) লাউ তরকারী ভালবাসতেন এবং তা দ্বারা তরকারী বৃদ্ধি করতেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?

- আব্দুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) লাউ তরকারী ভালবাসতেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২১২৭)*। ইবনু আবী তারিক (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে তার নিকট লাউ দেখলাম। আমি বললাম, একি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে লাউ, এর দ্বারা আমরা আমাদের তরকারী বেশী করে থাকি' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৪০০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৩০)ঃ জনৈক ব্যক্তির সাত ছেলে। সে যদি এক সঙ্গে সাত ছেলের নামে একটি গরু আক্বীক্বা দেয় তাহ'লে কি তা জায়েয হবে?

- মুবারক হুসাইন
পলসা, বীরভূম, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ গরু ও উট দিয়ে আক্বীক্বা করার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৬৮)*। দ্বিতীয়তঃ সাত সন্তানের এক সঙ্গে আক্বীক্বা দেওয়ার কোন বিধান নেই এবং সাত দিনের পর আক্বীক্বা করারও কোন ছহীহ দলীল নেই।